সিরাজদ্দৌলা।

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৩১২ সাল, ২৪শে ভাদ্র,
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

একমাত্র বিক্রেতা—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা.

শ্যামবাজার, ৭নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ

"ইলেক্‌ট্রিক্ কেশব-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে"

শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪।

ভূমিকা

আলিবর্দ্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্য্যন্ত যে সকল স্বার্থগলিত ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘটনা প্রভাবে বঙ্গ-সিংহাসন আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রকাশ উচিত হয় না। আলিবর্দ্দীর জীবিতাবস্থাতেই সিরাজ-চরিত্র বিকাশ পাইতেছিল। সিরাজ চরিত্র লইয়া দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকের তৃপ্তিকর হইত কি না জানি না। সেক্‌সপিয়ারের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু আমি সেক্‌সপিয়ার নহি। সেক্‌সপিয়ারের নাটকগুলি, রাজা ও পারিষদবর্গের সম্মুখে অভিনীত হয়। অনেক দর্শকই নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের বংশধর; সুতরাং তাঁহাদের নিকট উক্ত নাটকগুলি আদরণীয় হইয়াছিল। সাধারণ দর্শকগণও স্বাধীন দেশের রাজ-নৈতিক প্রজা, সুতরাং স্বদেশে ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন প্রণালীর বিকাশ ও জাতীয় গৌরব যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদভিনয় দর্শনে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমার সে সুযোগের অভাব। এই কারণে সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখিবার উদ্যম করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। 'সাহিত্য' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহে নাটকখানি এক খণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছি; সেইজন্য নাটকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, সেক্‌সপিয়ারের লেখনী-প্রসূত হইয়াও, অনেকের মতে, স্থানে স্থানে নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সে দোষ আমার থাকিবে না, ইহা আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস—ইতি-

হাস, ইতিহাসবেত্তা ব্যতীত তাহার প্রকৃত রসাস্বাদ সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা হয় না। আমার 'সিরাজদ্দৌলা' যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, তাহা আমার সৌভাগ্য।

বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার,* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। এস্থলে এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ না করিলে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত যত প্রকার ইংরাজী পুস্তক আছে, বিশেষ অনুসন্ধানে, আমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

নাটক সমাপ্ত হইলে, আমার উৎসাহদাতা সহৃদয় সমাজপতি এবং "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" প্রণেতা পূর্ব্বোল্লিখিত উদারচেতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়দ্বয়, নাটকখানি আদ্যোপান্ত শ্রবণে পরম প্রীতি প্রকাশ করেন; ইহা আমার সামান্য পুরস্কার নহে। "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

এক্ষণে নাটকখানি যদি পাঠকের প্রীতিকর হয়, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

* ১২৯৯ সালের "জন্মভূমিতে" প্রকাশিত "পলাশী" প্রবন্ধে বিহারী বাবু, অন্ধকূপের ভিত্তিহীনতা স্থাপনে প্রথম প্রয়াস পান।

চরিত্র।

হিন্দু ও মুসলমানপক্ষীয় পুরুষগণ।

সিরাজদ্দৌলা ... বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব।
(ভূতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র)

মীর জাফর খাঁ ... সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি।
(আলিবর্দ্দীর সম্পর্কীয় ভগিনীপতি)

মীরণ ... মীরজাফরের পুত্র।

সকতজঙ্গ ... পূর্ণিয়ার নবাব।
(আলিবর্দ্দীর মধ্যমা কন্যা আয়মনাবেগমের পুত্র)

রাজবল্লভ ... নবাব-অমাত্য।
(ঘসেটীবেগমের মৃতস্বামী ঢাকার শাসনকর্ত্তা নওয়াজেসের দেওয়ান)

রায়দুর্লভ ... নবাব-মন্ত্রী।

মোহনলাল ... ঐ

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ
ঐ স্বরূপচাঁদ } শ্রেষ্ঠি ভ্রাতৃদ্বয়।

মীরমদন ... নবাব-সেনানায়ক।

মাণিকচাঁদ ... ঐ

উমিচাঁদ ... বণিক।

আমীরবেগ ... মীর জাফরের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী।

কামিনীকান্ত (ওরফে) করিমচাচা নবাব-পারিষদ।
(রায়দুর্লভের আত্মীয়)

দানসা ... ভণ্ড ফকির।

মীরকাসিম, মীরদাউদ, রাসবিহারী, মহম্মদীবেগ, লছমনসিংহ, সকতজঙ্গের উজীর ও সভাসদগণ, নগরবাসী ও নাগরিকগণ, বন্দীগণ, নবাবসৈন্যগণ, প্রহরীগণ, খোজা, লোকসকল।

ইংরাজ ও ফরাসীপক্ষীয় পুরুষগণ।

ক্লাইব	...	ইংরাজ সেনাপতি।
ড্রেক	...	কলিকাতার গভর্ণর।
হল্‌ওয়েল	...	কলিকাতার পুলিশ-অধ্যক্ষ।
ওয়াট্‌স্‌ ও চেম্বার্স	...	কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ।
ওয়াল্‌স্‌ ও স্ক্রাফ্‌টন	...	ইংরাজ উকীলদ্বয়।
কুট, কিলপ্যাট্রীক ও ওয়াট্‌সন		ইংরাজ সেনানায়কগণ।
মুঁসা লা	...	নবাবের আশ্রিত ফরাসীসেনাপতি।
সিনফ্রেঁ	...	নবাবের ফরাসী গোলন্দাজ।

ইংরাজসৈন্যগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

আলিবর্দ্দী-বেগম।

ঘসেটীবেগম	...	আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। (ঢাকার শাসনকর্ত্তা মৃত নওয়াজেসের স্ত্রী)
আমিনা বেগম	...	আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠা কন্যা। (সিরাজের মাতা)
লুৎফউন্নিসা	...	নবাব-মহিষী।
উম্মৎজহুরা	...	নবাব-কন্যা।
জহরা	...	সিরাজ কর্ত্তৃক হত হোসেনকুলিখাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণা স্ত্রী।

ওয়াট্‌স-পত্নী।

মেমগণ, জোবেদী, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ প্রভৃতি।

"সিরাজদ্দৌলা"

১৩১২ সাল, ২৪শে ভাদ্র, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত হয়।

সত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
	„ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (সহকারী)
সঙ্গীত-শিক্ষক	„ শশিভূষণ বিশ্বাস
	„ তারাপদ রায়।
নৃত্য-শিক্ষক	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	„ কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঃ—

সিরাজদ্দৌলা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
মীর জাফর খাঁ	„ নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
মীরণ	„ নুটবিহারী মিত্র।
সকতজঙ্গ, ক্ল্যাফ্‌টন ও মুঁসা লা	„ মন্মথনাথ পাল।
রাজবল্লভ ও লছমনসিংহ	„ জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়।
রায়দুর্ল্লভ ও মীরকাসিম	„ কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়।
মোহনলাল	„ "বসন্ত রায়"।

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও আমিরবেগ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ ও মীরদাউদ	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
মাণিকচাঁদ ও রাসবিহারী	„ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
মীরমদন ও মহম্মদীবেগ	„ মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।
	„ হরিদাস দত্ত।
করিমচাচা	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
দানসা	„ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
ক্লাইব	„ ক্ষেত্রমোহন মিত্র।
ড্রেক ও কুট	„ উপেন্দ্রনাথ বসাক।
হলওয়েল ও ওয়াট্‌স্	„ অটলবিহারী দাস।
চেম্বার্স, ওয়াট্‌স ও সিনফ্রেঁ	„ ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
ওয়ালস্ ও কিলপ্যাট্রীক	„ নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
আলিবর্দ্দী-বেগম ও জহরা	„ শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
ঘসেটীবেগম ও ওয়াট্‌স-পত্নী	„ সুশীরাবালা।
আমিনাবেগম ও জোবেদী	„ ভূষণকুমারী।
লুৎফউন্নিসা	„ সুশীলাসুন্দরী।
উম্মৎজহুরা	„ সুবাসিনা।

শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—মতিঝিল-কক্ষ।

ঘসেটীবেগম ও রাজা রাজবল্লভ।

রাজবং। বেগম সাহেব, আমাদের সকল আশা নিষ্ফল! সিরাজ নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন লাভ করেছে। সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী রায়-দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ, মৃত্যু-শয্যায় বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর বিনয়বচনে সিরাজের দুর্নীত আচরণ মার্জ্জনা করেছে।

ঘসেটী। এই সংবাদ দিতে এসেছ? স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, এই জন্য কি আমি তোমার কথায় সৈন্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করেছি? ভীরু, কাপুরুষ, তুমি এই সংবাদ দিতে এসেছ?

রাজবঃ। বেগম সাহেব, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি সত্য বল্‌চি, রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই সিরাজের বিরূপ ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম বিনয়নম্র বচনে সকলে বশীভূত হয়েছে।

ঘসেটী। রাজবল্লভ, তুমি এত সরলচিত্ত কতদিন হয়েছ? সরল চক্ষে সকলকে দেখ্‌তে কতদিন শিখেছ? বৃদ্ধের বিনয়ে সকলের অন্তর দ্রব হয়েছে—না? তোমার অন্তরও দ্রব হয়েছে না কি? তোমার পুত্র কৃষ্ণদাস যে নবাবী অর্থ লয়ে কলিকাতায় ইংরাজের শরণাগত হয়েছে, সেই অর্থ প্রত্যর্পণ কর্‌বার নিমিত্ত তারে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমন কর্‌তে পত্র লিখেছ না কি? পিতা-পুত্রে সেই অর্থ নবাবের চরণে অর্পণ ক'রে মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌বে না কি?

রাজবঃ। বেগম সাহেব, তিরস্কারের সময় নয়, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ধনরত্ন যা পারেন, যতদূর সাধ্য গোপন করুন, সিরাজ-সৈন্য মতিঝিল আক্রমণে অগ্রসর।

ঘসেটী। আমার সৈন্য কোথায়?

রাজবঃ। আপনার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসপাত্র, প্রধান মন্ত্রণাদাতা মীর নজরআলী, আক্রমণ সংবাদ পাবা মাত্র সৈন্য ল'য়ে পলায়ন করেছে। সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব ভার তাঁরই উপর ছিল। আমায় বৃথা অপরাধী কচ্ছেন; এক্ষণে আপনি সতর্ক হোন। শীঘ্রই সিরাজ আপন দুর্ব্যবহারে সকল মন্ত্রীকেই প্রকাশ্য শত্রু কর্‌বে। সুযোগ অনুসন্ধানে আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

ঘসেটী। হ্যাঁ—সুযোগ অনুসন্ধান! যে দিন সিরাজ যুবরাজ হ'লো, সেইদিন হ'তে সুযোগ অনুসন্ধান কচ্ছ। দিন গেল, তোমার সুযোগ আর উপস্থিত হ'লো না! এক্রামদ্দৌলাকে সিংহাসন

দেবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সে সুযোগ হ'লনা, বাছা কবরশায়ী হ'লো। তোমার স্বার্থপর হৃদয়, তুমি জান না, আমার সেই পালিত পুত্র গর্ভের সন্তান অপেক্ষা প্রিয় ছিল; তুমি জান না, সে কি বজ্রাঘাত আমার বুকে ক'রে গেছে। এখন দেখ্ছি তার শিশুসন্তান মোরাদদৌলা কবরশায়ী না হ'লে আর তোমার সুযোগ হবে না। যাও দূর হও। ছিঃ ছিঃ, এই কাপুরুষকে কেন প্রত্যয় ক'রেছিলেম! যাও যাও দূর হও! নবাবকে সেলাম দাওগে!

রাজবঃ। আমার অপরাধ নাই—আমার অপরাধ নাই। ঐ সৈন্য-কলরব শোনা যাচ্ছে। আপনি সতর্ক হোন, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

ঘসেটী। কি হলো—কি হবে—সত্যই তো সৈন্য-কোলাহল শুন্ছি। কেন মীর নজরআলির কপট প্রেম-বচনে কর্ণপাত করেছিলেম; কেন ভীরু রাজবল্লভকে প্রত্যয় করেছিলেম; কেন আমি ঈর্ষ্যাবশে হোসেনকুলির বধে সম্মত হলেম! এই কাপুরুষ রাজবল্লভের পরিবর্ত্তে সে জীবিত থাক্লে, সিরাজ নিষ্কণ্টকে কখনই সিংহাসন পেত না।

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। বেগম সাহেব, পরিচয়ের সময় নাই,—আপাততঃ জানুন, আমি আলিবর্দ্দী-বেগমের পরিচারিকা। আপনার ধন-রত্নের জন্য চিন্তিত হবেন না; ঝিলগর্ভে গুপ্তভাণ্ডার কেউ জান্তে পার্বে না; আর আপনার জহরৎ প্রভৃতি যা কিছু আছে, আমি সমস্তই সংগ্রহ ক'রে আপনাকে দেবো। নবাব আপনাকে রাজপুরে

ল'য়ে যেতে আপনার নিকট আস্‌ছে, প্রতিরোধ কর্‌বেন না। প্রকাশ্যে শত্রুতায় ফল নাই, স্নেহের আবরণে শত্রুতা গোপন করুন। ঐ আপনার মাতা আস্‌ছেন।

[প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দী-বেগম ও আমিনার প্রবেশ)

আলি-বেগম। মা ঘসেটী, তুমি অভিভাবকহীনা, এই নিমিত্ত সিরাজের ইচ্ছা, তুমি রাজ-অন্তঃপুরে তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নি আমিনার সঙ্গে বাস করো।

আমিনা। এসো দিদি, বাল্যকালের ন্যায় দুই ভগ্নি একত্রে বাস করি। এখন তো আমরা উভয়ে স্বামীহীনা।

ঘসেটী। মা আমি পতিহীনা, সহায়হীনা, আমার সহিত ছলনার প্রয়োজন কি? সরল ভাষায় বলুন, আমার স্বামীর আবাস হ'তে বন্দী ক'রে নে যেতে এসেছেন। মতিঝিল আমার স্বামী বড় যত্নে নির্ম্মাণ করেছিলেন, আমায় এইস্থানে থাক্‌বার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বন্দী, সে আদেশপালনে সক্ষম নই। নবাবের ইচ্ছা প্রতিরোধ করা আমার শক্তি নাই।

(সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ)

সিরাজ। আপনি বন্দী নন, নবাব-মাতার ন্যায় রাজপুরে আদরে অবস্থান কর্‌বেন।

ঘসেটী। নবাব-মাতার তো অনেক বাঁদী আছে, তবে আমার যাবার প্রয়োজন কি?

আমিনা। কেন দিদি, অমন কথা বল্‌ছো,—আমি তোমার ছোট ভগ্নি, আমি তোমার বাঁদী।

সিরাজ। আপনি অন্যায় বোঝেন, উপায় নাই, এস্থান আপনাকে পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

ঘসেটী। কেন ?

সিরাজ। কেন ?—আপনি কি সত্যই অবগত নন ! সরল ভাষায় শুনুন,—জনশ্রুতি এইরূপ, যে এক্রামদ্দৌলার পুত্রকে সিংহাসন দেবার ষড়যন্ত্র এই লালকুঠিতে হয়। অচিরে সেই শিশু পুত্রের সিংহাসন লাভ হবে, রাজা রাজবল্লভ দেওয়ান হবেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হব ;—এই সাহসে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরাজ কলিকাতায় আশ্রয় দিয়েছে ; আর পুনঃ পুনঃ আমাদের আজ্ঞা অমান্য ক'রে তাকে ঢাকার হিসাব-নিকাসের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই এবং অপরাপর আদেশও উপেক্ষা করেছে। আপনি রাজপুরে অবস্থান কর্‌লে, সে জনশ্রুতি থাক্‌বে না। রাজ্যের মঙ্গল হবে, আর ইংরাজ প্রভৃতি রাজ্যের শত্রুরা শাসিত হবে।

ঘসেটী। অযথা জনরব, ইংরাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন কচ্চে, রাজ্যের শত্রুরা নিয়মাধীন নয়,—এর সহিত আমার কি সম্বন্ধ ? তুমি নবাব, আমায় বন্দী কর্‌তে এসেছ—এই কথাই তো যথেষ্ট !

সিরাজ। আপনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই নিমিত্ত সরল ভাষায় আপনাকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি। জনরবে রাজ্যের অমঙ্গল ; আপনি রাজপুরবাসিনী হ'লে, সে জনরব থাক্‌বে না। সেই নিমিত্তই আপনাকে ল'য়ে যেতে এসেছি। আপনি যেতে প্রস্তুত হোন।

ঘসেটী। রাজ্যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, ইংরাজ নবাবের অবাধ্য, নানা প্রকার জনশ্রুতি,—এইজন্য আমার উচ্ছেদ হবে ? এইজন্য আমি

আবাসহীনা হবো? এইজন্য এক্রামদ্দৌলার পুত্র তোমার অন্নদাস হবে? ভাল, হোক! নবাব বাহাদুর, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! পতিহীনা, অসহায়া রমণীকে বাসচ্যুত করা তোমার প্রথম নবাবীর পরিচয়। তোমার কুলনারীর সম্পত্তি অপহরণ, তোমার প্রথম রাজকার্য্য। তোমার প্রথম কার্য্যে তোমার কুলনারীর অশ্রু-বিসর্জ্জন;—এই আরম্ভ কিন্তু শেষ নয়। তোমার কুলনারীর অশ্রু, বারিধারার ন্যায় এই বাগ্‌লায় পতিত হবে, কিন্তু সে অশ্রু-বিসর্জ্জনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে অগ্নিময় অশ্রুধারায় নগর দগ্ধ হবে, অট্টালিকা দগ্ধ হবে, রাজ্য ভস্মীভূত হবে, হাহাকার-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হবে। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হওয়া এই প্রথম, শেষ নয়। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হবে, পথে পথে ভ্রমণ করবে, ভিক্ষা-অন্নের জন্য ব্যাকুলা হবে, আকাশ ব্যতীত অপর আচ্ছাদন থাকবে না। মা কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি প্রস্তুত।

আলি বেগম। চল মা শিবিকা প্রস্তুত।

[ঘসেটী, আলীবর্দ্দী-বেগম ও আমিনার প্রস্থান।

(জহরার প্রবেশ)

সিরাজ। কে তুমি?

জহরা। আমি নবাব-মহিষীর বাঁদী, তাঁরই আজ্ঞায় ঘসেটীবেগমের পরিচ্ছদ নিতে এসেছি।

সিরাজ। তুমি কোথায় থাক?

জহরা। আমি সর্ব্বত্রে থাকি, আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির নই। বায়ু যেমন উত্তপ্ত হ'য়ে ঘূর্ণায়মান হয়, আমিও তেমনি অন্তর-তাপে দিবা-রাত্র ঘূর্ণায়মানা! নবাব-দর্শন, দাসীর নিয়তই বাসনা, সেই বাসনা পূর্ণ করতে এসেছে! [প্রস্থান।

সিরাজ। এ পরিচারিকা কি উন্মাদিনী! আমায় দেখ্‌বার বাসনা কেন?

(মীরজাফর, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতির প্রবেশ)

সিরাজ। কি সংবাদ?

রায়। জনাব মতিঝিল ভূমিসাৎ কর্‌বার আদেশ প্রদান করেছেন। অতি কঠিন আজ্ঞা। প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ হবে। প্রজারা আদর ক'রে এই সুরম্য প্রাসাদকে লালকুঠি ব'লে থাকে, মতিঝিল এ প্রদেশের একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য।

সিরাজ। বুঝলেম, আপনি নবাবের আদেশ পালনে অক্ষম, অবসর গ্রহণ করুন। মোহনলাল, রায়দুর্লভের কার্য্যভার আজ হ'তে তোমার উপর অর্পিত। লালকুঠি ভূমিসাৎ করো।

মোহন। জনাবের আজ্ঞা অচিরে প্রতিপালিত হবে।

[প্রস্থান।

সিরাজ। (মীরজাফরের প্রতি) সেনাপতি, ধনাগার হস্তগত করেছেন?

মীর জাঃ। জনাবকে সুমন্ত্রণা প্রদান কর্‌তে স্বর্গীয় নবাবের নিকট বান্দা প্রতিশ্রুত। লালকুঠি লুণ্ঠন অবৈধিক। জনাবের মাতৃষসাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

সিরাজ। আপনিও অবসর গ্রহণ কর্‌বেন। মীরমদন, সৈন্যের ভার আজ হ'তে তোমার উপর অর্পিত, সেনাপতি অবসর গ্রহণ কচ্ছেন। তুমি রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে গিয়ে ধনাগার হস্তগত করো। বোধ হয় পুরাতন সমস্ত কর্ম্মচারীই কার্য্যে অক্ষম হয়েছেন। তুমি আর মোহনলাল সমস্ত কার্য্যে নিজ নিজ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করো।

রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতিকে ধনাগার প্রদর্শন করো। মীরমদন যাও।

মীর মঃ। নবাবের আজ্ঞা-পালনে গোলামের আনন্দ।

[রাজবল্লভ ও মীরমদনের প্রস্থান।

সিরাজ। লালকুঠি ভঙ্গ হবে, ঘসেটী বেগমের ধনরত্ন রাজকোষে আসবে, এতে আপনারা সকলে অসন্তুষ্ট! মন্ত্রণা স্থান, সৈন্যসঞ্চয়ের অর্থ নষ্ট হচ্ছে! মৃত্যুকালে নবাব বৃথা আয়াস পেয়েছিলেন, রাজকার্য্যে সাহায্য দান কর্‌তে বৃথা অনুনয় করেছিলেন। খলের খলতা বিনয়-বাক্যে মোচন হয় না। বিদ্রোহীর গৃহভঙ্গ, বিদ্রোহীর ধনলুণ্ঠন অন্যায়কার্য্য! কি সুহৃৎবর্গে আমরা পরিবেষ্টিত!

[সিরাজের প্রস্থান।

রায় দুঃ। আর এ স্থানে নয়, প্রস্থান করুন। ভগবান অর্ব্বাচীন নবাব-হস্তে আজ জীবন রক্ষা করেছেন, এ নিমিত্ত ধন্যবাদ দিন।

স্বরূপ। আলিবর্দ্দীর মধ্যম কন্যা আয়মনা বেগমের পুত্র সকতজঙ্গের নিকট কি পূর্ণিয়ায় দূত প্রেরিত হয়েছে?

মীর জাঃ। হঁ্যা, মীরণ তথায় প্রেরিত হয়েছে। ওঃ এমন অপমান জন্মেও হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! ঘৃণিত, নীচবংশোদ্ভব, নবাবের কুৎসিৎ কার্য্যের সহচর মোহনলাল মন্ত্রীপদে স্থাপিত হলো, পথের কাঙ্গাল মীরমদন সেনাপতি, এদের নিকট আমাদের অবনত মস্তকে থাক্‌তে হবে! রাজকার্য্য এই নীচজন-নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারী-গণের দ্বারা সম্পন্ন হবে!—জীবনে ঘৃণা হচ্ছে!

রায় দুঃ। হেথায় আর বৃথা আক্ষেপ উচিত নয়।

জগৎ। চলুন, নবাব আমাদের আর এখানে একত্র দেখ্‌লে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেবে। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুর।

আলাবর্দ্দি-বেগম ও সিরাজদ্দৌলা।

বেগম। কহ বৎস, এ কি বার্ত্তা শুনি ?
প্রাচীন অমাত্যগণে করি অপমান,
উচ্চ পদে স্থাপি নীচজনে
করিতেছ রাজকার্য্য সমাধান।
ছিল যারা সিংহাসনে স্তম্ভের স্বরূপ,
বিরূপ তোমার আচরণে ;
ভালমন্দ না করি বিচার,
যেই কার্য্য যেইক্ষণে উঠে তব মনে,
সেই কার্য্য সেই দণ্ডে কর সমাধান ;
ভয়ে ভীত রাজ্যে যত অমাত্য প্রধান,
যোগ্য উপদেশ দানে না করে সাহস।
শুনি মতি-স্থৈর্য্য নাহিক তোমার।
আকুল অন্তর মম এ জন-প্রবাদে।

সিরাজ। মাতা, অহেতু গঞ্জনা দেহ মোরে।
কহ, হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ অমাত্য প্রধান,
করিয়াছি তার অপমান ?
কোন্ হীন জনে উচ্চ স্থানে করেছি স্থাপন ?
রাজ্যের অবস্থা তুমি জাননা জননী !
স্বার্থপর অমাত্য সকল,
করে সবে স্বার্থ উপাসনা ;

কারো নাহি মঙ্গল কামনা,
চলে জনে জনে নিজ স্বার্থ অনুসারে।
সেনাপতি মীরজাফর,
দিবারাত্র মন্ত্রণা তাহার,
কি সুযোগে সিংহাসন করিবে গ্রহণ।
রাজা রাজবল্লভের জান আচরণ,
পুত্র কৃষ্ণদাসে, কলিকাতা ইংরাজ সকাশে
অর্থ সহ করেছে প্রেরণ।
সতত মন্ত্রণা যত অমাত্য মিলিয়ে
কি উপায়ে সাধিবে আমার পদচ্যুতি।
কভু বা গোপনে—
ষড়যন্ত্র সওকতজঙ্গ সনে,
কভু দানে ইংরাজে উৎসাহ
উপেক্ষিতে নবাবী প্রভাব।
মাত্র বন্ধু মোহনলাল আর মীরমদন,
যে দোঁহারে স্বার্থপর অমাত্যনিচয়
নীচ বলি করিছে ঘোষণা।
প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ দু'জন,
চক্ষুঃশূল সবাকার এই হেতু।

বেগম। এ কি, হেন ক্রুর আচরণ!

সিরাজ। হায়, এসময় কোথা মাতামহ!
আছিলাম মেরুর পশ্চাৎ,
ঝঞ্ঝাবাত না স্পর্শিত কায়,
এবে অসহায় জনপূর্ণ অরণ্য মাঝারে!

হাসি পাশে লুক্কায়িত অসি,
চারিদিকে নিধন কামনা মম,
বঙ্গেশ্বর একেশ্বর সংসার-কান্তারে !

বেগম। কায়মনোবাক্যে করো কর্ত্তব্য পালন,
সার কর ঈশ্বর-চরণ,
ফলাফল অর্পিয়ে তাহায়।
স্বর্গগত নবাবের আদর্শের পরে
স্থির দৃষ্টি করহ স্থাপন।
হায়, বালক বিরুদ্ধে হেন কুটীল মন্ত্রণা !

সিরাজ। চিন্তা দূর কর মাতা নবাব-মহিষী,
দুর্জ্জনের মনস্কাম কভু না পূরিবে।

বেগম। বিদ্রোহ সময়—
শুন বৎস উপদেশ মম—
ভূতপূর্ব্ব নবাবের জানো আচরণ,
হ'লে শত দোষে দোষী,
করিতেন মার্জ্জনা তাহারে।
দৃষ্টান্তে তাঁহার করো মার্জ্জনা সবায় ;
রাজকার্য্যে পুনঃ সবে করহ স্থাপিত ;
মার্জ্জনার সম উচ্চ নাহি রাজনীতি।

সিরাজ। তব আজ্ঞা হবে না লঙ্ঘন।
প্রতিগৃহে আপনি যাইয়ে
করিব সম্মান সবে।
কিন্তু তাহে না ফলিবে ফল ;

কুটীলতা কুটীল না করিবে বর্জ্জন।
আদাব জননী!

বেগম। বৎস, হও চিরজয়ী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণিয়া—সকতজঙ্গের সভা।

সকতজঙ্গ, মীরণ, উজীর, সভাসদ্গণ ইত্যাদি।

সকত। মীরণ, তোমার বাবাকে গিয়ে ব'লো,—কুচ পরোয়া নাই, আমি সব ঠিক করেছি, দিল্লী থেকে ফারমান আনাচ্ছি। আমিই বাঙ্গ্‌লা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব,—সিরাজ কে? ও তো ফাঁক-তালে নবাব হয়েছে। ও-ও আলিবর্দ্দীর নাতি, আমিও আলি-বর্দ্দীর নাতি। আমি মেজো মেয়ের ছেলে, ও ছোট মেয়ের ছেলে, ও নবাবী পাবে কিসে?—কি বাবা, বল্‌তে পারি কি না?

সভাসদ্গণ। হকই তো—হকই তো!

সকত। কেমন ঠিক বলি নি?

সভাসদ্গণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো!

সকত। খবরদার—চুপ করো। আমি মীরণ চাচাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মীরণ। হাঁ—আমার পিতাও এই কথা হুজুরকে ব'লে পাঠিয়েছেন।

সকত। পিতা কে? বাবা? রেখে দাও—তোমার বাবা, আমি বাবার বাবা ব'সে।

সভাসদ্গণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো।

সকত। চোপরাও—বেয়াদুবি ?—মীরণ চাচার সঙ্গে বেয়াদুবি ? আমিও ভালবাসি নি।

সভাসদ্‌গণ। তাইতো হুজুর—তাইতো হুজুর !

সকত। হ্যাঁ—মীরণ চাচা রয়েছে, বেয়াদব হয়ো না। দেখ মীরণ চাচা, কথাটা কি বোঝো, তোমার বাবা তো মীরজাফর ? ঠিক বল্‌ছ তো ? হ্যাঁ—তোমার বাবা মীরজাফরই বটে ! শোন, তারে ব'লো, ব্যাপার খানা কি জানো, আলিবর্দ্দীর তিন মেয়ে, আমি মেজো মেয়ের ছেলে, বল্‌বে আলিবর্দ্দীর ছেলে ছিল না, সিরাজকে পুষ্যিছানা নিয়েছিলো ? নিগ—আমিই বাপের বেটা, সিরাজ নয়—সিরাজ নয়—ও বাপের বেটা নয়, কি বল ?

সভাসদ্‌গণ। নয়ই তো—নয়ই তো।

সকত। না চুপ—কথা কইতে দাও। শুনেছ তো বড় মাসী ঘসেটী বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলীর ব্যাওরাটা শুনেছ তো ? আর তুমি জান না, তুমি আপনার লোক, তোমায় ঘরের কথা বলি, ছোট মাসী আমিনা বেগম—তিনিও—তিনিও ঐ হোসেনকুলি—ঐ হোসেনকুলি—সিরাজ তাই তারে রাস্তায় ধ'রে কেটে ফেল্লে ! শুনেছি, আলিবর্দ্দী আর তার বেগমের টিপ্‌নি ছিলো—তা দেখ—বেশ করেছে।

সভাসদ্‌গণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো—

সকত। তবে আর কি মীরণ মিঞা।—তুমি আমার সুবাদে চাচা হও। আলিবর্দ্দীর বোনকে তোমার বাপ বিয়ে ক'রে নয় ? দেখ বাবা—সম্পর্ক সব ঠিক আছে।

সভাসদ্‌গণ। আছেই তো—আছেই তো—

সকত। কি থাকবে না, তার বাপকে থাকতে হবে। মীরণ চাচা. নবাব তো আমি—কি বলো ?

মীরণ। হুজুরই তো নবাব। তাই পিতা পাঠিয়ে দিলেন, সিরাজ সজ্জিত হ'য়ে আস্‌ছে. আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

সকত। আসুক, এক ফুঁয়ে ওড়াবো—বুঝেছ—বুঝেছ ? কাল কি পরশু গিয়ে মুর্শিদাবাদের গদীতে বস্‌ছি। তোমার বাবাকে ব'লো. ভাল ভাল মেয়ে মানুষ আমার শ'খানিক চাই, আমি গুণে নেব, একটা কম হ'লে চল্‌বে না। আমি উজিরি তাকে দিলুম. বুঝেছ ? হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজ করতে ব'লো। আর সিরাজের সেই গঙ্গায় বেড়াবার নৌকাখানা আছে তো ? সেখানা যেন ঠিক সাজান-গোজান থাকে। সিরাজ খুব ঝানু আছে। নৌকোয় বেড়িয়ে দু'ধারই ভাল ভাল মেয়ে মানুষ দেখেছে—আর বেগম করেছে। কেমন না—খবর রাখি কি না বলো ? আচ্ছা আমিও দেখ্‌বো. আগে মুর্শিদাবাদে পৌঁছুই।

মীরণ। হুজুর, সিরাজ অনেক সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। পিতা বিশেষ ক'রে বল্লেন, আপনি সত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। বোধ হয় সিরাজ এতক্ষণ রাজমহলে এসে পড়্‌লো।

সকত। অ্যাঁ—সত্যি নাকি ?

উজির। হ্যাঁ জনাব, দূত এসে সংবাদ দিয়েছে। হুজুর, সত্বর সেনা-নায়কদের প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সকত। অ্যাঁ ডাকো—ডাকো—ফকির দানসাকে ডাকো। সে যে বল্লে—"ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো।" কি হলো—তবে কি হলো! অ্যাঁ আমি এখন লড়াইয়ে যাই কি ক'রে বল!

উজির। হুজুর, আপনি হুকুম দেন, আপনার সেনাপতিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, আপনার হুকুমের অপেক্ষা কচ্ছে।

সকত। আমি হুকুম দিলুম—হুকুম দিলুম, লড়্‌তে বলো, লড়্‌তে বলো।

উজির। আপনার স্বাক্ষরিত হুকুম দেন। এই বান্দা হুকুমনামা লিখে এনেছে, হুজুর সই করে দেন।

সকত। আচ্ছা—এসো বাবা এসো। ধরো হাত ধরো। যেদিকে তুমি হাত চালাবে, সেই দিকে হাত চালাবো, সেদিকে ঠিক আছি। (সকতজঙ্গের হস্ত ধরিয়া উজিরের সহি করিয়া লওন ও অন্য একখানি হুকুমনামা বাহির করণ) এইতো হলো, আবার কি ?

উজির। ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কের পত্র।

সকত। ওঃ জ্বালাতন করেছে, নবাবী করবো কখন ? এসো—

(পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপ সহিকরণ ও অন্য আর একখানি হুকুমনামা দেখিয়া)

বাপ্ আর নয়—(সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া) বাতাস করো—বাতাস করো—আর পারি না,—সরাব দে—সরাব দে। (ভৃত্যগণের ব্যস্তভাবে তথাকরণ)

(দানসা ফকিরের প্রবেশ)

ফকির—ফকির—বাঙ্গ্‌লার ফৌজ এসেছে, তুমি কি কচ্ছ ?

দানসা। হুঃ ! কনে?

মীরণ। ফকির সাহেব, রাজমহলে উপস্থিত।

দানসা। হুঃ ! দেখো যাইয়ে—ফুইয়ে উরাইচি। দেখো যাইয়ে

কাশিমবাজার বিগে রর দিয়েছে। তেমন দানসা ফকির পাইচো? পুচ করো ঐ দূতটারে—

(দূতের প্রবেশ)

উজির। কি সংবাদ, বাঙ্গ্‌লার ফৌজ কত দূর?

দূত। বান্দা দেখে এলো, নবাব-সৈন্য রাজমহল পরিত্যাগ ক'রে কাশিমবাজার অভিমুখে চলেছে।

দানসা। অঃ শুনে লন—শুনে লন, ফুইয়ে উরাইচি—ফুইয়ে উরাইচি।

সকত। কুচ পরোয়া নাই, (উজিরের প্রতি) ফের সই করাবে? গর্দ্দানা নেবো—কোতল করবো। বাবা দানসা, এক পেয়ালা খাও।

দানসা। হঃ আমি মুসলমান, সরাব খাবার পারি? তবে হঃ—ল্যাকৃচে—ল্যাকৃচে, নবাবজাদা দিলি গুণা থাকৃবে না।

সকত। দেখ মীরণ চাচা, তোমার বাবা বল্‌ছেন—একবার মুর্শিদাবাদ যাবো, সিরাজকে তাড়িয়েই লক্ষৌয়ে সুজাউদ্দৌলার ঘাড়ে গিয়ে প'ড়ব, তারপর দিল্লী। তুমি বাদ্‌সাই পারবে? বেশ পারবে—খুব পারবে।

মীরণ। হাঁ হুজুর—হ্যাঁ হুজুর!

সকত। দেখ তোমায় বাদ্‌সাই দিয়ে আমি খোরাসানে যাবো, সেখানে একটা নূতন সহর তৈরি করবো,—বাঙ্গ্‌লার জল-হাওয়া আমার সয় না; আর দেখ এ সব বেটীদেরও আমার পছন্দ হয় না; তুমি বাদ্‌সাই পারবে তো?

মীরণ। পারবো বই কি, পারবো বই কি!

সকত। আচ্ছা মীরণ চাচা, আমোদ করো—আমোদ করো।

সভাসদগণ। আমোদ করো—আমোদ করো।

সকত। লাও—লাও—নাচ্‌নাউলি লে আও। মীরণ চাচা, টেঁকে রেখো, কোন্ কোন্ বেটী তোমার দরকার।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

রঙ্গিলা পিও পিয়ালা।
ঝননা ঝনরণ বাজে পায়েলা॥
যৌবন মাতোয়ারী, আপনি সামারি,
হাতে হাতে ধরি, খেল সারি সারি,
আকুল কুন্তল, চঞ্চল অঞ্চল,
নারী চাহিয়ে হুঁসিয়ারি ভারি ;
বিরহী বিয়োগ ব্যাকুলা॥

(সকতজঙ্গের ঐ সঙ্গে নৃত্য ও পতন)

সভাসদগণ। আহা আহা, কি হলো কি হলো !

সকত। চোপ্‌ বেয়াদুবি ক'রো না।

(সকলের সকতজঙ্গকে ধরিয়া উত্তোলন)

কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—বাহবা বাহবা, কেয়াবাৎ !

[সকতজঙ্গকে লইয়া কয়েকজন সভাসদের প্রস্থান।

উজির। তোমরা সব যাও।

দানসা। কুইয়ে উরাইচি—কুইয়ে উরাইচি।

[সকলের প্রস্থান।

উজির। সাহেব, কিছুতো বুঝ্‌লেম না, বাঙ্গলার ফৌজ ফির্‌লো কেন ?

মীরণ। আমার তো কিছুই অনুমান হচ্ছে না।

উজির। আমার বোধ হয়, কলিকাতায় ইংরাজের সহিত কোনও বিবাদ হ'য়ে থাকবে। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, আমাদের পক্ষে বড় শুভ। বাদসাহি সনন্দ আনা নিতান্ত প্রয়োজন। নচেৎ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, প্রজারা আমাদের পক্ষ হবে না। কিন্তু দিল্লীতে উৎকোচ প্রদানের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন। সকতজঙ্গ বাহাদুরের অপব্যয়ে তো ধনাগার শূন্য।

মীরণ। চিন্তা কি? জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ সে অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। এ প্রস্তাব হয়েছিলো, পিতাও শেঠজীকে অনুরোধ করেছেন।

উজির। আসুন আসুন মন্ত্রণা-গৃহে আসুন। এ সকল গুহ্য আন্দোলন এ স্থানে প্রয়োজন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ বেগম-কক্ষের সম্মুখ।

লুৎফউন্নিসা।

লুৎফ। নবাব এখনো আস্‌ছেন না কেন? এখনি ওয়াট্‌সের মেম আস্‌বে। আজ তিন দিন এসে স্বামীর উদ্ধারের জন্য কাঁদাকাটি কচ্ছে, আজ মেম এলে বড় অপ্রতিভ হব।

(ওয়াটস্‌-পত্নীর প্রবেশ)

ওয়াটস্‌-পত্নী। (জানু পাতিয়া) বেগম সাব—বেগম সাব—বাঁদীর আর্জ্জি কি মঞ্জুর হইল? আমার জানের জান দুখ পাইল, কেমন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সইবো, আমি খানাপিনা ছাড়িয়া দিয়াছে।

লুৎফ। ওঠো মেম সাহেব, কেঁদো না কেঁদো না, কেন জানু পেতে জোড় হাত কচ্ছ? আমি নবাবকে বল্‌বার অবকাশ পাইনি, নবাব বড়ই রাজকার্য্যে ব্যস্ত। আমি পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলেম। নবাব বলেছেন, তিনি এখনি অন্তঃপুরে আস্‌বেন। আজ নিশ্চয় তোমার স্বামীকে আমি মুক্ত কর্‌বো। তুমি সতী, সতীর মর্য্যাদা অবশ্যই রাখ্‌বো।

ওয়াটস্‌-পত্নী। সব হাল আপনি শোনেন।

লুৎফ। মেমসাহেব, তুমি সকলই তো বলেছ।

ওয়াটস্‌-পত্নী। ভাল করিয়া ওয়াকিভহাল হোন, নবাব ওজর করিলে উত্তর করিতে পারিবেন। আমার স্বামীর কোন দোষ নাই। হাল এই, নবাব কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে আজ্ঞা দেন যে, তিনি পেরিং পয়েন্ট যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, আর রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে পাঠাইবেন। গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবী আজ্ঞা নিল না। নবাব সেই রাগ করিয়া আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেবকে কয়েদ দিয়াছেন। বেগমসাব, নবাবকে বুঝাইবেন যে আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেব কাশিমবাজারের কুঠির কাজে নিযুক্ত। নবাবী-আজ্ঞা ড্রেক সাহেব মানিলো না, তাহাতে আমার স্বামী কি করিতে পারেন। আমার স্বামী নবাবের অবাধ্য নয়, নবাব যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিয়াছেন। ড্রেক সাহেব কথা শুনে না, তিনি কি করিবেন।

লুৎফ। তুমি স্থির হও, তোমার স্বামী মুক্তি পাবেন। ঐ নবাব আস্‌ছেন, তুমি মাতামহীর নিকট যাও।

[ওয়াটস্‌-পত্নীর প্রস্থান

(সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ).

সিরাজ। কেন, তলব কেন? আমায় মার্জ্জনা করো, তিলা অবকাশ নাই যে তোমার নিকট আসি; অনেক কার্য্য রয়েছে. এখনই দরবারে যেতে হবে।

লুৎফ। এক দণ্ডও কি দাসীর নবাবের সেবা করবার অধিকার নাই নবাবের কি মুহূর্ত্তের জন্য বিরামের সময় নাই?

সিরাজ। প্রিয়ে, নবাবী নয় প্রকৃত পক্ষে দাসত্ব। মাতামহী নিত্য দরবার-সংলগ্ন জানানা-প্রকোষ্ঠ হ'তে দরবার-কার্য্য দেখেন, তুমি তাঁর সঙ্গে থেকো, সকলই বুঝবে।

লুৎফ। বাঁদীর একটী আবেদন আছে।

সিরাজ। আবেদন! আদেশ বলো! বলো, কি হুকুম?—এই দণ্ডে সমাধা হবে।

লুৎফ। একজন বিদেশিনী রমণী, আমার নিকট আবেদন জানিয়েছে,—রাজ-রোষে তার পতি কারারুদ্ধ। দাসীর মিনতি, কৃপা ক'রে নবাব তার পতিকে পরিত্রাণ দেন। আহা! অতি কাতরা, জানু পেতে করজোড়ে তার মনের বেদনা আমায় জানিয়েছে। পতি-পরায়ণা, পতির নিমিত্ত ব্যাকুলা, নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভেসে গেল, সে বেদনা আমার প্রাণে বেজেছে, সে অভাগিনীর স্বামীর মুক্তি আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। তোমার নিকট ওয়াটসের বিবি এসেছিল। যখন তুমি তার প্রতি প্রসন্ন, দরবারে উপস্থিত হ'য়েই তারে মুক্তি প্রদান করবো। অনেক কার্য্য রেখে তোমার অনুরোধে অন্তঃপুরে এসেছি, এখনি দরবারে যেতে হবে। তুমি পরিচারিকা দ্বারা জানালেই আমি ওয়াটস্ ও চেম্বার্সকে মুক্তি দিতেম, এর নিমিত্ত স্বয়ং অনুনয়-বিনয় কেন?

(সিরাজ-কন্যা উম্মৎ জহুরার প্রবেশ)

উম্মৎ। জনাব, আপনি মায়ের মহলে আসেননি কেন? মা বলেছেন আপনার জরিমানা করবেন। আপনি কোথায় ছিলেন?

সিরাজ। এই যে মা জরিমানা দিচ্ছি। (চুম্বন)

লুৎফ। তুমি খোদাকে ডেকে নবাবকে দোওয়া করতে বললে না?

উম্মৎ। হাঁ—হাঁ—আয়ে খোদা—জনাবকে দোওয়া করো।

উম্মৎজহুরার গীত।

ডাকলে তুমি অমনি শোনো, অমনি তুমি কাছে এসো।
আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাসো॥
শুনেছি দুনিয়া তোমার, তুমি বলো তুমি আমার,
আমায় তুমি খেলতে ডাকো, আমার কাছে কাছে থাকো,
আমি তোমায় দেখে হাসি, তুমি আমায় দেখে হাসো॥

সিরাজ। এ গান তুমি কোথায় শিখলে?

উম্মৎ। কেন জনাব, আমি আপনি শিখি। আপনি বসুন, আমায় কোলে নিন। মা আসুন।

সিরাজ। আমি যে এখন যাবো?

উম্মৎ। কোথায় যাবেন? আমায় সঙ্গে নেবেন না, দেলখোসবাগে যাবেন? আমায় নিয়ে চলুন, মায়ের জন্য ফুল তুলে আনবো।

সিরাজ। এখন না, আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

উম্মৎ। দাঁড়ান—আমি চুমো খাই। (চুম্বন) আপনি মাকে চুমো খেলেন না?

সিরাজ। আমি আসি—আমি আসি— (প্রস্থানোদ্যত)

উম্মৎ। মা, জনাব তোমার চুমো খেলেন না, তুমি জনাবের চুমো খেয়ো না। আমি নবাব-বেগমকে বলে দিগে, জনাব বড় দুষ্ট হয়েছেন। [প্রস্থান।

(গমনোদ্যত নবাব-সম্মুখে তস্‌বির হস্তে জহরার প্রবেশ)

সিরাজ। কে তুমি ?

জহরা। নবাবের নিকট এই ভেট এনেছি। (সেলাম করিয়া আচ্ছাদিত তস্‌বির প্রদান)

সিরাজ। কে পাঠিয়েছেন ?

জহরা। এই পত্রে প্রকাশ আছে।

সিরাজ। তোমায় কি কোথাও দেখেছি ?

জহরা। আমি জনাবের নিকট পরিচিতা। ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করেছি- আমি সর্ব্বত্রগামিনী—নবাব দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী।

[পত্র প্রদান পূর্ব্বক জহরার প্রস্থান।

সিরাজ। (পত্র পাঠ করিয়া) পত্রবাহিকা কোথায় ?

লুৎফ। চলে গিয়েছে।

সিরাজ। অদ্ভুত পত্র !—শোনো— (পত্র পাঠ)

"জনাব, যদিচ দাসীর মৃত্যু রটনা হইয়াছিল, দাসী জীবিত। সমাজ-তাড়নায় দাসী রাজপুরে উপস্থিত হইয়া নবাব-সেবার অধিকার পায় নাই। প্রার্থনা, দাসীর অনুরূপ এই তস্‌বির নবাবের শয়ন-গৃহে স্থান পায়। দাসীর নাম তস্‌বিরের নিম্নে দেখুন।"

(তস্‌বিরের আবরণ খুলিয়া) একি !—"তারা"—তারাই বটে, (লুৎফউন্নিসার প্রতি) প্রিয়ে, তুমি এ তস্‌বিরবাহিকাকে কখনো দেখেছ ?

লুৎফ। না প্রভু।

সিরাজ। জেনো এ শত্রু। এ পত্র জাল,—আমি জলভ্রমণকালীন রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে দর্শন ক'রে, তাঁর প্রতি আসক্ত হই।

তার পর তাঁর মৃত্যু রটনা হয়। তারা জীবিতা থাকতে পারেন, কিন্তু এ পত্র জাল। আমার পাপমতি উদ্দীপ্ত করা, এই পত্র-বাহিকার উদ্দেশ্য;--হাবভাব, নয়নের কোণে তার শত্রুতা! এ বহুবেশধারিণী। যখন মাতৃস্বসা ঘসেটীবেগমকে মতিঝিল থেকে নিয়ে আসি, তখন মাতামহীর বাঁদীর বেশে, ঘসেটীবেগমের পরিচ্ছদ বহন করতে দেখেছিলেম। আজ সে বেশ নাই, আজ তারার পত্রবাহিকা। একে কদাচ রাজ-গৃহে স্থান দিয়ো না।

[সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান।

লুৎফ। বাহিকা শত্রু হয় হোক, সুন্দর তস্‌বির, শয়নাগারে নবাবের তস্‌বিরের পাশে রাখ্‌বো। দেবমূর্ত্তি নবাবের পার্শ্বে এই দেবী-মূর্ত্তিই শোভা পায়।

(ওয়াট্‌স-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ)

লুৎফ। তোমার ভয় নাই, তোমার স্বামী আজই মুক্তি পাবেন। নবাব উদার, তোমার স্বামীর সঙ্গী চেম্বার্স ও মুক্ত হবেন।

ওয়াটস্‌-পত্নী। খোদা বেগমসাহেবকে দয়া করুন। এ খবরে আমার জান বাঁচ্‌লো। হামি ভাল ভেট পাঠাবে।

লুৎফ। না না—তোমাকে কিছু পাঠাতে হবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমি পতি-সোহাগিনী হই।

ওয়াটস্‌-পত্নী। নবাবের কলিজা হ'য়ে, বেগমসাব বারোমাস থাক্‌বে।

লুৎফ। তুমি যাও, তোমার স্বামী দর্শন করগে।

ওয়াটস্‌-পত্নী। বাঁদীর এক আর্জ্জি, বাঁদী কখনো আপনাকে ভুলিবে না।

[ওয়াট্‌স-পত্নীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার।

মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি।

জগৎ। নবাব বোধ হচ্ছে, যুদ্ধে যাবার পরামর্শের নিমিত্ত দরবারে ডেকেছে, যে প্রকারে হয়, নবাবকে নিরস্ত কর্‌তে হবে। ইংরাজ আমাদের বিস্তর উৎকোচ দিয়েছে।

মীরজাঃ। কিন্তু ভাব্‌ছি সে দিন মতিঝিলে যেরূপ অপমানিত হয়েছিলেম, নবাবের ইচ্ছার প্রতিরোধ কর্‌তে গিয়ে আজ আবার সেরূপ অপমানিত না হই। সে বার বৃদ্ধা নবাব-বেগমের অনুরোধে, সিরাজ রাজকার্য্যে আমাদের পুনরায় সংস্থাপিত করেছে; এবার কর্ম্মচ্যুত ক'র্‌লে, আর বেগমের অনুরোধ শুন্‌বে না। এখন মীরমদন, মোহনলাল পরামর্শদাতা, তাদের পরামর্শমতই কার্য্য হবে। অতি সাবধানে নবাবকে ইংরাজ-যুদ্ধে বিরত করা উচিত। যেরূপ শুনছি, সকতজঙ্গ তো মানুষ নয়। আমাদের এক ভরসা ইংরাজ, তাদের সঙ্গে যোগ দিলে কতকটা নবাবকে দমনে রাখ্‌তে পারা যাবে।

স্বরূপচাঁদ। ইংরাজ উচ্ছেদ হ'লে, নবাবের দৌরাত্ম্যে কি আর রক্ষা থাকৃবে।

জগৎ। সকতজঙ্গের নিমিত্ত দিল্লী হ'তে ফার্‌মান আন্‌তে তো বিস্তর ব্যয় কর্‌লেম। এদিকে সকতজঙ্গটা বানর। ভাব্‌ছি, বুঝি বা আমার অর্থব্যয় বিফল হয়। (মীরজাফরের প্রতি) দেখুন, মহাশয়ের পরামর্শে অর্থ ব্যয় করেছি।

*[(রাজা রাজবল্লভের প্রবেশ)

রাজবল্লভ। ম'শায়, আমার সর্ব্বনাশ! এই কৃষ্ণদাসের পত্র শুনুন:—

(পত্র পাঠ)

"কাশিমবাজারের কুঠি আক্রমিত এবং চেম্বার্স ও ওয়াটস কারারুদ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ কলিকাতায় গভর্ণর ড্রেকের নিকট আসিয়াছে। নবাব-দূত রামরামসিংহ কলিকাতায় বণিকপ্রবর উমিচাঁদকে এক পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই—'সম্ভবতঃ ইংরাজ দমনে নবাব শীঘ্রই কলিকাতা যাইবেন, আপনি ধনরত্ন লইয়া যত শীঘ্র পারেন, কলিকাতা হইতে পলায়ন করুন।' পত্র, কলিকাতায় ইংরাজ-পুলিসের অধ্যক্ষ হলওয়েলের হস্তগত হয়। ইহাতে আমাকে ও উমিচাঁদ বাবুকে ইংরাজ কারারুদ্ধ ও আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। গভর্ণর ড্রেক আমায় বলেন,—'তোমার পিতা ঘসেটীবেগমের পুষ্যি পুত্রের পুত্র মোরাদদৌলাকে নিশ্চয় সিংহাসন দেবে, সিরাজদ্দৌলা সিংহাসন পাইবে না। তোমার পিতার এই প্রতারণায় আমরা নবাব-বিরুদ্ধে তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি এবং নবাবদূতের পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছি। এক্ষণে তোমার পিতা নবাবের সহিত মিশিয়াছে ও নবাব আমাদের উচ্ছেদ করিতে আসিতেছে। তোমার পিতাকে পত্র লিখিয়া যদি নবাবকে নিরস্ত করিতে না পারো, তোমার বিশেষ অমঙ্গল জানিবে।' সমস্ত অবস্থা অবগত করিলাম, যেরূপ ভাল হয় করিবেন। কারাগারে আমরা উভয়ে চিঁড়া-গুড় খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি।"

রায়দুঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনলুম বটে। উমিচাঁদের বাড়ী লুট হয়েছে।]*

স্বরূপচাঁদ। ম'শায় এখানে আর নয়, নবাব আসছেন।

---

* অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থে ষষ্ঠ ও অষ্টম গর্ভাঙ্কের পরিবর্ত্তে *[ ]* অংশটি সন্নিবেশিত হইল।

নেপথ্যে নকিব ফুকরাণ। নবাব মনসুরোল মোলক সিরাজদ্দৌলা
"সাহকুলি খাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

(সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ)

(সকলের দণ্ডায়মান হইয়া কুর্ণিশ করণ)

সিরাজ। আসন গ্রহণ করুন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, যে মহারাষ্ট্রের উপর্য্যুপরি দৌরাত্ম্যে ভূতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দী,—রাজা, আমীর, ওমরাহ, জমীদার প্রভৃতিকে স্বীয় অধিকার রক্ষার নিমিত্ত সৈন্য বৃদ্ধি ক'র্‌তে আজ্ঞা দেন। কলিকাতায় ইংরাজেরাও সে সময়ে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুচতুর ইংরাজ, সেই সুযোগে কেবল সৈন্য বৃদ্ধি ক'রেই ক্ষান্ত হয় নাই; স্বাধীন রাজার ন্যায় দুর্গ সংস্কার করেছে। যদিচ এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নাই, তথাপি ইংরাজ, বলবৃদ্ধি ক'র্‌তে ক্ষান্ত নয়। বিনা আদেশে শত্রুর গতি রোধ কর্‌বার জন্য বাগবাজারে পেরিং নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেছে। এই রাজবিরুদ্ধ আচরণ হ'তে নিরস্ত হবার নিমিত্ত বার বার নবাবদূত প্রেরিত হয়। কিন্তু ইংরাজ, দূতের অবমাননা করেছে ও স্বেচ্ছাচারী কার্য্য হ'তে নিরস্ত হয় নাই।

জগৎ। জনাব, পেরিং দুর্গ নয়, সামান্য প্রাকার মাত্র।

সিরাজ। পেরিং সামান্য প্রাকার, বোধ হয় শেঠজীর অভিপ্রায় তা ভঙ্গ না ক'রে নবাব-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় নাই। কিন্তু রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস যিনি, ঢাকা হ'তে নবাবী অর্থ ল'য়ে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে ইংরাজ, নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ উপেক্ষা ক'রে, মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই; এ কিরূপ সঙ্গত বিবেচনা করেন?

রায়দুঃ। অতি অসঙ্গত।

সিরাজ। রাজ্যে বিগ্রহানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় প্রজার অমঙ্গল, এই নিমিত্ত বার বার ফিরিঙ্গিকে মার্জ্জনা করেছি। কিন্তু হীন-বুদ্ধি ফিরিঙ্গি সেই মার্জ্জনা আমাদের দুর্ব্বলতা বিবেচনায় আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। তাদের সেই ভ্রম দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব কল্যই আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা ক'রবো। আমার সমভিব্যাহারে যেতে আপনারা সকলে প্রস্তুত হ'ন।

জগৎ। জাঁহাপনা, দাসের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এখনো নিরস্ত হওয়া উচিত। চারিদিকে শত্রু, সকতজঙ্গ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হচ্ছে, সকতজঙ্গকে দমন করা অতি কর্ত্তব্য। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা এক্ষণে উচিত নয়।

সিরাজ। শেঠজী, যদি সুমন্ত্রণা না হয়, আমরা সে কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হব না। লোকের মুখে প্রচার, যে ইংরাজদূত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসে, তারা কি নবাবের আদেশ মত কার্য্য করবে প্রস্তুত?

জগৎ। জাঁহাপনা, জনশ্রুতি মাত্রেই অদ্ভুত, বাণিজ্য সম্বন্ধে কখনো কখনো অর্থের প্রয়োজন হ'লে, ইংরাজ আমার নিকট আসে সত্য, কিন্তু তারা সামান্য ব্যক্তি, রাজকীয় কর্ম্মের কোন কথা উত্থাপিত হয় না।

সিরাজ। নিশ্চয় জানবেন, ফিরিঙ্গিরা আমাদের সহিত সদ্ভাব রাখতে উৎসুক নয়। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হ'লে আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হ'তেম না। ভূতপূর্ব্ব নবাবের পদানুসরণ পূর্ব্বক আমরা কাশিমবাজারের কুঠি অবরোধ করি, আর তার অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্

ও চেম্বার্স সাহেবের মুচলেখায় স্বাক্ষর ক'রে লই। কিন্তু সে মুচলেখার মর্ম্মানুসারে কলিকাতায় কোন কার্য্যই হয় নাই। যখন রাজমহলে সকতজঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা যাত্রা করি, কলিকাতা হ'তে ইংরাজের এক পত্র দরবারে উপস্থিত হয়,—সে পত্র দূতের অপমান অপেক্ষা অধিক অমর্য্যাদাসূচক। সেই নিমিত্ত ওয়াট্‌স ও চেম্বার্সকে কারারুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের উদ্ধারার্থে দেখা যায়, কলিকাতায় ইংরাজ ব্যগ্র নয়। আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হ'লে কিরূপ ব্যবহার করে, তা দেখা নিতান্ত আবশ্যক। সকতজঙ্গকে দমন না ক'রে, সেই জন্য রাজমহল হ'তে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করেছি। অতএব আপনারা কলিকাতা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হোন। অবশ্যই আপনারা আমার রক্ষার্থে গমন ক'র্‌বেন, সন্দেহ নাই।

মীরজাঃ। জাঁহাপনার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা, রাজ-অমাত্য-গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনে সকলেই উৎসুক। (স্বগত) আর বাধা দেওয়া উচিত নয়, অপমানিত হ'তে হবে।

সিরাজ। ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্সকে দরবারে উপস্থিত হ'বার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট শুন্‌লেই নিশ্চিত বুঝ্‌বেন, সে আমাদের অবজ্ঞা করাই ইংরাজের মন্তব্য।

(ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্সকে লইয়া দূতের প্রবেশ এবং উভয়ের জানু পাতিয়া নবাবকে অভিবাদন)

গাত্রোত্থান করুন। সাহেব, আপনারা মুচলেখায় স্বাক্ষর করেছেন, কিন্তু তার মর্ম্মানুসারে অদ্যাবধি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই।

ওয়াট্‌স্। জনাব, কলিকাতায় কাউন্সিলের কোন সংবাদ আমরা

পাইলো না। গভর্ণর ড্রেক কি করিতেছেন, কেমন করিয়া বলিবে।

সিরাজ। ভাল, ইচ্ছা হয় কলিকাতায় গিয়ে সংবাদ লউন। নবাব-আদেশে আপনারা মুক্ত। আপনার সাধ্বী স্ত্রী, বেগমকে আপনাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁরই কৃপায় আপনারা মুক্ত, আপনারা যথাস্থানে গমন কর্‌তে পারেন।

উভয়ে। নবাবকে খোদা লম্বা জীবন দিক্।

[সেলাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সিরাজ। এখন বোধ হয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, যে আমরা কলিকাতায় উপস্থিত না হ'লে ইংরাজের চৈতন্য হবে না।

রাজবল্লভ। সেইরূপই তো অনুমান হ'চ্ছে।

জগৎ। (স্বগত) নবাব প্রস্তুত হ'য়েই আমাদের দরবারে ডেকেছে।

সিরাজ। চিন্তাচিহ্ন হেরি কেন বদনে সবার ?
বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী সবে করেছে পালন,
আমি তাঁর পালিত নন্দন।
শত দোষ যদিও আমার,
তবু উচিত হে তোমা সবাকার,
সে সকল করিতে মার্জ্জনা।
স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীত ব্যাভার !
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর--

জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
যথা সাধ্য আত্ম-সংশোধন
চেষ্টা করি দিবানিশি।
হও অনুকূল তোমরা সকলে—
কুশলে যাহাতে হয় রাজ্যের শাসন।

মীরজাঃ। রাজ্যের কুশল আমাদের দিবানিশি কামনা। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রজার অমঙ্গল বিবেচনায়, শেঠজী জাঁহাপনাকে যুদ্ধে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ করেছিলেন ;—মারহাট্টা উৎপীড়নে প্রজা-সকল বিকল. নানা কারণে রাজকরও বৃদ্ধি হয়েছে, যুদ্ধ ব্যয়ার্থে রাজকর আরও বৃদ্ধি হবে। তবে এখন বুঝ্‌লেম যে দাম্ভিক ইংরাজ দমন কর্ত্তব্য বটে। অমাত্যগণ কি বলেন? সদ্বিবেচনাই অনুমিত হচ্ছে?

স্বরূপচাঁদ। কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ হ'লেই, সব দিক মঙ্গল হ'তো।

রাজবঃ। যখন উপায় নাই, যুদ্ধই কর্ত্তব্য।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা ক'র্‌বেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান ক'র্‌বো। আপনাদের আত্মীয়-বান্ধব, স্বদেশনিবাসী নির্ব্বাচিত হবে, কোন বিদেশী রাজ-কার্য্য প্রাপ্ত হবে না। হিন্দুমুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ,

সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পূর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিম্বা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন ক'রে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জান্‌বেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশ্‌মন।

মীরজাঃ। জনাব—জনাব—কেন বার বার এমন কথা বল্‌ছেন? যদি ফিরিঙ্গি-যুদ্ধে নবাব অগ্রসর হন, আমরা প্রাণপণে তাঁর সাহায্য ক'র্‌বো। একি—সকতজঙ্গ, বিদ্রোহ—এ সব কথা কেন? এতে আমরা কুণ্ঠিত হই।

সিরাজ। ওহে হিন্দু মুসলমান—
এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন;
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ;
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন।
আমি মুসলমান, করি বাক্যদান,
ভুলে যাব যাহা আছে মনে;
পূর্ব্ব কথা আলোচনা নাহি প্রয়োজন।
সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাঙ্গালার ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।

দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যাভার,
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ,
মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু-মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর—চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।*

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়ম-ব্যারিক।

ড্রেক, হলওয়েল ও কৃষ্ণদাস।

ড্রেক। তোমার বাবার দ্বারাই আমাদের সমস্ত কুত্তায় যাইতে বসিয়াছে। তোমার বাপ আমাদের দুশমন, not friend.

কৃষ্ণদাস। সাহেব, আমার পিতার কোন অপরাধ নাই।

হলওয়েল। তুমি বাক্য অধিক জানো, হামি জানে! কিন্তু এক এক করিয়া আমার কথার উত্তর দাও। তোমার বাবা, গভর্ণর ড্রেক

* ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

সাহেবকে লিখিয়াছিল কি না, যে সিরাজ নবাব হইল তো কি হইল ? নবাবের বড় মাউসি ঘেসেটীবেগমের পুষ্যি ছানা সিরাজের ভাই এক্রামদ্দৌলার নাবালক লেড়্‌কাটাকে হামি নবাব কর্‌বে। নবাবের চাচা ঘেসেটীবেগমের টাকা আর তোমার বাবার চালাকি এই দুই একত্রিত করিয়া, সিরাজকে গদি হইতে নামাইবে। এখন কি হইল ?

কৃষ্ণ। সাহেব, আমার পিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

ড্রেক। Fool, প্রাণপণ কাকে বলো ! যেখন নবাবী ফৌজ ঘেসেটী-বেগমের লালকুঠিতে আসিল. একঠো গুলি ছাড়িয়াছিলে ? একঠো তলোয়ার খাপ হইতে বাহির হইয়াছিল ? তোমার বাবা কুত্তাকা মাফিক ভাগ্‌লে; যে ঘেসেটীবেগমের সাথ দোস্তি করিলাছিলো, সে ঘেসেটীবেগমের হাল কি হইবে তাহাও ভাবিলো না। এস্‌কা নাম বেইমানি।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমার পিতা কি জানেন যে, তাঁরা প্রস্তুত হ'তে না হ'তে, সিরাজ আ—

ড্রেক। এ কথা কি তোমার বাপ বলিয়াছিলো যে তিনি না প্রস্তুত আছে ? প্রস্তুত না আছে জানিলে কি গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবের দূতের অপমান করিত, না প্রথম যখন দূত গিয়াছিল ঐ ওক্‌তে পেরিং পয়েণ্ট ভাঙ্গিয়া দিত ; কেল্লা মেরামতি করিত না, নবাব যেমন যেমন বলিয়াছিল, সব কাম তেমন তেমন করিত।

কৃষ্ণ। বাবার ত্রুটি হ'য়েছে, বাবার ত্রুটি হ'য়েছে আমি স্বীকার পাচ্ছি।

ড্রেক। তুমি স্বীকার পাইতেছ তো হামি খোস হইয়া গেল। দেখো, ফেরবি যখন নবাব দূত পাঠাইল, তখন বি তোমার বাপ কিছু বলে না।—ফের ড্রেক সাব, নবাবকা অপমান করিল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—শেষে রামরাম সিংহের ভাই রাজারাম সিংহ এসেছিল বটে, কিন্তু সে ফিরিওয়ালার বেশে এসেছিল, একথা লিখেতো নবাবের নিকট কৈফিয়ত দিয়েছেন।

ড্রেক। হাঁ, আমরা লিখেছি; সে তোমার বাপের সলা না, হাম্‌রা লিখা জানে। লেকেন তোম বাপ্‌-বেটা দুশ্‌মন আছে, এ ইংরাজ লোক ভুলিবে না।

কৃষ্ণ। আমরা চিরদিনই আপনাদের আশ্রিত, আমরা চিরদিনই আপনাদের বন্ধু।

হল। হাঁ, বুড়া নবাব আলিবর্দ্দীর আমলে যখন তোমার বাবা ঢাকার নোয়াজেসের দাওয়ান ছিলো। (ও উল্লুক নামে ঢাকার সর্দ্দার ছিল, কিছু দেখিত না, মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে রেণ্ডি নিয়ে আস্‌নাই করিত) তেখন তোমার বাবা প্রজা লুটিয়া টাকা লইয়াছে আর আমাদের উপর কি জুলুম করিয়াছে, তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। না স্মরণ থাকে, আমি তোমায় ইয়াদ করিয়া দিতেছি।

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—

ড্রেক। Silence! হামাদের মাল জাহাজ আটক করিল, এজেণ্ট-দিগকে কয়েদ করিল, ফের নবাব যখন মরুবে শুন্‌লে, তেখন কাশিমবাজারে ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকা পাশ বলিল—'সিরাজদ্দৌলা নবাব হইবে না, তোমার বাবা যাকে নবাব করিবে সেই নবাব হইবে।' তুমি কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসিলে, ইংরাজ খোলা বাহুতে তোমাকে receive করিল, তোমার বাপের বেই-মানি সব ভুলিয়া গেল।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

ড্রেক। হাঁ—হাঁ তা বুঝেছি। But look here, তোমার বাবা যে রাজবল্লব সেই রাজবল্লব আছে। এদিকে ঘেসেটী বেগম জানানায় বন্দী হইল, আর ইংরাজের উপর নবাব রাগিল। এখন কি নয়া সলা করিতেছে বলো? নবাব তাহাকে কিছু বলিল না কেন?

কৃষ্ণ। সাহেব, মুর্শিদাবাদ হ'তে আমি কোন পত্র তো পাইনি।

ড্রেক। ঝুট্ মৎ বলো। আমাদিগের চক্ষু বন্ধ করিতে পারিবে না,—তোমার মনস্থ ফলিবে না, তুমি কলিকাতা হ[illegible] যাইতে পারিবে না।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমি ক'ল্‌কাতায় আপনাদের আশ্রয়[illegible] ক'ল্‌কাতা হ'তে কোথায় যাবো?

ড্রেক। কেন তোমার বাবার নিকট যাইবে না? তোমার বাবার কারণ হাম লোক নবাবকা দুশ্‌মন হুয়া, আর তোমার বাবা নবাবের দোস্ত হুয়া,—হামাদের বিরুদ্ধে [illegible]কে লইয়া আসিতেছে। যদি সকল সত্য না বলো, তোমার [illegible] থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণ। সাহেব, কি কথা আমি তো কিছুই জানিনে।

ড্রেক। জাননা, তোমায় আমি বলিয়া দিতেছি। [illegible] পত্র দেখ, কেন্‌কা জানো? Spy রামরাম সিং উমিচাঁদকে লিখিয়াছে। এ চিঠি যে ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি তোমার বাবার চরের মত চালাক নয়, এই নিমিত্ত আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। তোমার বাবা খুব চালাক আদ্‌মি। আর মিথ্যা বলিও না, সকল খবর হামাদিগের দাও, নচেৎ তোমায় কয়েদ করিয়া রাখিব। তোমায় কয়েদ করিয়া তোমার বাবার দুশ্‌মনির শোধ লইব।

কৃষ্ণ। সে কি সাহেব! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনারা না আশ্রয় দিলে, নবাব হয়তো প্রাণবধ ক'র্‌তো।

ড্রেক। সেই নিমিত্ত তোমার বাবা হামাদের বিরুদ্ধে নবাবকে সঙ্গে আনিতেছে।

কৃষ্ণ। সাহেব, সে কি কখন হয়? এই মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিয়াছে?

ড্রেক। উমিচাঁদের প্রতি এই রামরাম সিংয়ের চিঠি পাঠ করো। (পত্র প্রদান করিয়া) বড় আওয়াজে পাঠ কর।

কৃষ্ণ। (পত্র পাঠ)

"সময় থাকিতে কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়ুন। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবার ইংরাজের আর রক্ষা নাই। মীর জাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রভৃতি সেনানায়কগণ নবাব-সৈন্য পরিচালন করিতেছে।"

ড্রেক। বস্‌ করো। Rascal, what have you got to say now? তোমার বাবা হামাদিগকে মারিতে আসিতেছে আর তুমি হামাদের চক্ষু বন্ধ করিবার নিমিত্ত বলিতেছ,—তোম্‌রা হামাদের দুশ্‌মন নও।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমি কোন সংবাদ অবগত নই।

ড্রেক। চোপ্‌রাও you sooty devil. The fiend উমিচাঁদের হাল এখনি দেখিবে। দুইজনে কারাগারে যাইয়া সলা করো।

(উমিচাঁদকে ধৃত করিয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

ড্রেক। Ah! here you are. Good morning উমিচাঁদ! তোমার দোস্তকে দেখিতেছ? দুইজনে মিলিয়া কলিকাতা হইতে যাইবে, আমরা তোমাদের ঘোড়ার ডাক বসাইয়া দিবে।

উমি। সাহেব, আমি কোম্পানি বাহাদুরের প্রজা। বিনা অপরাধে আপনাদের লোক আমার প্রতি জুলুম করেছে, আমায় বন্দী ক'রে এনেছে, আমি কোন দোষে দোষী নই!

ড্রেক। হাঁ—হাঁ—বুঝিয়াছি। নবাব কলিকাতা আক্রমণে আসিতেছে কিনা,—তোমরা হামাদের দোস্ত, তোমাদের প্রতি অত্যাচার হইবে,—এই নিমিত্ত কেল্লার বিচে তোমাদের রাখিবে।

উমি। আমার অপরাধ কি—আমার অপরাধ কি?

ড্রেক। তুমি দুশমন! তোমাদের কয়েদখানায় অবস্থান করিতে হইবে।

উমি। বিনা অপরাধে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার কেন ক'চ্ছেন? আমায় বন্দী করেছেন, আমার বাড়ী লুট করেছেন, আমার পরিবারবর্গের কি অবস্থা তা জানি না।

ড্রেক। তাহাদের নিমিত্ত কোর্টে স্থান আছে। এখনো বলিতেছ, কি কসুর? কারাগারে কৃষ্ণদাসের নিকট শুনিবে। Who is there?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

Take them to prison.

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—বিনা অপরাধে—

ড্রেক। Damn your eyes, silent you bloody nigger! (সৈনিকের প্রতি) Away with them.

[উভয়কে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

হল। Let's go and train the recruits.

ড্রেক। Woe me, they have never held a pen-knife!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হুজুর হুজুর—

ড্রেক। Hang your হুজুর! ক্যা খবর কহো?

দূত। নবাব-সৈন্য ডবল্ কুচে এসে বরাহনগরে ছাউনি পেতেছে।

ড্রেক। Sound bugle. To the Pering point—to the Pering point.

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—পথ।

নাগরিকাগণ।

গীত।

জনরব শতমুখে আজব ভেরী শোন্ বাজায়। ধ্রু॥
(ওলো) বলিহারি নবাবী কেতায়।
যেটা ধর্‌বে যখন, ছাড়্‌বে না তো—রাখ্‌বে নবাব জেদ বজায়॥
জোয়ান পাঠান মস্‌কো কেলে, কোল্‌কাতা উপ্‌ড়ে ফেলে,
হাতীর পিঠে নে যাবে চেলে;
কাতার কাতার নবাবী ফৌজ, কুচ ক'রে আস্‌ছে হেতায়॥
ছাউনি ফেলে বরানগরে, নবাব আছে গোঁ ধ'রে,
কখন কি করে;
কাল ভোরে বা কোল্‌কাতাটা মুর্শিদাবাদ চালান যায়॥
নবাবী কেতা, কার আছে দু'মাথা, কইবে এক কথা;
শুনিচি না কি গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেগম চায়।
নিয়েছে বায়না ভারি, বুঝ্‌বে না কারো কথায়॥

(বোচ্‌কা-বুচ্‌কি বাঁধিয়া কতিপয় স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ)

সকলে। ও বাপ্‌রে—কি হলোরে—কোথায় যাবো! ঐ নবাব এলো—পালা—পালা—

[সকলের কলরব করিয়া বেগে প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক। *

কলিকাতা—ফোর্টউইলিয়মস্থ কারাগার।

কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদ।

কৃষ্ণ। ম'শায় আর চিঁড়েগুড় খেয়ে প্রাণ তো বাঁচে না, এ অন্ধকূপে আর কতদিন থাক্‌বো? এইখানেই কি মৃত্যু হবে? আর তো কোন উপায় দেখিনে! পিতাকে পত্র লিখেছি, সে পত্র পাঠিয়েছে কিনা জানি নে। আজও তো আমার মুক্তির উপায় কিছু কর্‌লেন না।

উমি। বাবা আমি ধনে-প্রাণে গেলেম, ধনে-প্রাণে গেলেম! বাড়ী লুট ক'রে যে যা পেয়েছে হাতিয়েছে!

কৃষ্ণ। আহা আপনার পরিবারবর্গের কিছু সংবাদ পান নি?

উমি। তারা কোন রকমে পালাবে, তারা তো টাকার মত অচল নয়। সম্বৎসরের আয় নবাবের এলাকা ছাড়িয়ে, কোল্‌কাতায় এনে রেখেছিলুম। ওঃ পথে বসালে, পথে বসালে!

কৃষ্ণ। ম'শায়, বিজাতী ফিরিঙ্গিকে বিশ্বাস ক'রে অতি অন্যায় করেছি। যদি দিল্লীতে যেতেম কি পূর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের আশ্রয়

* ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

নিতেম, কিম্বা যদি নবাবের পায়ে-হাতে ধ'রে পড়্তেম, তাহ'লে এ দুর্দ্দশা হ'তো না। পিতা বুঝ্লেন না ;—নবাব ক্রোধনস্বভাব বটে, ক্রোধ হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু দেখেছি অতিশয় দোষ ক'রে গিয়ে মার্জ্জনা চাইলে, মার্জ্জনা পায়! যতই দোষ রুক, মেজাজ অতি উচ্চ। হায়—হায়, কেন ফিরিঙ্গির আশ্রয়ে এলেম!

উমি। বাবা, আগে কে জানে বলো, যে এরা এমন ধড়িবাজ! মনে কর্তেম বাঁদুরে জাত,—ডাব চেনে না, ছোবড়া খেতে যায়; পাল্কীর ছাদে উঠে বসে, এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে দুটো টাকা ফেলে দেয়। ব্যাটারা কত পায়ে-হাতে ধ'র্লে, বল্লে একটু কুঠি ক'রে দাও, আমরা এখানে ব্যবসা কর্বো।

কৃষ্ণ ম'শায় এরা বড় চতুর। এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে দুটো টাকা ফেলে দেয় সত্য—সামান্য টাকা খরচ ক'রে আমিরী দেখায়—কিন্তু মনে করেন কি, ব্যবসা আপনি ওদের চেয়ে জানেন? দেখুন আমাদের দেশ, আপনার নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য শিখ্লে, ক'বছরের মধ্যে ক'টা কুঠি করেছে দেখুন! কি অপমানিতই হলেম। আমাদের সামান্য চাকরকে যেরূপ কুবচন বলি নাই, তা অপেক্ষাও অকথ্য ব'লে আমায় তিরস্কার কর্লে। উঃ—এত অদৃষ্টে ছিল! অতি সামান্য ব্যক্তি, উদরের জ্বালায় এ দেশে এসেছে, কিন্তু যে দুর্ব্বাক্য বল্লে, স্বয়ং নবাব এরূপ বলেন না! হায়—হায় স্বদেশীকে বিশ্বাস না করার উপযুক্ত শাস্তি পেলেম!

উমি। ব্যাটারা মনে ক'রেছে, আমায় কয়েদ ক'রে আরও টাকা হাতাবে। আমি আর এক কাণাকড়িও ছাড়বো না, চিঁড়ে খেয়ে মরি, ফাঁসি দিগ—তাও কবুল্—এক কড়িও ছাড়বো না।

(জনৈক পর্টুগিজ-গার্ড ও একজন ফিরিঙ্গির প্রবেশ)

গার্ড। বাবু—বাবু স্যালাম! সুখবর দিতি আইচি। আমার উপর গোস্বা হবেন না। মোর চাটগায়ে ঘর, মোরা পর্ত্তুগিজ! মোরা র‍্যাংরেজ নই, মোর উপর গোস্বা হবেন না;—কি কর্‌বো নুন খাইচি, পাহারা দিতি হইচে। নবাব আসতিছে, এই খবর দেলাম, মোর গর্দ্দানাটা বাচান!

ফিরিঙ্গি। বাবু সাব—বাবু সাব, হামি বাঙ্গলার আদ্‌মি, হামি বন্দুক পাক্‌ড়াতে জানে না। হামকো পাকড় লিয়ে হাতমে বন্দুক দিলো। বাবু, হামার জান্ বাঁচাও—নবাব আতা—হাম্ লোককে কোতল করে গা।

(দূরে তোপধ্বনি)

গার্ড। ঐ শোনেন, নবাবী ফৌজ তোপ দাগ্‌তিছে। দই বাবু সাব মোদের জান্‌টা বাচাবেন।

কৃষ্ণ। নবাবী সৈন্য কোথায়?

গার্ড। ঐ পূবদিকটে আসি ঝোক্‌চে।

ফিরিঙ্গি। হামি আপলোককে খবর লেকে দেতা হায়।

(পুনরায় তোপধ্বনি)

গার্ড। ঐ শুন্‌তিছেন—তোপ দাগ্‌তিছে? দ্যাখ্‌বেন বাবু দ্যাখ্‌বেন, জানটা বাচাবেন।

ফিরিঙ্গি। Here comes bloody Holwell. বাবু, গরীবকো মনে রাখিবেন। [পর্টুগিজ গার্ড ও ফিরিঙ্গির প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বোধ হয় আমার প্রাণ বধ কর্‌তে আস্‌ছে। আমার মারীচের দশা, রামে মার্‌লেও মেরেছে, রাবণে মার্‌লেও মেরেছে; নবাবের হাতে পড়্‌লেও তো আমার নিস্তার নেই!

(হল্‌ওয়েলের প্রবেশ)

হল। উমিচাঁদ বাবু, তুমি রাখ্‌বে তো বাঁচ্‌বে, নয়তো সব মারা যাবে! বাবা, কসুর হইয়াছে, ঐ কালা আদ্‌মিটা আপনার চুক্‌লি কর্‌লো, ড্রেক সাব সম্‌ঝ্‌তে পার্‌লে না, আপনাকে বহুত দুখ্‌ দিলো ; বাবু forgive and forget ! আমরা ব্যবসা করিতেছি by your help—forgive and forget—নবাব হইতে হাম্‌-লোককো জান বাচাও।

উমি। সাহেব, আমি কি কর্‌বো? আমায় রাস্তার ভিখারী করেছ, তোমার গোলায় আমার বাড়ী লুটে নিলে ; আমি এই কয়েদখানায় চিঁড়ে-গুড় খাচ্ছি।

হল। আপনার যাহা গিয়াছে, East India Company তাহার double দিবে, টাকার নিমিত্ত কিছুই পরোয়া করিবেন না, হামাদের জান বাচান। কৃষ্ণদাস বাবু, হামাদের কসুর হইয়াছে, উমিচাঁদ বাবুকে বুঝাইয়া বলেন, হামাদের জান বাঁচান।

উমি। সাহেব, কি কর্‌তে হবে—বলুন।

হল। আপনার দোস্ত General মাণিকচাঁদ rampart attack করি-য়াছে। তাঁহাকে একখান পত্র লিখিয়া দেন, নবাব হামাদের সহিত peace করে! নবাব যেমন যেমন বলে, হামি লোক তেমন তেমন কর্‌বে

কৃষ্ণ। যে দিকে হোক আমার প্রাণ যাবে।

হল। কৃষ্ণদাস বাবু, আপনার বাবা আপনাকে রক্ষা করিবেন। উমি-চাঁদ বাবু, এই মুন্‌সির নিকট পত্র লিখিয়া আনিয়াছি, একঠো সই করিয়া দেন। হামি rampart হইতে পত্রটা ফিঁকে দিবে।

উমি। আচ্ছা সাহেব, দাও। দেখো সাহেব, তখন গোলমাল ক'রো না, আমার সিন্দুকে তিন লাখ টাকা ছিলো!

হল। না-না, We are Christians. হামাদের দ্বারা এমন হইতে পারে না। মিথ্যা বলিলে হামাদের ধরম্ যায়।

(উমিচাঁদের সহি করণ)

হল। (স্বগত) Woe me, to bend before niggers!

[হল্‌ওয়েলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। দেখ্‌ছেন কি? কাজ গুছিয়ে চ'লে গেল। আসুন খাটিয়ায় প'ড়ে দুর্গানাম করি।

নবম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়ম।

ড্রেক ও হল্‌ওয়েল (দুইজনের দুইদিক হইতে প্রবেশ)

ড্রেক। Pering lost. The devil has lent them wings. The enemy like locust have surrounded the fort. Let us die like Englishmen.

হল। Peace refused. They are scaling the rampart.

ড্রেক। How to save the ladies?

হল। Escort them on board the man-of-war. The enemies are not in the west. I go back to the rampart.

(বিবিগণ সহিত জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মেমলোককো লেকে জাহাজমে উঠিয়ে, দুশ্‌মন চড় গিয়া. কেল্লা নেই বাচানে শেখো গে।

ড্রেক। জাহাজ নদীকা বিচমে হ্যায়, বোট হ্যায় নেই, ক্যায়সে জাহাজমে লে যায় ?

সৈনিক। মীরজাফর সাহেবকা দোস্ত, আমীরবেগ সাহাব, বোট লেকে হাজির হ্যায় ; হাম র‍্যামপার্টমে রহা, হাম্‌কো ইসারা দিয়া। সোবে মৎ কি জিয়ে, জল্‌দি জল্‌দি—দুশমন আবি কেল্লা মে ঘু-স গা।

মেমগণ। Oh save us—save us from the tyrant Nowab !

ড্রেক। Fear not, follow me.

[সকলের প্রস্থান।

(কতকগুলি মদমত্ত গোরাসৈন্যের প্রবেশ)

সকলে। La—Ta—Ra—Ra ! La—Ta—Ra—Ra !!

১ম গোরা। Open the gate. Let's go out. Hang Governor Drake, hang Holwell !

[সকলের প্রস্থান।

(হল্‌ওয়েলের প্রবেশ)

হল। Ah the drunken swines ! All is lost, they have opened the gate.

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো—এদিকে—এদিকে—ফাটক খুলেছে, পাকড়ো—পাকড়ো—একঠো গোরা না ভাগে।

(নবাবসৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। এই হল্‌ওয়েল, পাকৃড়ো।

(হল্‌ওয়েলকে সকলের ধৃতকরণ)

হল। Oh Christ !—to be taken by niggers !

[হলওয়েলকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়মস্থ নবাব-দরবার।

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ, মীরণ প্রভৃতি।

(বন্দী অবস্থায় হলওয়েলকে লইয়া দূতের প্রবেশ)

সিরাজ। কি নিমিত্ত মানীলোকের অসম্মান ক'রে সাহেবকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করা হ'য়েছে? শৃঙ্খল-মুক্ত করো। (শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া হল্‌ওয়েলের জানু পাতিয়া অভিবাদন) হলুওয়েল, বোধ হয় এখন বুঝেছ, যে বারবার নবাবের অসম্মান করা তোমাদের পক্ষে যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই।

হল। জনাব, আমি পুলিসের অধ্যক্ষ, ড্রেক সাহেব গভর্ণর ছিলেন।

সিরাজ। তিনি স্বয়ং তো জাহাজে পলায়ন করেছেন শুনতে পাই। তোমার বারত্বে আমি পরম সন্তুষ্ট। আমার ধারণা ছিল, ড্রেক যেরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছে, সে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, কদাচ পলায়ন করুবে না।

হল। জনাব, he is a brave man, অনুমান হয়, উল্টা বায়ুতে তিনি আসিতে পারেন নাই।

সিরাজ। হল্‌ওয়েল. তোমরা উচ্চজাতি, তার আর সন্দেহ নাই। তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ড্রেকের সম্পূর্ণ দোষে বিপদগ্রস্ত হ'য়েও, বন্দী-অবস্থায় তার নিন্দার প্রতি-বাদ কচ্ছ ; তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাঙ্গলার কর্ত্তব্য। আমরা তোমার এই বীরোচিত ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি এখন বুঝ্‌লেম, কি নিমিত্ত অপরাপর পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে তোমাদের এত উন্নতি। যারা যারা বন্দী হ'য়েছে, তাদের জীবনের কোন শঙ্কা নাই। যদি শেষ অবস্থায়ও তোমরা সরলভাবে সন্ধির প্রার্থনা করতে. এ অবস্থাপন্ন হ'তে না।

হল। জনাব, আমরা সন্ধির প্রার্থনা করিয়া, দুর্গ প্রাচীর হইতে চিঠি ফেলিয়া দিলো। একটা লোক চিঠি লইয়া গেল, কিন্তু নবাবী কোন হুকুম হইল না।

সিরাজ। সেনানি মাণিকচাঁদ, এ কথা কি সত্য ? আপনার সেনাই তো দুর্গ-প্রাচীর আক্রমণ করেছিল।

মাণিক। জনাব, পত্রের কথা বান্দা কিছুই অবগত নয়।

সিরাজ। এরূপ অনেক পত্র আমাদের গোচর হয় না। এ অনিয়ম অমাত্যবর্গের সংশোধন করা উচিত। (মীরজাফরের প্রতি) মীরজাফর খাঁ বাহাদুর, আপনি এই ফিরিঙ্গি বন্দীর ভার গ্রহণ করুন।

মীরণ। (জনান্তিকে মীরজাফরের প্রতি) আমি ভার গ্রহণ কচ্ছি।

মীরজাঃ। উত্তম।

মীরণ। (দূতের প্রতি) আমার সঙ্গে সাহেবকে নিয়ে এসো।
(স্বগত) মেম বেটীদের কোথায় ধ'রে রেখেছে!

(মীরণ, হলওয়েল ও দূতের প্রস্থান।

রাজবঃ। (জনান্তিকে রায় দুর্লভের প্রতি) ঐ কৃষ্ণদাসকে নিয়ে আস্‌ছে, আজ আমি পুত্রহীন হ'লেম।

রায়দুঃ। (জনান্তিকে) ভগবান্‌কে ডাকুন, নবাবকে কোনরূপ অনুরোধ ক'র্‌তে তো আমার সাহস হচ্ছে না!

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ, চিন্তা দূর করুন। নবাবের মার্জ্জনা আছে, তা কি আজও আপনাদের অনুমিত হয় নাই। রাজা রাজবল্লভ, আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

(রাজবল্লভের সেলামকরণ।)

(উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে লইয়া দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ ও
উভয়ের নবাবের সম্মুখে জানু পাতিয়া অভিবাদন।

কৃষ্ণদাস, উমিচাঁদ, আসন গ্রহণ করো। এঁদের কোথায় দেখা পেলেন?

দোস্ত। জনাব, অন্ধকূপের ন্যায় একটা গৃহে এঁরা বন্দী ছিলেন।

সিরাজ। উমিচাঁদ, নবাবী অধিকার অপেক্ষা কলিকাতা নিতান্ত নিরাপদ স্থান নয়, এতদিনে ধারণা হ'য়ে থাক্‌বে।

উমি। জনাব, জনাব—কারবারের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতায় ছিলেম; সমুচিত দণ্ড হয়েছে, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

সিরাজ। কৃষ্ণদাস, নবাব-চরিত্র তুমি অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত কলিকাতায় এসে ইংরাজের শরণ নিয়েছিলে। আমরা যৌবন-সুলভ অনেক দোষে দোষী স্বীকার করি, কিন্তু কেউ শরণাগত হ'য়ে আশ্রয় পায়নি, বা গুরুতর অপরাধ ক'রে মার্জ্জনা প্রার্থনায়

দোষ মাপ হয় নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না। বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস-পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই। তুমি তোমার পৈতৃক আশ্রয়দাতা বর্জ্জন ক'রে সমুচিত ফলভোগ ক'রেছ,—ফিরিঙ্গির দুর্ব্বচন সহ্য ক'রেছ,—দোষ অপেক্ষা তোমার দণ্ড অধিক হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। জনাব—জনাব, ফিরিঙ্গি দ্বারা পীড়িত হওয়া অপেক্ষা আত্ম-গ্লানিতে বান্দার অধিক দণ্ড হ'য়েছে।

সিরাজ। যাঁর হৃদয়ে ধারণা, যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তাঁর সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চক্ষের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন ক'রে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষার বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার! মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত!! এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায়, যে শত দোষে দোষী হ'লেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তাহ'লে আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল!

সকলে। (জানু পাতিয়া) জনাব স্বরূপ বলেছেন।

সিরাজ। ঈশ্বর—বাঙ্গালায় এই বিশ্বাস দৃঢ় করুন। রাজা মাণিকচাঁদ, আজ হ'তে কলিকাতায় আপনি আমাদের প্রতিনিধি। কলি-কাতার পরিবর্ত্তে এ স্থানের নাম আজ হ'তে আলিনগর। প্রজারা ভয়ে স্থান পরিত্যাগ ক'রেছে। অদ্য রাত্রেই ঘোষণা দেন, কারো কোন ভয় নাই;—সকলেই নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করুক। নগরে শান্তি স্থাপিত হোক।

মাণিক। নবাবের বদান্যতায় দাস বহু সম্মানিত।

সিরাজ। দরবার ভঙ্গ হোক।

[সিরাজদ্দৌলা, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজনের প্রস্থান।

রায়দুঃ। দেখুন—কি অপমান, সামান্য সেনানী মাণিকচাঁদ প্রতিনিধি নিযুক্ত হলো।

করিম। কৃষ্ণদাসেরও বড় অপমান হ'লো,—রাজবল্লভ চাচা কি বলেন ?

রায়দুঃ। কিছু বিশ্বাস নাই। "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ !" আজ এক ভাব, কাল যে কে অপমানিত হবে তার নিশ্চয়তা নাই।

করিম। তাইতো—এখনতো ইংরেজ কুপোকাৎ হলো। ফরাসী, ওলন্দাজ,—ওদের উদ্বাস্ত ক'রে তেমন কাজ হবে না ; আর ওরা ইংরাজের দশা দেখে ঘেড়োবেও না। এখন গিয়ে সকতজঙ্গের ঘাড়ে চাপো,—আর তো উপায় দেখ্‌ছি নে।

রায়দুঃ। করিম চাচা, তুমি আমার অন্নে পালিত ;—তোমার সহিত আমার দূর সম্পর্ক মাত্র। আমার অনুরোধে আমির-ওমরাও সকলে তোমায় ভালবাসে। তোমার কামিনীকান্ত নামের পরিবর্ত্তে আদর ক'রে "করিমচাচা" ব'লে ডাকে। দেখ্‌ছি তুমি নবাবের নিকট ভাঁড়ামি ক'রে তার প্রিয় হ'য়েছ, সেই নিমিত্ত গর্ব্বে যথারীতি সকলকে সম্মান প্রদান করো না। তোমার সকল কথায় কথা কওয়া ভাল নয়।

করিম। কেন বাবা, সভায় থাকলে. একজনকে দিয়ে তো প্রস্তাব করা চাই। আমি সুর ধরিয়ে দিলুম, এখন যে যার আঁতের কথা খোল্‌বার সুবিধা পাবে।

মীরজাঃ। ছিঃ, তুমি বড় বেয়াদব হ'য়েছ।

করিম। চাচা উমিচাঁদ, কিছু বেয়াদবি হয়েছে কি? বেকুব নবাব, নবাবীই জানে না; কারুর গর্দানা নেবার হুকুম দেয় না,—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হুট্ ব'ল্‌তে জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করে! টাকা ভাঙ্‌লে মাপ, শক্রতা ক'র্‌লে মাপ,—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ! জিব শুকুচ্ছে বাবা, পরামর্শ কি আঁট্‌বে আঁটো। ভেব না, যা মুখে এলো, বল্‌লেম, আর পেটে কিছু নাই! আগুন খাও, আঙ্‌রা ছ্যারাবে! আমার কি বাবা! দু'টান চণ্ডু আর দু'পেয়ালা মদ,—তোমাদের পাঁচ জনের কল্যাণে জুট্‌বে! যেতে যেতে বাবা তোমাদের একটা তারিফ দিয়ে যাই। এই যে কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দিলে, তাতে একটা বাহবা দিলে না বাবা!

[করিম চাচার প্রস্থান।

মীরণ। আজ রাত্রি অধিক হ'য়েছে, নিজ নিজ শিবিরে যাই চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(করিম চাচার পুনঃ প্রবেশ)

করিম। মীরণ চাচা চ'লে গেল, চণ্ডুর যোগাড় কে করে। কালা-চাঁদ, তোমার প্রেমেই আজি যামিনী যাপন করি। এইটেতে নবাব বসেছিল না? একবার হেলে বসি। (নবাব-সিংহাসনে উপবেশন) উহুঁ—হ'লো না—এ জায়গা বড় সোজা নয়, এ ফোর্ট উইলিয়াম, এখানে অনেক ব্যাটাকে সেলাম দিতে হবে,—এখানে অনেক মুকুট গড়াগড়ি যাবে। ফোর্ট উইলিয়াম, আমি তোমায় আগে সেলাম দিই বাবা! কিছু ভেবো না—তোমার এ শ্রী থাকবে না, তোমার পুষ্যিপুত্রেরা জাহাজ ক'রে এলো

বলে। ও মাণ্‌কে ফাণ্‌কের কাজ নয়, ও মাণ্‌কে ফাণ্‌কের কাজ নয়। রসোনা দু'দিন হুকুম চালাগ, দু'দিনে বাবা "লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর" ক'রে পালা'বে! আমিই "লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর" ক'রে ভাগি। তাইতো কামিনী, অর্দ্ধযামিনী, একাকিনী কোথায় যাবে! মাঠে হাওয়ায় শয়ন করবে? আজ আমি একটী অপূর্ব্বা নায়িকা হবো। আকাশ চন্দ্রাতপ, ধরণী শয়ন, আহা বিরহ আর সহ্য হয় না। যদি সুরা-সমুদ্র পেতেম, ঝাঁপ দিতেম। ওঃ এত গোলাগুলি রয়েছে, ওটা চারটে আফিমের ছিটে কেউ দিতো, মনের বাসনাকে ডুবিয়ে প্রকাশ করতেম। মীরজাফর চাচা কি না চণ্ডু টেনে মোলো। চাচা আমার গদীতে বস্‌লে নাকে-কাণে-মুখে নল দিয়ে চণ্ডু টানবে।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—সুসজ্জিত তোরণ।

নাগরিকাগণের গীত।

আস্‌ছে ওই নবাবী বাহাদুর।
জঙ্গ্‌লা কাঙ্গ্‌লা ফিরিঙ্গি সব বাঙ্গ্‌লা হ'তে হ'লো দূর॥
গুড়ুম গুড়ুম নবাবী কামান, পাহাড় হয় দু'খান,
কোল্‌কাতায় নবাবী নিশান;
কারদানি হ'রকুটে গেছে, ভেঙ্গেছে বিলাতী ফুর॥
মুচেছে ছট মুট গুট, দিয়েছে পাল তুলে ছুট,
নাইকো আর ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্—
ফেরোক দু'ঠ্যাং, ঠুকে বুট, ফুঁকে চুরুট্;
নাই বাগিয়ে সুনি চোখ রাঙ্গানি
ঘেউ ঘেউয়ে কুকুরে সুর॥

[সকলের প্রস্থান।

(মোহনলাল ও লছমনসিংহের প্রবেশ)

মোহন। এত শীঘ্র রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা! সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা কার্য্যকুশল বটে। কই—কে—কোন ফকির?

লছমন। আজ্ঞে, এই দিকেই এসেছে।

মোহন। আর যে একজন স্ত্রীলোক বল্‌লে?

লছমন। আজ্ঞে, সে লোকের অন্দরে প্রবেশ ক'রে, ঘরে ঘরে জাঁহাপনার অপবাদ দিচ্ছে, আমার ভগ্নীর নিকট সংবাদ পেলেম।

মোহন। কি বলে?

লছমন। বলে—এইবার নবাব এসে দেশে আর সতী রাখ্‌বে না। ইংরাজদের ভয় ছিল, তাই এতদিন দৌরাত্ম্য করে নাই। আবার না কি নবাবদূত রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাইকে আন্‌বার জন্য প্রেরিত হয়েছে। আর ফকির ব'লে বেড়াচ্ছে, যতদিন সকতজঙ্গ না বাঙ্গ্‌লার গদীতে বসে, ততদিন দেশ ছেড়ে সকলে পালাও। নবাব এসে সব কোতল কর্‌বে, ঘর পোড়াবে, জলে ডোবাবে। যার বাহুতে বল আছে, সে সকতজঙ্গের পক্ষ হও।

মোহন। সেই স্ত্রীলোকের কি বেশ?

লছমন। ফকিরণীর বেশ।

মোহন। আমায় নবাব মুর্শিদাবাদ রক্ষার নিমিত্ত রেখে গিয়ে দেখ্‌ছি বড় সুযুক্তির কার্য্য করেছেন। বিদ্রোহী সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা, এরূপ রাজ্যে প্রজার মনে বিদ্বেষ জন্মাবার চেষ্টা কর্‌বে, আমার ধারণা ছিল না। এই সকল বিদ্রোহীদের দমন করা অতি প্রয়োজন।

লছমন। হ্যাঁ জনাব, অনেক নির্ব্বোধ প্রজার মনে আতঙ্ক জন্মেছে।

মোহন। ফকির অতি দুর্জ্জন! কিরূপ অপবাদ রটনা কচ্ছে দেখো।

নবাব এখন প্রকৃত প্রজাপালক। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর যৌবন-সুলভ চপলতা আর নাই ; মদ্যপান পরিত্যাগ করেছেন, অসৎ-সঙ্গীদের বিদায় দিয়েছেন। প্রজার মঙ্গল তাঁর একমাত্র কামনা।

লছমন। ঐ ফকির আস্‌ছে।

(দানসার প্রবেশ)

মোহন। ফকিরজি সেলাম !

দানসা। সেলাম তো বটে ! আমোদ কত্তিচ, নবাবটা আস্‌তিচে, হুশ রাখো না। সহরে কোতল হুকুম দিচে, কারো গর্দ্দানা থাক্‌পে না।

মোহন। বটে ফকিরজি বটে !

দান্‌সা। হঃ—খালি কাট্‌তি কাট্‌তি আস্‌তিচে। জোয়ান মেয়ে ছেলেটা পেলি জাত খাতিচে। প্যাটে পোয়ে দেখ্‌লেই প্যাট চিরে দেখ্‌তিচে—প্যাটে ছ্যালেটা কেমন থাহে !

মোহন। বটে ফকির সাহেব বটে !

দানসা। বিশখানা লায়ের মদ্দি আদ্‌মি ভর্ত্তি করি, দরিয়ার বিচে ডোবাইচে ; হাপাইয়ে জল খাইয়ে কেমন মরে দেখ্‌তিচে ! ঘরের মদ্দি আদমি পুরে তালা লাগাইয়ে, আগুন ধরাইচে ; আদ্‌মিগুলো জ্বালার চোটে চ্যাল্লাচ্চে, শুন্‌তিচে আর হাস্‌তিচে !

মোহন। তবে ফকির সাহেব—কি হবে ফকির সাহেব !

দানসা। যাও—মোর সলানী শুনো। বাল বাচ্চা নিয়ে পূর্ণিয়ায় যাও। তোমায় জোয়ান দেখতিচি, সকতজঙ্গের ফৌজ হও যাইয়ে। খেলাত পাবা, টাকা পাবা, আর জুয়ান ব্যাটার মত কদরে থাকৃবা।

লছমন। আর বুড়োদের কি কচ্ছে ?

দানসা। মাটীর মদ্দি আদ গাড়ি কুত্তা খাওয়াচ্চে !

মোহন। কেন বল দেখি ফকিরজি, এত দৌরাত্ম্য কেন কচ্ছে ?

দানসা। তবে শোন্‌বা? একটা জিন এসে ওর বেগম হইচে। সে বিটীর নাম লুৎফন্নিসা। হাজার আদ্‌মির লউ না পিলি তার পিয়াস ছোটে না! এই ছোট ছ্যালের কাবাব বড় পছন্দ করে। তার দু'পাল কোত্তা আচে, সেগুলোন বুরোবুড়ীর মাস খাবে আর কিছু খাতি চায় না। এই শুনলে, এখন আপনার লোক যে যেখানে পাও, নিয়ে চলে যাও।

মোহন। তা হ্যাঁ ফকিরজি—তুমি পালাচ্ছ না?

দানসা। আমায় কেডা কি করে? মুই সেই জিন বেগমটারে ধর্‌বার আইচি। বুরা হইচি, এখন আর চল্‌তি পারি না। ছুকুরি মাইয়া জিন রাখ্‌চি, এই তারি উপর শোয়ার হ'য়ে চলি। এ ব্যাগম জিনটা ভারি জবর সোয়ারি; ওরে ধর্‌বার আইচি।

মোহন। ফকির সাহেব, তাই জিনটেকে ধরে নিয়ে যাও, তা'হলে তো আপদ চুকে যায়, তা'হলেই তো আর আমাদের ভয় নাই?

দানসা। আরে জিন কি একটা পুষ্‌চে, একটা মরদ জিন পুষ্‌চে।

মোহন। তার নাম কি ফকিরজি?

দানসা। লালমুহনে।

মোহন। সে কি খায়?

দানসা। জোয়ান ব্যাটাছেলের মগজের চর্বি খায়।

মোহন। এইবার ত বল্‌তে পার্‌লে না ফকিরজী, এবার ত বল্‌তে পার্‌লে না,—সে কি খায় জানো? ফকিরের ঘাড়ের রক্ত খায়।

দানসা। চালাক কচ্চ—চালাক কচ্চ? ফকিরের সাতি চালাকি? ত্যাখ্‌বে এনে—ত্যাখ্‌বে এনে!

মোহন। না ফকিরজী, তুমিই দেখবে এনে। এই দেখ। (বন্ধন)

দানসা। অ্যা ফকিরকে বাদ্‌চো—ফকিরকে বাদ্‌চো?

মোহন। বাঁধবো না, আমিই যে লালমুহুনে জিন। তোমার ঘাড়ের রক্ত খাবো।

দানসা। হাদে তুমি এমন লোকটা—তামাসা বোঝো না—তামাসা বোঝো না? তুমি জান না—জান না—কেতাবে লিখ্‌চে, নিন্দি কর্‌তি হয়, নবাবের পেরমাই বারে।

মোহন। জানি। আর যে নিন্দা করে, তার পরমায়ু কমে। (লছমনের প্রতি) একে কারাগারে নিয়ে যাও।

লছমন। আর কারাগারে কেন? এইখানেই প্রাণবধ করুন, প্রজাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

মোহন। না--ফকিরবেশধারী, এর প্রাণদণ্ড কর। আমার উচিত নয়, নবাব স্বয়ং দণ্ড দেবেন।

দানসা। দই মোহনচাঁদ, মোরে ছারান দাও, তোমায় পান খাইবার কিছু দিতিচি।

মোহন। ফকিরের কি আছে দেখো, সমস্ত সরকারীতে জমা দিয়ো।

দানসা। কি কর্‌লাম, কেন সয়তানী বেটার সলায় ভেজ্‌লাম।

[মোহনলাল ও লছমনের সহিত বন্দীভাবে দানসার হাঁ। করিয়া প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার।

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, রাসবিহারী প্রভৃতি।

সিরাজ। (অমাত্যবর্গের প্রতি) আমার জিজ্ঞাস্য, যে কি নিমিত্ত হলওয়েল কারারুদ্ধ ছিল? নবাবী আদেশ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

হলওয়েলকে মুক্তিদান ক'রে, ওলন্দাজদিগের হস্তে প্রত্যার্পণ করাই নবাবী আদেশ ছিল। কিন্তু নবাব-আদেশের বিপরীত কার্য্য কি নিমিত্ত হয়েছে ? এর উত্তর আমরা সেনাপতি মীরজাফর সাহেবের নিকট পাবার ইচ্ছা করি, কারণ কলিকাতায় তাঁহার হস্তেই হলওয়েল প্রভৃতি অর্পিত হয়েছিল।

মীরজাঃ। কর্ম্মচারীদের ভুলক্রমেই এরূপ হয়েছিল। এখন হলওয়েল মুক্তিলাভ করেছে।

সিরাজ। সে কর্ম্মচারীদের ভুল সংশোধন দ্বারা হয় নাই। আমরা তাদের কারারুদ্ধ হওয়ার অবস্থা, মাতামহী বেগম-মহিষীর নিকট অবগত হ'য়ে, অমাত্য মীরমদন দ্বারা তাদের মুক্তির আজ্ঞা প্রেরণ করি। হলওয়েল একটী লোমহর্ষণ সংবাদ প্রদান করলে। ঈশ্বর করুন তার সংবাদ মিথ্যা। সংবাদ সত্য হ'লে, নবাবী-রাজ্যের চিরকলঙ্ক স্বরূপ তাহা জগতে ঘোষিত হবে। সংবাদ এই যে, "ব্ল্যাকহোল্" নামে ইংরাজ দুর্গস্থিত একটী ক্ষুদ্রায়তন কারাগারে, ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দী ক'রে রাখা হয়। সেই কারাগারের একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ মাত্র ছিল, অপর বায়ু প্রবেশের পথ ছিল না। সেই নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণায় অধিকাংশ হতভাগ্য ইংরাজের প্রাণ নষ্ট হয়। এ প্রাণনাশের দায়িত্ব আমারই মস্তকে স্থাপিত হবে। আপনার উপর যদিচ ভার অর্পিত হয়েছিল, তাহা সাধারণে বিদিত হবে না। যাহা হবার হয়েছে, কিন্তু এ কার্য্যে রাজ্য কলঙ্কিত !

মীরজাঃ। জনাব, এ মিথ্যা রটনা।

সিরাজ। ঈশ্বর করুন, মিথ্যাই হোক।

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। জনাব, জয় সংবাদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'লে, নগরে

মহোৎসব হয়, প্রজাবর্গ পরমানন্দে মত্ত থাকে। সেই সময় দানসা নামে একজন ফকির, জনাবের নামে কলঙ্ক রটনা এবং পূর্ণিয়ার সকতজঙ্গ বাহাদুরের প্রশংসা ক'রে, প্রজাবর্গকে বিদ্রোহী হ'তে উৎসাহিত করেছিলো। বান্দা তারে কারারুদ্ধ করেছে. আজ্ঞা হ'লে দরবারে উপস্থিত করি।

সিরাজ। উপস্থিত করা হোক।

মোহন। (দানসাকে আনিবার জন্য দূতকে ইঙ্গিতকরণ ও দূতের প্রস্থান।) আরও জনাবের জমাদার লছমনসিংহের মুখে সংবাদ পেলেম, যে এক ফকিরবেশিনী স্ত্রীলোক ঐরূপ কুৎসা ক'রে, অট্টালিকা হ'তে কুটীর পর্য্যন্ত গমনাগমন করে;—নবাব-অন্দরেও কখনো কখনো প্রবেশ করে, অবগত হ'লেম। সে স্ত্রীলোক বহুরূপধারিণী, বহু অনুসন্ধানে নগর-রক্ষক এ পর্য্যন্ত তারে ধৃত করতে পারে নাই। সে রমণী নবাবের অন্দরে প্রবেশ করে, যদি সত্য হয়, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের বিষয়! সে দুশ্চরিত্রা ঘরে ঘরে রটনা করেছে, যে নবাব রণজয় ক'রে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'য়েই, অতি হীন আজ্ঞা প্রচার ক'রবেন; এবং রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাইকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হবে। সেই তারাবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি নবাবের শয়নগৃহে আদরে স্থাপিত হ'য়েছে।

সিরাজ। (স্বগত) ও বুঝ্‌লেম, সেই ভসবিরবাহিকা। (প্রকাশ্যে) সে স্ত্রীলোককে বন্দী করবার জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হোক।

(দানসাকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

দানসা। দই জনাব—দই জনাব—মোর কসুর নাই—মোর কসুর নাই। একটা মন্দিরির পাশ দিয়ে আসৃতিছিলাম, একটা হুজুর

ভূত আমার ঘারে চাপ্‌ছিলো, তাই আবল তাবল বকৃতিছিলাম।
দই জনাব—জনাবের দোওয়া করি! মুই ফকির, রোজার দিন
ছেপ্‌গিলিছিলাম, তাই হুজুর ভূতটা ঘারে চাপ্‌ছিলো।

সিরাজ। আমরা মুসলমান। তোমার অঙ্গে মুসলমান ফকিরের পরিচ্ছদ, এই জন্য রাজবিদ্রোহী অপরাধেও তোমার প্রাণদণ্ড হলো না। এর নাসা-কর্ণ ছেদ ক'রে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে এরে নগর ভ্রমণ করাও, আর নগরে ঢ্যাঁড্‌রা দেওয়া হয় যে ফকির রাজদ্রোহী; যদিচ ফকির—এই অনুরোধে সামান্য দণ্ড হ'য়েছে, যে ব্যক্তি রাজদ্রোহী হবে, তার প্রতি শূলদণ্ডের আদেশ।

দানসা। দই জনাবের—দই জনাবের!—হুজুর ভূত ঘারে চাপ্‌ছিলো, হুজুর ভূত ঘারে চাপ্‌ছিলো!

[দানসাকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

সিরাজ। সকতজঙ্গের সংবাদ রাসবিহারী এনেছে। বোধ হয় সকলেই অবগত, যে রাসবিহারী ফৌজদার নির্ব্বাচিত হ'য়ে, আমাদের হুকুমনামা সকতজঙ্গের নিকট ল'য়ে যায়। সকতজঙ্গের উত্তর শুনুন। (রাসবিহারীর প্রতি) রাসবিহারী, পত্র পাঠ করো।

রা। (পত্র পাঠ)

"সিরাজ, পত্র পাঠ মাত্র মীরজাফর, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, রায়-দুর্ল্লভ প্রভৃতি আমার কর্ম্মচারীদিগকে নবাবী সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া, সপরিবারে ঢাকা প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিবে। তুমি আমার ভ্রাতা, খুল্লতাতপুত্র, তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইবে না; তোমার ভরণপোষণের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে। অবাধ্য হইলে তোমার মঙ্গল নাই। আমি রেকাবে পা দিয়া রহিয়াছি। অবাধ্য হইলে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত

হইয়া, তোমার প্রতি দণ্ড বিধান করিব। ইতি দিল্লী-সম্রাটের ফার্‌মান্ অনুসারে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সকতজঙ্গ।"

সিরাজ। এ পত্রের কি বিধান?

জগৎ। উন্মাদ!

রায়দুঃ। দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য।

মীরজাঃ। এখন বর্ষাকাল উপস্থিত। ইংরাজ-যুদ্ধে সৈন্তেরা ক্লান্ত। এখন সৈন্য পরিচালনার বিশেষ অসুবিধা।

সিরাজ। শেঠজীর অনুমান সকতজঙ্গ, "উন্মাদ"! কিন্তু দিল্লীর সনন্দের কথা কি? আর আমাদের অমাত্যদিগকে বা সকতজঙ্গ কি নিমিত্ত তার নিজের কর্ম্মচারী ব'লে উল্লেখ ক'রেছে?

জগৎ। জনাব, মনঃপীড়ার প্রলাপ—প্রলাপ!

সিরাজ। প্রলাপ? সনন্দ প্রলাপ?

জগৎ। জনাব, প্রলাপ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে?

সিরাজ। ভাল, রীতি আছে যে শেঠ বংশধরগণ, বাঙ্গ্‌লার নবাবের জন্য দিল্লী হ'তে ফার্‌মান আনয়ন করেন। সুতরাং আমাদের নিমিত্ত ফার্‌মান আনা আপনার উপর ভার, সে ফার্‌মান কি আনা হ'য়েছে?

জগৎ। অর্থের অভাবে আনা হয় নাই।

সিরাজ। রাজকোষে অর্থের অভাব বা শ্রেষ্ঠিবরের অর্থের অভাব? শ্রেষ্ঠিগণ নিজ অর্থব্যয়ে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ফারমান আনয়ন করেছেন, পরে রাজ-অর্থে আপনার অর্থ পরিশোধ ক'রে ল'য়েছেন। এস্থলে সে কার্য্য কেন হয় নাই?

জগৎ। অর্থের অভাব—অর্থের অভাব।

সিরাজ। বার বার ঐ কথাই বলছ? অপব্যয়ী সকতজঙ্গের অর্থের

অভাব হয় নাই, নবাবী অর্থেরই অভাব হ'য়েছে ?

জগৎ। রণব্যয়ে রাজকোষ শূন্য।

সিরাজ। কিন্তু রাজ্য প্রজাশূন্য নয়। এ কথা নবাব-দরবারে কেন জ্ঞাপিত হয় নাই ? প্রজার দ্বারা অনায়াসে অর্থের সঙ্কুলান হ'তো।

জগৎ। তা'হলে প্রজা পীড়িত হ'তো।

সিরাজ। দয়াদ্রহৃদয়! সেই নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করো নাই ? নবাব-দরবারে সাবধানে কথা কও, নচেৎ এখনি বেকুবির দণ্ড হবে। কি বল্‌বার আছে ? তোমার দোষখণ্ডনের কি কথা আছে ? কৃতঘ্ন! বারবার মার্জ্জনার এই ফল! নবাব-অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে নবাব-বিরুদ্ধ আচরণ! দুষ্ট, খল, বিশ্বাসঘাতক—এই দণ্ডে তিন কোটী মুদ্রা নবাব-দরবারে উপস্থিত করো, নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

জগৎ। জনাব, বাঙ্গ্‌লার সিংহাসন তো স্বাধীন, বাঙ্গ্‌লার নবাব দিল্লীর সুবেদার নাম মাত্র। স্বর্গীয় আলিবর্দ্দীর আমল হ'তে তো কর প্রেরিত হয় নাই।

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতক, এইমাত্র দরবারে বল্‌লে, অর্থাভাবে সনন্দ আনা হয় নাই, পরক্ষণেই অন্যপ্রকারে দোষ স্থালনের চেষ্টা পাচ্ছ! রাজদ্রোহী, ধূর্ত্ত, শঠ, এই মুহূর্ত্তে অর্থ উপস্থিত না হ'লে, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা হবে।

জগৎ। তিনকোটী মুদ্রা কোথা পাবো ?

সিরাজ। এখনো নবাব সমীপে প্রতারণা ? বেইমান! (জগৎশেঠকে চপটাঘাত) কে আছিস, রাজদ্রোহীকে কারাগারে নিয়ে যা!

[জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

দুষ্ট অমাত্যগণ। (জানুপাতিয়া) জনাব—জনাব—মানী ব্যক্তির অপমান ক'রবেন না।

সিরাজ। মানী ব্যক্তি কে—শত্রু! নিজ অর্থব্যয়ে দিল্লী হ'তে সকত-জঙ্গের নিমিত্ত ফার্‌মান্ এনেছে। আমরা চক্ষুহীন নই, কুমন্ত্রণা আমাদের নিকট গোপন নাই। রাজদ্রোহীর সম্পূর্ণ শাস্তি আমরা দিই নাই। এস্থলে কাহারো কোন অনুরোধের আবশ্যক নাই।

মীরজাঃ। জনাব, আমাদের রাজদ্রোহী হবার ইচ্ছা নাই, দিল্লীর ফার-মান যাঁর নিকট, তিনিই নবাব, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না। আপনার অস্ত্র আপনাকে প্রত্যর্পণ কচ্চি। (অস্ত্রক্ষেপণ)

দুষ্ট অমাত্যগণ। আমরাও দিল্লীর ফার্‌মান বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসমর্থ।

(সকলের অস্ত্র নিক্ষেপ)

সিরাজ। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—

মোহন। বিদ্রোহীদের প্রতি কারাগার আজ্ঞা প্রদান হোক।

মীরজাঃ। মোহনলাল, মন্ত্রীর পদ পেয়েছ, তুমি সুমন্ত্রী। নীচ ব্যক্তির উচ্চপদ প্রাপ্তির সফলতা তোমার দ্বারা হবে।

সিরাজ। কি—কি? আপনারা আমায় পরিত্যাগ কর্‌তে চাচ্ছেন?

মীরজাঃ। জীবন তুচ্ছ!—অপমানিত হবার ইচ্ছা নাই।

মীরমদন। জনাব, আজ্ঞা দেন।

রায়দুঃ। মীরমদন, অকারণ অসিতে হস্তার্পণ কি নিমিত্ত? যদি আমাদের প্রতি বল প্রকাশ হয়, আমরা তো বাধা দিতে প্রস্তুত নই।

সিরাজ। একি—বিষম ষড়যন্ত্র—বিষম ষড়যন্ত্র! মাতামহ কালসর্প পোষণ করেছেন!

(বেগে আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ)

বেগম। কি করেন—কি করেন? অমাত্যবর্গ—কি করেন? স্বর্গীয়

নবাব মৃত্যুকালে, বালক সিরাজকে আপনাদের করে অর্পণ ক'রে-ছিলেন। মুমূর্ষের শয্যা স্পর্শ ক'রে, ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সিরাজকে রক্ষা ক'র্‌বেন। আপনাদের উপর সিরাজের ভার অর্পণ ক'রে, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধের নিকট আপনারা সকলেই প্রতিশ্রুত, সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না। সিরাজ বালক, আপনাদের অনেকের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হ'য়েছে। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, এ সঙ্কট সময়ে এ বালককে পরিত্যাগ ক'রবেন না; ঘোর বিপদ হ'তে বালককে উদ্ধার করুন। সিরাজ যদি অমর্য্যাদাসূচক কথা ব'লে থাকে, আমি নবাব-মহিষী, সিরাজের পক্ষে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'চ্ছি; বালকের অপরাধ বিস্মৃত হোন। অস্ত্র গ্রহণ করুন—আমি হাতে তুলে দিচ্ছি।

মীরজাঃ। অধিক বল্‌বেন না—অধিক বল্‌বেন না, এই আমি সেলাম ক'রে, নবাবী তরবারী গ্রহণ ক'চ্ছি।

সকলে। আমরা সকলেই নবাবের নিমিত্ত প্রাণদানে প্রস্তুত। এই অস্ত্র গ্রহণ ক'র্‌লেম।

বেগম। সিরাজ, শ্রেষ্ঠিবরকে আন্‌বার নিমিত্ত আজ্ঞা দাও।

সিরাজ। (মীরমদনকে ইঙ্গিতকরণ ও মীরমদনের প্রস্থান)

বেগম। সিরাজ, স্বর্গীয় নবাবের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে, কোরাণ স্পর্শ ক'রে, তোমার প্রতিজ্ঞা কি বিস্মৃত হ'য়েছ, নারীর অসম্মান করো? শ্রেষ্ঠিবর আস্‌ছেন, যথাযোগ্য বিনয়ে তাঁর তুষ্টি সাধন করো। তুমি জনসমাজে নবাব, কিন্তু আমার বালক, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না। তুমি কি বিবেচনাশূন্য হ'য়েছ? যাঁদের অস্ত্রবলে তুমি দুর্দ্দম ইংরাজকে অনায়াসে দমন ক'রেছ, যাঁদের প্রভাবে

শত শত্রুর বিরুদ্ধাচরণেও তুমি সিংহাসনে স্থাপিত, সেই সকল অমাত্যের প্রতি অনুচিত ব্যবহার নবাবের উপযুক্ত নয়।

সিরাজ। মাতামহী—মাতামহী, আমায় নবাব কি নিমিত্ত বল্লা? আমার নবাবী প্রয়োজন নাই; এ স্বর্ণ মুকুট নয়—এ কণ্টক মুকুট! এ রাজদণ্ড নয়—আমারই যমদণ্ড! সিংহাসন আরোহণ অবধি শয়নে-স্বপনে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি নিশ্চিন্ত নই! হায় পূর্ব্বে যদি জান্‌তেম, স্বায় পেতে মাতামহকে অনুরোধ ক'র্‌তেম, যে এ কণ্টকপূর্ণ আসন আমায় দেবেন না, আপনার অপর আত্মীয় আছে, তাদের দেন। মহাশয়, আপনাদের সকলের যদি অভি-প্রেত হয়, যে আমি অযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন ক'রে বাঙ্গলার গদীতে স্থাপন করুন।

মীরজাঃ। জনাব, সমস্ত বিস্মৃত হোন, আমরা রাজভৃত্য।

(জগৎ শেঠ মহাতাবচাঁদকে লইয়া মীরমদনের প্রবেশ)

বেগম। শ্রেষ্ঠীবর, আমি নবাব-মহিষী!

জগৎ। কেন মা—আপনি হেথায় কেন?

বেগম। আমার বালক সন্তানের রক্ষার্থে! আপনার নিকট অপ-রাধ স্বীকার করবার নিমিত্ত! বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আপনাদের হস্তে সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, আমিও অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে দরবারে উপস্থিত হ'য়ে, সিরাজকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ কচ্ছি। বিপদের সময় সিরাজকে ত্যাগ করবেন না। সকল-জঙ্গ সজ্জিত, আপনারা সকলে আমার সিরাজকে রক্ষা করুন. সিরাজ, শ্রেষ্ঠিদের সম্মান করো।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠিবর, ক্রোধ চণ্ডাল, নবাবও চণ্ডালগ্রস্ত হয়। আপনি বিজ্ঞ এ কথা আপনার অবিদিত নাই

সকলে। বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতিকে আমরা সকলে অভিবাদন করি। আমরা রাজভৃত্য।

সিরাজ। কুক্ষণে দরবার সন্নিবেশিত হয়েছে, অদ্যকার সভা ভঙ্গ হোক

মীরজাঃ। দরবার ভঙ্গ হোক, কিন্তু সকতজঙ্গ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আজ্ঞা প্রদান অচিরে আবশ্যক।

সিরাজ। উচিত বিধান আপনারা করুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের বাগানবাড়ী।

মীরজাফর, জগৎশেঠ মহতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি।

রায়দুঃ। শ্রেষ্ঠিবর, স্বর্গে নন্দনকাননের কথা পুস্তকে বর্ণনা আছে, আপনার এই উপবনের শোভা যে তদপেক্ষা কিছু কম, এ আমার ধারণা হয় না। নবাবের অভ্যর্থনার এরূপ আয়োজন, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা হয় নাই।

জগৎ। রাজা স্নেহচক্ষে আমার সকল কার্য্যই উত্তম দেখেন।

রায়দুঃ। না না, আমি স্বরূপই বলছি—এই মীরজাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

মীরজাঃ। স্বরূপ শেঠজি।

জগৎ। বান্দার প্রতি আপনার অনুগ্রহও তো লোকপ্রসিদ্ধ।

স্বরূপ। সকতজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে;—বিনয়ী, নম্র, সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

জগৎ। যেন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী যৌবন লাভ ক'রে, প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

রায়দুঃ। কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে, আবার কখন কি মূর্ত্তি ধারণ করেন, কিছু বলা যায় না। বরং মীরমদন ভাল, আপনার সৈন্য পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মোহনলালের দৌরাত্ম্য অতি অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

রাজবঃ। এখন আবার সে সকতজঙ্গকে পরাজয় করেছে, আর অহঙ্কারে তার পা ভূতলে পড়ে না! শুনতে পাই, পুরাতন কর্ম্মচারী-দিগকে বরখাস্ত ক'রে, আপনার আত্মীয়-স্বজনকে এনে তাদের কার্য্যে নিযুক্ত কচ্ছে।

রায়দুঃ। নবাবের নিকট পূর্ণিয়ার অধিকার পেয়ে, সেখানেও ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেছে। মাননীয় গোলাম হোসেন খাঁ বাহাদুরকে বলেছে কি জানেন, দুই শত টাকা বেতনে যদি কার্য্য করো, থাকো, নচেৎ চ'লে যাও।

রাজবঃ। তাইতো ভাবছি, তার কুমন্ত্রণায় পাছে নবাব আবার পূর্ব্ব-বৎ হন।

জগৎ। আজকের দিন ও সব কথা থাক্। নবাব আসছেন।

[নবাবকে অভিবাদন করিয়া আসিবার নিমিত্ত সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে নকিব ফুকরান। নবাব মনসুরোল্ মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলিখাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

বন্দীগণের প্রবেশ ও গীত।

গগনে শশধর তারকা মাঝে।
ভূপতি সমাজে সিরাজ রাজে—
ধ্রু ধ্রু ধ্রু জয়ভেরী বাজে ॥
অরিদল চূর্ণ, [illegible] ক্ষুণ্ণ,
স্থল-জল-গগন আলোকপূর্ণ,
মেদিনী উপবন মোহিনী সাজে ॥
গৌরব সৌরভ, উথলে বিজয় রব,
মহানন্দ মেলা, মহান্ উৎসব,
বীরবৃন্দ পূজে বীরেন্দ্র রাজে ॥

মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ)

সকলে। জগদীশ্বর নবাব বাহাদুরের মঙ্গল করুন।

জগৎ। জনাব, বান্দা যে এই উচ্চ সম্মান লাভ কর্‌বে, বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব যে আজ বান্দার অতিথি হবেন, বান্দা এ কথন স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। এ সম্মান কল্পনাতীত।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠিবর, আজ আর আমি নবাব নই! মাতামহের হস্ত ধারণ ক'রে যে বালক আপনাদের নিকট উপস্থিত হতো, যে আপনাদের পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্র ছিল, আজ আমি আপনাদের সেই বালক।

মীরজাঃ। জনাব, তখনো জনাব নবাব ছিলেন, এখনো নবাব। তখনো যে হৃদয়ের রাজভক্তি জনাবকে অর্পণ কর্‌তেম, সেই রাজ-ভক্তিতে এখনো হৃদয় পরিপূর্ণ।

সিরাজ। হ্যাঁ, এই বিষম সঙ্কটে তা সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হয়েছে সকত-

জঙ্গের বিদ্রোহ আমরা সামান্য ব'লে উপেক্ষা করতেম, কিন্তু যুদ্ধ-স্থলে উপস্থিত হ'য়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে সকতজঙ্গের কর্ম্মচারীরা সকলেই সুদক্ষ ছিল। সেনানায়কেরা—বিশেষতঃ শ্যামসুন্দর, লালুহাজরা প্রভৃতি—অতিশয় রণবিশারদ ছিল। বঙ্গীয় অমাত্যগণ, যদ্যপি না সম্পূর্ণ উৎসাহ সহকারে তাদের আক্রমণ করতেন, যদি অদ্ভুত বীরবীর্য্য না প্রকাশ করতেন, যদি সিংহাসন রক্ষার্থে না প্রাণপণ করতেন, সকতজঙ্গ নিশ্চয় মুর্শিদাবাদের আসন বিচলিত করতো।

রায়দুঃ। ন্যায়বান ঈশ্বর, ওরূপ অকর্ম্মণ্য মদ্যপায়ীকে কখন রাজাসন প্রদান করেন না। আমাদের যুদ্ধ-কৌশল অপেক্ষা সকতজঙ্গের দুর্ব্বুদ্ধিই তার পতনের প্রধান কারণ। শোনা যায়, যুদ্ধের সময় বারাঙ্গনা-বেষ্টিত হ'য়ে মদ্যপানে নিযুক্ত ছিলো।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমরা কিরূপে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো; আপনাদের কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার আমাদের নিকট নাই। কিন্তু আমরা আপনাদের স্নেহের উপর নির্ভর ক'রে শত অনুরোধ করবো, যেরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌ছেন সেইরূপ স্নেহ-চক্ষেই দেখ্‌বেন,—শত অপরাধ গ্রহণ করবেন না। বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে, আমাদের চিত্ত দমন করা শিক্ষা হয়নি, তার দায়িত্ব আপনাদেরই যদি কখনো কখনো আমরা উগ্রতা প্রকাশ করি, সে আপনাদের মার্জ্জনীয় নিশ্চয়।

জগৎ। জনাব, বান্দার হৃদয় আজ আনন্দে পরিপ্লুত। অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হ'য়ে নবাব আজ আমাদের অতিথি। এ উচ্চ সম্মানে আজ আমি সম্মানিত।

মীরজাঃ। যুদ্ধজয় উৎসবে এ নবাব স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে আমাদের

আনন্দ বর্দ্ধন করবেন, এ আমাদের সামান্য সম্মান নয়। আমি অমাত্যবর্গের মুখপাত্র হ'য়ে নবাবের নিকট সকলের হৃদয়ভাব প্রকাশ কচ্ছি।

(মীরমদনের প্রবেশ)

মীরমঃ। জনাব, সংবাদ অতি জরুরি, এই নিমিত্ত বান্দা এই আনন্দ-উৎসবের ব্যাঘাত ক'রে, হুজুরে উপস্থিত হ'তে বাধ্য হয়েছে, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। কি সংবাদ? তোমার মুখভাবে অতি উৎকট সংবাদ ব্যক্ত হচ্ছে।

মীরমঃ। নচেৎ ক্রীতদাস আনন্দের বিঘ্ন করতে সাহসী হতো না। কলিকাতা হ'তে ইংরাজের এই পত্র উপস্থিত হয়েছে। অনুমতি হয় পাঠ করি।

সিরাজ। পাঠ করো—

মীরমঃ। নিজামৎ মনসুরোল মোলক—

সিরাজ। ইংরাজের কি বাক্তব্য পাঠ করো।

মীরমঃ। (পত্র পাঠ)

"ইতিপূর্ব্বে আমরা নবাব-দরবারে পত্র প্রেরণ করি। মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের নিকট, নবাব সরকারে পেশ করিবার নিমিত্ত সেই পত্র প্রেরিত হয়। পত্রের মর্ম্ম,—যে গভর্ণর ড্রেকের অপরাধ মার্জ্জনা হয় ও আমরা কলিকাতায় কুঠি পুনঃস্থাপিত করবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হই। আমরা দুই লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত। সে পত্রের উত্তর নবাব-দরবার হ'তে না পাওয়ায়, আমরা বাদসাহের নিকট যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অধিকার স্থাপনের নিমিত্ত অগ্র-

সর হইলাম। ইহাতে নবাব সাধা প্রদান করেন, দুঃখের বিষয় বটে—রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বড় অমঙ্গলের কারণ, কিন্তু আমরা নিরস্ত থাকিব না। ভরসা করি—"

সিরাজ। থাক্, মন্মতো এই?

মীরমঃ। হ্যাঁ জনাব!

সিরাজ। পত্র কার স্বাক্ষরিত?

মীরমঃ। সাবৎজঙ্গ। ইনি কর্ণেল ক্লাইব, দাক্ষিণাত্যে নিজাম সেলাবৎজঙ্গের নিকট এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিরাজ। (মীরজাফরের প্রতি) খাঁ বাহাদুর, এরূপ পত্রের তো কোন সংবাদ আমাদের নিকট নাই?

মীরজাঃ। জনাব, এ পত্রের বিষয় বান্দাও কিছু অবগত নয়।

সিরাজ। শেঠজি, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, আপনারা কিছু অবগত আছেন?

সকলে। না জনাব!

সিরাজ। এই পত্রের মর্ম্মে প্রতীত হচ্ছে, যে বিতাড়িত ইংরাজ, কলিকাতা পুনরধিকার কর্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত। এখন ইংরাজ কোথায় তা কি কেউ অবগত আছেন? সকলেই নীরব! বুঝ্‌লেম—না! আমরা অযোগ্য কর্ম্মচারীবেষ্টিত নই! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে রাজ্যের পরম শত্রু ইংরাজ, কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিত, এ সংবাদ কোন অমাত্যেরই গোচর নয়! কলিকাতা হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে ইংরাজ যখন সাতিশয় দুরবস্থায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত, তাহাদের প্রতি নবাবের অনুকম্পা হয়—এ সকল আবেদন, আমাদের নিকট অমাত্যবর্গ করেন; আমরাও তাঁদের আবেদন সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করেছিলাম। ইংরাজের দুঃখের অবস্থা সকলে অবগত

ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে তারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, এ কথা কারো গোচর হয় নাই! মোহনলাল নির্ব্বাচিত কতকগুলি নূতন কর্ম্মচারীর নিকট এ আভাস আমরা কতক প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু যখন প্রধান কর্ম্মচারীগণ এ সকলের কোন উল্লেখ করেন নাই, আমরা সেই নূতন কর্ম্মচারীদের ভ্রম বিবেচনায় সে সংবাদ উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন প্রকাশ পাচ্ছে যে আমাদেরই ভ্রম! পূর্ণিয়ার বন্দোবস্তের নিমিত্ত যদি মোহনলাল নিযুক্ত না থাকতো, বোধ হয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ আমাদের অগোচর থাকতো না!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব-দর্শন আশায় অপেক্ষা কচ্ছেন।

সিরাজ। তাঁরে সত্বর আস্‌তে বল।

[সেলাম করিয়া দূতের প্রস্থান।

ইনি বোধ হয় আরও অদ্ভুত সংবাদ ল'য়ে উপস্থিত হয়েছেন।

(মাণিকচাঁদের প্রবেশ)

কি সংবাদ বিনা আড়ম্বরে প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা অধিকার করেছেন।

সিরাজ। তিন সহস্র শিক্ষিত সেনা রাজা মাণিকচাঁদের আজ্ঞাবর্ত্তী ছিল, কত সৈন্য ল'য়ে ইংরাজ তাদের বিমুখ করেছে? আর ইংরাজ যখন বাঙ্গলায় পদার্পণ করেছিল, সে সংবাদ রাজা মাণিকচাঁদের পাওয়া উচিত ছিল। যদি বহু সৈন্যে সজ্জিত হ'য়ে ইংরাজ উপস্থিত হ'য়ে থাকে, এ সংবাদ প্রেরিত হ'লে, নবাব-সৈন্যের অভাব নাই, সে সৈন্য রাজা মাণিকচাঁদের সাহায্যে প্রেরিত হতো। এখন

ইংরাজ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আগমন করতে প্রস্তুত কি না, যদি আপনি অবগত হ'য়ে থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কলিকাতা-যুদ্ধে বিমুখ হবার পরই, নবাব-সমীপে সত্বর উপস্থিত হয়েছি। ইংরাজ মুর্শিদাবাদ আসবার কল্পনা করবে এ কথনো সম্ভব নয়।

সিরাজ। সম্ভব অসম্ভব বিচার-ভার আপনার উপর অর্পিত নয়, স্বরূপ অবস্থা কি জ্ঞাপন করুন।

মাণিক। জনাব, হুগলি বন্দর আক্রমিত হবে, কোন দূতের নিকট সংবাদ পেলেম। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করবার নিমিত্ত অপেক্ষা করি নাই।

সিরাজ। ইতিপূর্ব্বে আপনারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন যে সৰ্কতজঙ্গের ন্যায় অর্ব্বাচীনকে ভগবান কথনো সিংহাসন প্রদান করেন না। এক্ষণে আমাদের ধারণা হচ্ছে, যে আমাদের ন্যায় অকর্ম্মণ্য সিংহাসনে বহুদিন স্থান পায় না। মীরমদন, এসো।

[সিরাজদ্দৌলা ও মীরমদনের প্রস্থান। মীরজাফর ব্যতীত অন্যান্য সকলের অনুগমন।

মীরজাঃ। সর্ব্বনাশ উপস্থিত; নবাব নিশ্চয় আমার বিশেষ অনিষ্টের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হবে! মীরমদন প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় বুঝিবা প্রাণ-বধের আদেশ দেবে! আমি এই রাত্রেই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ ক'রে ইংরাজের শরণাপন্ন হই, নচেৎ আর নিস্তারের উপায় নাই।

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি, চিন্তার কারণ কি? আপনার সুদিন আগত, এ সময় বিমর্ষ কেন?

মীরজাঃ। তুমি কে? কি বলছ? বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি ব'লে কাকে অভিবাদন কচ্ছ?

জহরা। মীরজাফর খাঁ, আমার নিকট মনোভাব গোপন ক'রো না, আমায় শত্রু জ্ঞান ক'রো না, তোমার রাজ্য-লিপ্সা অচিরে পূর্ণ হবে। তোমার বলবান সহায় উপস্থিত,—তোমার কার্য্যে রাজ-কোষ অপেক্ষা ধনপূর্ণ ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হবে।

মীরজাঃ। তুমি কি বলচ? তুমি কে?

জহরা। আমি সয়তানি,—আমার সয়তানি-দৃষ্টিতে ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত। তোমার হৃদয়ের সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি, তোমার সম্মুখে প্রদর্শন কর্‌বার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছি, তুমি আমায় শত্রু জ্ঞান ক'রো না। তোমার যত অর্থ প্রয়োজন, আমি তোমায় দেব। অর্থলোভী ইংরাজের সহিত মিলিত হও। কার্য্যোদ্ধার করো। আমার কথা মিথ্যা নয়;—তার প্রমাণ স্বরূপ এই হীরকখণ্ড গ্রহণ করো। রাজা রাজবল্লভের সহিত পরামর্শ কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে —এই হীরকখণ্ড কার। এ বহুমূল্য বুঝ্‌তে পেরেছ কি? স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান হও।

[জহরার প্রস্থান।

মীরজাঃ। কে এ? একি ঘসেটিবেগমের সহচরী! সয়তানি ব'লে পরিচয় দিলে,—যথার্থই সয়তানি। আমার হৃদয়ের সুপ্ত সয়তান জাগরিত করেছে। আলিবর্দ্দীর সময়ে আমার বিদ্রোহ সফল হ'লে, এ বাঙ্গলার গদী আমারই হতো। বাঁদীর কথায় রাজ্য-লিপ্সা আবার উত্তেজিত। অমাত্যেরা সকলেই সিরাজের বিরূপ; কিন্তু আমার আশা কি পোষণ কর্‌বে? সকলেরই রাজ্যলিপ্সা, কিন্তু তাদের রাজ্যে অধিকার কি? আমারই প্রকৃত অধিকার

হওয়া উচিত। কৌশলে সকলের মনোভাব বুঝে দেখি, সিরাজের প্রতি সকলেই বিরূপ। ওঃ—এ রাজ্য-আশা কি সফল হবে!

(রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতির প্রবেশ)

নবাব কি বল্লেন?

জগৎ। কিছু না,—নিঃশব্দে হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রাজপুরী অভিমুখে গমন করলেন!

মীরজাঃ। আমরা সে পত্র গোপন ক'রে ভাল করি নাই। এখন নবাবের কিরূপ আজ্ঞা হবে কে জানে! একে তো আমাদের সকলের উপর সন্দেহ, পত্র গোপন করায় সে সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়েছে। অপর দণ্ড না হোক্, বিশেষ অপমানিত হ'তে হবে নিশ্চয়।

জগৎ। আমাদের তো পত্র গোপন কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। ইংরাজের পত্র যদি নবাবকে দেওয়া হতো, তা'হলেও নবাব ক্রুদ্ধ হ'তেন, ভাব্‌তেন আমাদের ষড়যন্ত্রে এরূপ পত্র লিখেছে। বিশেষ ইংরাজ এত শীঘ্র কলিকাতা আক্রমণ কর্‌তে সাহস কর্‌বে, এরূপ আমাদের দ্বারা অনুমিত হয় নাই।

মাণিক। ইংরাজ অতি উদ্যমশীল,—বোধ হয় পত্রের উত্তর আস্‌বার অপেক্ষাও করে নাই। এরূপ গোপনে কার্য্য করেছিল, যে যখন সসৈন্যে ক্লাইব বজ্‌বজের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সংবাদ পেলেম। গণনায় তিন সহস্র সৈন্য আমার নিকট ছিল বটে, কিন্তু সকলেই অকর্ম্মণ্য; ইংরাজের সম্মুখীন হয়, এমন সৈন্য আমার ছিল না। ইংরাজের রণতরী অতি অদ্ভুত—চলৎ দুর্গ!—এই রণতরী বলেই ইংরাজ এত প্রতাপশালী।

রায়দুঃ। আমাদের ইংরাজের প্রশংসার সময় নয়। কি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করুন;—ক্ষুদ্র নবাবকে কিরূপে শান্ত করা যায়!

মীরজাঃ। এই অর্ব্বাচীন সিরাজের পরিবর্ত্তে যদি রাজা রায়দুর্লভ বা আপনাদের মধ্যে অপর কেউ গদী প্রাপ্ত হ'তেন, রাজ্য নিরাপদ হ'তো। মহাভয়ে দিন-যামিনী অতিবাহিত ক'রতে হ'তো না।

জগৎ। সত্য।

রায়দুঃ। গদীর যোগ্য আপনিই, আর কে বলুন?

জগৎ। মহারাজ স্বরূপ আজ্ঞা করেছেন। খাঁ সাহেবের অপেক্ষা গদীর উপযুক্ত আর কে আছে?

মীরজাঃ। কি বলেন—কি বলেন!—

জগৎ। এ মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান নয়। মহারাজ রায়দুর্লভ, সময় নির্দ্ধারিত করুন। আপনার আবাসে, কি কর্ত্তব্য, গোপনে আমরা পরামর্শ করবো। আজ আমাদের আর একত্রে থাকবার প্রয়োজন নাই। স্বরূপ বলেছেন—স্বরূপ বলেছেন—খাঁ সাহেবের গদী হ'লে রাজ্য সুখের হয়।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ ঘসেটীবেগমের কক্ষ।

ঘসেটীবেগম।

ঘসেটী। শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি!—ছিঃ ছিঃ এত অদৃষ্টে ছিল, আমিনার বাঁদী হ'লেম! আমিনার পুত্র সিংহাসনে,

আমার এক্রামদ্দৌলা কবরে! আমিনা নবাব-মাতা, আমিনার পুত্রের গৃহে আমি বন্দী! আবাস ভূমিশায়ী, অর্থহীনা, সহায়হীনা, আমিনার পুত্রের অন্নদাসী! আমি নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার ছায়া স্পর্শ ক'র্‌তে লোকে ঘৃণা করে, আমিনার ছায়ায় সেলাম দেয়! আমিনা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, আমার গুপ্ত ধনাগার লাল-কুঠি ইষ্টকচূর্ণে আবৃত! এক শাস্তি, ভিতগর্ভে ধনাগার নির্ম্মিত; যারা ধনাগার নির্ম্মাণ করেছিল, তারাও সেই ধনাগারে মৃত। সে সন্ধান রাজবল্লভও জানে না। ভূমি খনন ক'রে সে সন্ধান পাবে না। থাকো—থাকো—যারা হত হয়েছ, অশরীরি অবস্থায় ধনাগার রক্ষা ক'রো; সিরাজের শত্রুর হস্তে ধনাগার অর্পণ ক'রো, যারা সিরাজের মস্তক ছেদন ক'রে ভূতলে পাতিত ক'র্‌বে, তাদের হস্তে অর্পণ ক'রো। ছিঃ ছিঃ কি কুক্ষণে রাজবল্লভের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! কুক্ষণে তার কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করেছিলেম! কুক্ষণে সেই ভীরুর উত্তেজনায় রাজ্য-লালসা করেছিলেম! হোসেন কুলি—হোসেন কুলি! তুই কোথা?—দেখে যা, যেমন ঈর্য্যানলে দগ্ধ হ'য়ে তোর প্রাণবধে সম্মত হ'য়েছিলেম, তার সমুচিত দণ্ড পেয়েছি। আমি বন্দী, সিরাজের বাঁদী, সহায়-সম্পত্তিহীনা; আমার গর্ভধারিণী মাতা কারারুদ্ধ! এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে!

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। এই যে আমি আছি।

ঘসেটী। কে তুমি?

জহরা। নবাব মহিষীর বাঁদী, যে, তুমি লালকুঠি হ'তে আস্‌বার সময়,

তোমার শিবিকার বস্ত্র জড়িত ক'রে তোমার বহুমূল্য রত্নাদি সঙ্গে দিয়েছিল, সেই ছদ্মবেশী নবাব মহিষীর বাঁদী।

ঘসেটী। কে তুমি পরিচয় দাও।

জহরা। আমি জহরা, যে হোসেনকুলিকে স্মরণ ক'রে, উচ্চরবে হৃদয়-তাপে ছিন্ন ভিন্ন-দশায় সন্তাপিত ক'চ্ছ, সেই হোসেনকুলি আমার স্বামী। তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে দিবারাত্র ভ্রমণ ক'চ্ছে,—তার উত্তেজনায় আমি একমুহূর্ত্ত স্থির নই। সিরাজের শোণিত-ধারা সে পান করবে; হস্তীপৃষ্ঠে তার মৃতদেহ যেমন নগরে ভ্রমণ করেছে, সিরাজের মৃতদেহ তেমনি হস্তীপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ ক'র্‌বে, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবে,—সিরাজকে কবরে দেখে সেই অতৃপ্ত আত্মা তবে সে নিজ কবরে প্রবেশ ক'র্‌বে! নচেৎ সে শান্ত হবে না, শোণিত-তৃষায় হা হা রবে সে আমার আহার নিদ্রা হরণ ক'রেছে! তুমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী, আমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী! নারকীয় সয়তানী-শক্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমি তোমার সঙ্গিনী, প্রতিবিধিৎসার সহচরী, আমায় অবিশ্বাস ক'রো না।

ঘসেটী। তুমি কি এখন আর নবাব-মহিষীর বাঁদী নও?

জহরা। না,—বাঁদীর গর্দ্দিস কি আমার অঙ্গে দেখ্‌ছ? আমি নানা বেশধারিণী। যে কার্য্যে নবাব-মহিষীর বাঁদী হ'য়েছিলুম, সে কার্য্য উদ্ধার হ'য়েছে, আর আমার বাঁদী হবার প্রয়োজন নাই। তোমার জহরৎ গোপনে তোমায় অর্পণ কর্‌বার জন্য বাঁদী-বেশ ধারণ ক'রেছিলেম। একটী হীরকখণ্ড তাহ'তে গ্রহণ করেছি; আপনার কার্য্যে নয়, তোমার কার্য্যে। আমি তোমার পাপসহচরী। তোমার গুপ্ত ধনাগার আমি জানি, তোমার নিকট তার চাবি

ল'তে এসেছি। আমায় দাও, সে ধনের বিশেষ প্রয়োজন। আমায় সন্দেহ ক'রো না। আমি সে ধনাগারের সন্ধান দিলে, এখনি নবাব সে স্থান খনন ক'রে, সে ধন গ্রহণ করতে পারে। আমার অর্থের প্রয়োজন নাই—বুঝেছ? সে প্রয়োজন থাক্‌লে, তোমার রত্নাদি অতি সতর্কে সংগ্রহ ক'রে নবাবকরে তোমায় অর্পণ ক'র্‌তেম না। ঝিলগর্ভে তোমার ধনাগার আমি জানি; নবাবকে সন্ধান প্রদান ক'র্‌লে বহু অর্থ লাভ হয়। দাও, আমায় চাবি দাও। সাবধানে অবমান করো, নারী-মমত্ব চূর্ণ করো, নারী-জিহ্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করো, দেশের আন্তরাগ্নি উদ্দীপ্ত রাখো। তুমি অচিরে জান্‌তে পার্‌বে,—আমি নারকীয় শক্তিসম্পন্না, সয়তানকে আত্মবিক্রয় ক'রেছি! আমার আগুন জ্বালাবো, যে স্থানে হোসেন কুলির রক্ত পড়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে!

ঘসেটী। তুমি অসহায়া নারী, তুমি এত সাহস কিসে ক'চ্ছ?

জহরা। আমি অসহায়া? সয়তান আমার সহায়, সেই সয়তান মীরজাফরের হৃদয়ে, সেই সয়তান জগৎশেঠের হৃদয়ে! সেই সয়তান রায়দুর্লভের হৃদয়ে, সেই সয়তান রাজবল্লভকে চালিত ক'চ্ছে। হৃদয়ের সয়তান এখনো মুখাবরণ খোলে নাই, তাই তারা আপনার হৃদয়ে সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি দেখে নি। আমি সেই সয়তানের আবরণ উন্মুক্ত ক'রে, সেই বিভীষিকা ছবি তাদের প্রদর্শন কর্‌বো। তারা বিমুগ্ধ হ'য়ে সয়তানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হবে। আমি সেই সয়তানের আভাস কতক মীর-জাফরকে দিয়েছি, বাঙ্গলায় আগুন জ্বল্‌বে, বাঙ্গলায় আগুন জ্বল্‌বে! সাবধান, হৃদয়ভাব গোপন রেখো। দাও দাও চাবি দাও।

ঘসেটী। (চাবি প্রদান করিয়া) এই নাও, কিন্তু দেখো, তুমি স্ত্রীলোক, আমার ভয় হয়।

জহরা। তুমি এখনো সন্দেহ ক'চ্ছ? অচিরে তোমার সে সন্দেহ দূর হবে। তুমি অচিরে সংবাদ পাবে, যে সমস্ত বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সিরাজের শত্রু! সিরাজের কলঙ্ক-ধ্বজা গগনমার্গে উড্ডীয়মান হবে। সমস্ত জগৎ তা দর্শন ক'রবে। সিরাজের নামে লোকের ঘৃণার উদ্রেক হবে। সিরাজের শত্রুকে দেবতা বোধে পূজা ক'রবে। সয়তানের অবতার ব'লে সিরাজ ইতিহাসে উল্লিখিত হবে। লুৎফউন্নিসার নিকট নবাবের নামাঙ্কিত মোহর আছে, সেই মোহর যদি কোনরূপে সংগ্রহ ক'রতে পারো, দেখ। তাতে বিশেষ কাজ হবে।

ঘসেটী। কিরূপে সংগ্রহ করবো?

জহরা। সে কি! তুমি রাজ্য-প্রাপ্তির ষড়যন্ত্র করেছিলে, সামান্য একটা মোহর অপহরণ ক'রতে পারবে না! আমি চল্লুম, দেখ, যে রকমে পারো, সংগ্রহ করো।

ঘসেটী। শোনো শোনো—

জহরা। শোনবার অবকাশ নাই, অনেক কাজ। তোমায় তো ব'লেছি, প্রতি হৃদয়ে সয়তান জাগরিত করতে হবে। আমার তিলমাত্র অবসর নেই। আবার নবাবের শত্রু উপস্থিত। ইংরাজ কালকাতা অধিকার ক'রেছে, হুগলী বন্দর লুট ক'রেছে, সকল সংবাদ এখনই রাজপুরে পাবে।

[প্রস্থান।

ঘসেটী। না না, সত্যই আমার সহায়,—সত্যই সয়তান, আমার সাহায্যের নিমিত্ত এসে প্রেরণ করছে। প্রতিহিংসার আগুন

ওর চক্ষে দেখেছি, সিরাজের শোণিত-তৃষায় ওর জিহ্বা শুষ্ক। এ আমার শত্রু নয়, সুহৃদ্! নারী, নারীরই তো প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর কার? স্বর্ণকান্তি হোসেন কুলিকে কে বধ ক'র্‌লে? নারীর প্রতিহিংসা! হোসেন, হোসেন—কুক্ষণে আমায় বর্জ্জন ক'রে তুই আমিনার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলি!—নচেৎ সিরাজের কি সাধ্য, যে সে তারে রাজপথে বধ করে। নারী-হৃদয় চূর্ণ ক'র্‌বো!—না, নারীর স্বভাবজাত শঠতায় হৃদয় আবরিত করবো। আজ লুৎফউন্নিসা রণ-জয়ে আনন্দ ক'র্‌ছে,—সেই আনন্দে যোগদান করবো। আমিনা অপেক্ষা সিরাজের প্রতি স্নেহ প্রকাশ ক'র্‌বো, নারী কতদূর কৌশলময়ী, বাঙ্গলায় তার আদর্শ রেখে যাবো! দেখি, যেরূপে পারি, মোহর সংগ্রহ করি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ সজ্জিত উদ্যান।

লুৎফউন্নিসা।

গীত।

উপবনে এসো নিশা সেজে এসো মনের মতন।
শিখবো সখি, নিশাপতির যতন তুমি করো কেমন ॥
প'রে রতন কুসুম গাঁথা, সাজো বিলাসিনী লতা,
তরুবরে সোহাগ ক'রে, সোহাগ সখি শিখাও মোরে,
ভুবনে সুষমারাজি, উপবনে এসো আজি,
আস্‌বে হেতায় ভুবনমোহন রমণী-রঞ্জন,
সাধ হ'য়েছে পূজ্‌বো শ্রীচরণ ॥

(ঘসেটী বেগমের প্রবেশ)

ঘসেটী। এ কি! আজ সমস্ত নগর রণজয়-উৎসব ক'র্‌ছে, রাজপুরে উৎসব, তুমি একপার্শ্বে এই ক্ষুদ্র উপবনে কেন?

লুৎফ। শ্রেষ্ঠিপ্রবর মহাতাবচাঁদ, নবাবের অভ্যর্থনার জন্য, উপবন সজ্জিত করেছেন। আমিও মা আজ নবাবের অভ্যর্থনার জন্য আমার স্বহস্ত-রোপিত উপবন কেমন সজ্জিত ক'রেছি দেখুন। মাসী মা, আজ আমি নবাব প্রত্যাগমন ক'র্‌লে, বিশ্রাম-গৃহে যেতে দেব না, আমি এইখানে তাঁরে অভ্যর্থনা ক'র্‌বো। দেখুন কোথায় কি ত্রুটি আছে বলুন?

ঘসেটী। নবাবের আসন তো রেখেছ, পার্শ্বে তোমার আসন কই?

লুৎফ। আমি নবাবের প্রজা, আমি নবাবের পার্শ্বে বস্‌বো কেন? আমার উপবনে নবাব নিমন্ত্রিত, আমি নবাবকে পূজা ক'র্‌বো, আমার আসন তাঁর পদতলে। আপনি আসন গ্রহণ করুন, যদি পূজার ত্রুটি হয়, ব'লে দেবেন। মাসী মা দেখুন—এই উপবন রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ। এই দেখুন, এই কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ, সকত-জঙ্গের অনুরূপ,—তার উপর নবাবের যশোপুষ্প বিকসিত, সৌরভে দেশ আমোদিত ক'চ্ছে। এই দেখুন, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল কুসুমভারে অবনত, বিনীত ভাবে নবাবকে রাজভক্তি প্রদান ক'র্‌বে। এই দেখুন, শেফালিকাদ্বয় দ্বারপালের ন্যায় দণ্ডায়মান,—ভক্তি-কুসুম উপহার দিয়ে রাজদর্শকবৃন্দকে শিক্ষা প্রদান ক'র্‌বে। এই দেখুন, উদ্যান-কণ্টক সকল স্বহস্তে নির্ম্মূল ক'রে লতাবন্ধন ক'রে রেখেছি। নবাবের কণ্টক, নবাবের শত্রু, এইরূপ বন্ধনদশায় উচ্ছেদ হ'য়ে রাজ্যের এক পার্শ্বে পতিত থাক্‌বে। যে সকল তরুলতা অনিয়মে শাখা প্রসারণ করেছিলো, সে সকল

শাখা ছেদন করেছি;—দেখুন, বিনয়ীর ন্যায় তারা অবস্থান ক'র্‌ছে। বোধ হয়, আমার রাজ-অতিথি আগত। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি! আমার হৃদয়-আসনের আদর্শ স্বরূপ এই পুষ্পিত আসন গ্রহণ করুন, বাঁদীকে পদসেবার অধিকার দেন।

(খোজার প্রবেশ)

এ কি খোজা! নবাব কোথায়?

খোজা। বেগম সাহেব, নবাব বাহাদুর এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

লুৎফ। (পত্র পাঠ)

"প্রিয়ে,

ভেবেছিলেম তোমার সঙ্গে আলাপের অবসর হবে। বিধাতা বিমুখ, তোমার বিমল প্রেমাস্বাদ আমার অদৃষ্টে নাই। আমি কলিকাতায় ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলাম। শঠ অমাত্যগণ ষড়যন্ত্র ক'রে ইংরাজ-সৈন্য বাঙ্গলায় উপস্থিত করেছে, তাদের দমন নিতান্ত প্রয়োজন। যেরূপ বিপদ-তরঙ্গ উত্থিত, যেরূপ সংহার-মেঘ উদয়, যেরূপ বিপ্লব-পবনের আড়ম্বর,—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত নিস্তার লাভ করা অসম্ভব। যদি ঈশ্বর-কৃপায় বিপদ্‌মুক্ত হ'তে পারি দেখা হবে, নচেৎ পত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তোমার চিরানুরাগী সিরাজ"।

(খোজার প্রতি) তুমি যাও; তুমি চিরদিন নবাবের অগ্রগামী, হায়! আজ এই কুসংবাদ কেন নিয়ে এলে?

[খোজার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।

জগদীশ্বর! ভেবেছিলেম, আমার এই উপবন, সুন্দর নবাবরাজ্যের অনুরূপ। কিন্তু না, এ কপট অনুরূপ,—আমি স্বহস্তে নষ্ট করবো। এ কপট-পুষ্পে আসন সজ্জিত—দূর হোক! কপট গোলাপ, ছিন্ন হও! কণ্টক তরু, তোমরা তো আবদ্ধ নও, দুঃখে মলিন কিন্তু সম্পূর্ণ সতেজ, রবি-তাপে শীর্ণ হও!

[সজ্জিত উপবন ভঙ্গ করণ।

ঘসেটী। কি—কি? বৎসে, সহসা এমন উদ্বিগ্না হ'লে কেন?

লুৎফ। মাগো, এই দেখুন, ইংরাজ আবার সজ্জিত। নবাব যুদ্ধ যাত্রা করেছেন।

ঘসেটী। সে কি? তবে কি ভবিষ্যৎ-গণনা সত্য?

লুৎফ। কি কি, কি গণনা মা?

ঘসেটী। বৎসে, আমি সিরাজের যুদ্ধজয়-বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করছি, দরিদ্রদিগকে ধনরত্ন বিতরণ করবার নিমিত্ত বাঁদীদিগকে উপদেশ দিচ্ছি,—এমন সময় জনৈক বাঁদী, এক ফকিরণীকে আমার নিকট ল'য়ে এলো। সে ফকিরণী আমায় তিরস্কার ক'রে বল্লে—"কিসের উৎসব? মান্দ্রাজ হ'তে ইংরাজ শত্রু আগত,—তা জান না? বিনা দোষে নবাব, একজন ঈশ্বর-জানিত ফকিরের কর্ণ-নাসিকা ছেদ করেছে, তা কি অবগত নও? ফকিরের অভিশাপে অচিরে রাজ্য দগ্ধ হবে! যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে, সেই ফকিরকে প্রসন্ন করো।" বৎসে, এই ফকিরের কর্ণনাসিকাচ্ছেদন সংবাদ তুমি কিছু জানো?

লুৎফ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছিলেম, রাজাদেশে একজন ভণ্ড ফকিরের কর্ণনাসিকাচ্ছেদ হয়েছিল। সে ফকির রাজদ্রোহী।

ঘসেটী। বৎসে, ফকির ভণ্ড নয়,—তিনি নবাবের মঙ্গলের জন্ম এসে-

ছিলেন। নবাব যখন যুবরাজ ছিলেন, দিল্লী হ'তে ফৈজী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী বারবিলাসিনীকে এনে বেগম করেন। বারনারী, স্বভাব বশতঃই প্রতারণাপরায়ণা;—তার শয়ন-গৃহে অপর পুরুষকে ল'য়ে এসেছিল। সেই অপরাধে নবাব, যৌবনসুলভ ক্রোধ বশতঃ, ফৈজির গৃহের বায়ু-প্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে, উৎকট যন্ত্রণায় তার প্রাণবধ করে। সেই মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ফকির আগমন করেছিলেন। রাজ্যের শত্রুরা, হায়, অভাগা রাজ্য শত্রু-পূর্ণ! রাজ্যের শত্রুরা, সেই সাধুর প্রতি এই রাজদ্রোহিতা অপবাদ প্রদান করে। সাধুর কোপাগ্নি যা'তে প্রজ্জলিত হয়, এই তাদের ইচ্ছা। দেখ্‌ছি, শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে!

লুৎফ। মা, মা, সত্য বলেছেন; নবাব কখনো কখনো অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায়, ফৈজির নাম ক'রে অনুতাপ করেন। এখন কিরূপে ফকিরকে প্রসন্ন করা যায়?

ঘসেটী। ফকিরণী আমায় বলেছে—"তাঁকে নিমন্ত্রিত ক'রে, সম্মানের সহিত রাজপুরে এনে, তাঁর চরণে অনুনয়-বিনয় করা, আর উপায় নাই।" কিন্তু সিরাজ যুদ্ধে গমন করেছে, কি উপায় হবে?

লুৎফ। কেন, আমরা যদি নিমন্ত্রণ করি?

ঘসেটী। না—সিরাজের আহ্বান ব্যতীত ফকির—নগরে পদার্পণ কর্‌বেন না।

লুৎফ। তবে কি উপায় হবে?

ঘসেটী। দেখ, এক উপায় বোধ হয় হ'তে পারে। যদি সিরাজের নামাঙ্কিত মোহর পাওয়া যায়, সেই মোহর-অঙ্কিত পত্র তাঁর নিকট প্রেরিত হ'লে, কিরূপ হয় বলা যায় না। কিন্তু সে মোহরই বা

কিরূপে পাওয়া যাবে! সে মোহর পাওয়া গেলে, তাঁকে নিমন্ত্রিত ক'রে আন্‌তে পারা যায়। কিন্তু সে উপায় তো নাই!

লুৎফ। মা. আমার গৃহে তাঁর নামাঙ্কিত মোহর থাকে। তিনি আমার গৃহে অনেক পত্র মোহরাঙ্কিত করেন।

ঘসেটী। তবে একখানা কাগজ, আমায় মোহরাঙ্কিত ক'রে দেবে চলো। (স্বগত) কোথায় মোহর থাকে সন্ধান পেলে, আমি অপহরণ কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) চলো।

লুৎফ। নবাব-মহিষীকে একথা বলি?

ঘসেটী। ইচ্ছা হয় বলো;—কিন্তু ফকিরণী বলেছে, দেবকার্য্য গোপনেই উচিত। আমার বিবেচনায় এখন গোপন রাখা কর্ত্তব্য। যদি কৃপা ক'রে ফকির উপস্থিত হন, তখন মা, আমিনা, তুমি, আমি—সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হবো। সেই সময় মা জান্‌তে পার্‌বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—উমিচাঁদের উদ্যানস্থ কক্ষ।

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, করিম, মীরমদন প্রভৃতি।

মীরজাঃ। জনাব, বান্দার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, সন্ধিস্থাপন কোন রূপেই কর্ত্তব্য নয়। আপাততঃ ফরাসীর সহিত ইংরাজের বিবাদ উপস্থিত। এই নিমিত্ত কপট ইংরাজ, সন্ধিস্থাপন কর্‌তে প্রস্তুত। কিন্তু সে সন্ধি, কোনও মতে স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গীয় নবা-

বের সময় হ'তে, ইংরাজ নানা পত্র স্বাক্ষর করেছে ; কিন্তু পত্রের মর্ম্মানুসারে কোনও কার্য্য করে নাই।

রায়দুঃ। ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয়, এই নিমিত্তই সন্ধিতে সম্মত। সুযোগ প্রাপ্ত হ'লেই, সন্ধি ভঙ্গ ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তাদের দমন করবার এই উত্তম সুযোগ। আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছি, যুদ্ধ করাই সঙ্গত।

সিরাজ। (উমিচাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমি। জনাব, যদিচ কার্য্যের অনুরোধে ইংরাজের সহিত মৌখিক সদ্ভাব আছে, কিন্তু ইংরাজ আমায় আবদ্ধ করেছিল, আমার আবাস লুণ্ঠন করেছিলো, পরিবারবর্গ ইংরাজের দৌরাত্ম্যে নিহত,—এ সকল এক দণ্ডের নিমিত্ত বিস্মৃত হই নাই! ইংরাজ দমিত হ'লে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হয়। আমার মন্তব্য, যুদ্ধ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে!

করিম। চাচা, কোল্‌কাতা থেকে পালিয়ে, পল্‌তায় যখন ইংরাজ নোনা পানি খাচ্ছিল, তখন সদ্ভাব ক'রে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করেছ। কেবল দোষ দেখ্‌লেই তো হবে না, গুণও গাও। রসদ যুগিয়ে এক গুণে একশো গুণ তো দাম নিয়েছ চাচা। এক টাকায় একটা চাঁপা কলা বেচেছ। দিনকতক ইংরেজ থাকুলে, যা লুট করেছে, তার দুনো আদায় কবুবে, ভাবনা কি ?

রাজবঃ। জনাব, বান্দাও,—খাঁ সাহেব, বণিকপ্রবর উমিচাঁদ ও রাজা রায়দুর্লভের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করে।

করিম। (স্বগত) এলোমেলো ক'রে দে মা,—লুটে পুটে খাই!

সিরাজ। কি করিম চাচা, কি বলুছ ? তোমার মত কি ?

করিম। জনাব, কথার মতামত—না অন্তরের মতামত ?

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য করতঃ) সে কি করিম চাচা ?

করিম। আমার কথার মতামত, যাতে ভাল হয় করুন। মতামত, সরাযের স্রোত ব'য়ে যাগ্, কামানের গোলার মত আফিমের তাল গাদা হ'য়ে থাকুক, যাকে পাই বাগ মাপিক লুটে নি, আর আপ্না আপ্নি খুব বাহাদুর ব'লে বগল বাজাই।

মীরমঃ। জনাব, করিমেরও অভিপ্রায় যুদ্ধ,—ইংরাজ অতি কপট।

করিম। চাচা, গান ধরেছ ঠিক,—কিন্তু তোমার সুরটা কিছু বেয়াড়া, আমার সুরে মেলে না। আমার সুর কি জানো ? একটা ওলট-পালট হ'লেই কিছু আরামে থাকি। তোমার মত, না ওলট-পালট হয়।

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য সহ) কি করিম চাচা, রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়, এই তোমার ইচ্ছা ?

করিম। আজ্ঞে হ্যাঁ। সব ঠিক ঠাক্ হ'য়ে গেল, রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চল্‌লো, তাহ'লে আমার লাভ কি বলুন ? বরাদ্দ মাফিক মদটুকু, বরাদ্দ মাফিক আফিংটুকু, বরাদ্দ মাফিক চণ্ডু;—জনাবও যদি মদ না ছাড়্‌তেন, তাহ'লে কতক সুবিধা ছিলো। একটা ওলট-পালট না হ'লে, আমার সুবিধা কিসে হয় বলুন ?—বেওয়ারিস প্রজা দাবিয়ে মজা করি কিসে বলুন ?

মীরমঃ। করিম চাচা তুমি এমন ? রাজ্যের বিশৃঙ্খলা কামনা করো ?

করিম। কেন চাচা, উল্টো বুঝ্‌লে কেন ? আমার কি বাঙ্গ্‌লা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপ্নি গাঁট দিতে জানি নি ? আমি কি আপনার ভালাই খুঁজিনি, যে পরের ভালাই খুঁজ্‌তে যাবো ? প্রজার ভাল হলো না হলো, আমার কি ব'য়ে গেল ? বাঙ্গলায় জন্মেছি, আমার আপনার ভালাই ভালো!

প্রাণে বৈরাগ্য আছে—তাই মনে করি—কে কার, কার জন্যে ভাব্‌বো—আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালে না হোক, ইহকালের তো কাজ বটে!

সিরাজ। ছিঃ ছিঃ করিম চাচা, তুমি এমন?

করিম। জনাব, নেশাখোর মানুষ, আঁতের সুরে গেয়ে ফেলেছি! মুখের সুরে গাই একবার শুনুন, প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। জনাব, হুজুর, কদাচ ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি কর্‌বেন না। ইংরাজ অতি ছল, অতি কপট। জনাব ক্ষণজন্মা, দ্বিতীয় সেকেন্দর সা, সমস্ত পৃথিবী অধিকার কর্‌বেন। দিনরাত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকুন। এই ইংরাজকে তোপে উড়িয়েই সসৈন্যে দিল্লীতে যাত্রা ক'রে, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করুন। আপনি না দিল্লীর তক্তে বস্‌লে দিল্লীর শোভা হবে না! মীর মদন চাচা, এইবার আমার গাওনা পছন্দসই কি?

মীরমঃ। চাচা, তুমি বঙ্গবাসীর নিন্দা করো? আমরা কি বঙ্গবাসী নয়? তোমার বিবেচনায় কি আমরা সকলেই স্বার্থপর?

করিম। চাচা, এই রাজসভাসদের ন্যায় গোটাকতক আগাছা গজায়। নইলে এই বঙ্গভূমিরূপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে, ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান,—সুসৌরভে এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ! এ বাঙ্গলায় যিনি শান্তি স্থাপন কর্‌বেন, তিনি বিধাতা পুরুষ। বাঙ্গ্‌লা ফিরে গড়্‌তে হবে, পুরাণো বাঙ্গ্‌লায় চল্‌বে না।

সিরাজ। কেন করিম চাচা, তোমার এত বিরাগ কেন?

করিম। জনাব, এই বাঙ্গলায়, যদি তিন জনের দু'মত দেখাতে পারেন, তাহ'লে নাকে খৎ দিয়ে, আফিং ছেড়ে দেবো। তিন জনের

তিন মত! যদি একমতে বাঙ্গলায় কাজ হতো, বঙ্গবাসী যদি এক মতে চল্‌তে শিখ্‌তো, তাহ'লে বাঙ্গলায় মাটী থাক্‌তো না,—সোণা হতো। বাঙ্গলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি ঝড়ি ঝুড়ি! এই প্যাঁচ খেলা চলেছে—যেটা কাটে, যেটা থাকে!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জনাব, ইংরাজ উকীলদ্বয় ওয়ালস্‌ ও স্ক্রাফ্‌টন সাহেব নবাব-দর্শনে সমাগত।

সিরাজ। সমাদরের সহিত নিয়ে এসো। (স্বগত) ইংরাজকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয় বটে। কিন্তু উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ, নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য ক'রে উপদেশ প্রদান কচ্ছে। রাজ্যে গোলযোগ স্থায়ী হ'লেই তাদের মঙ্গল। করিমচাচা প্রকারান্তরে তাদের মনোভাব যথার্থ বলেছে।

(ওয়াল্‌স্‌ ও স্ক্রাফ্‌টনের প্রবেশ ও জানু পাতিয়া নবাবকে অভিবাদন)

আসন গ্রহণ করুন। বক্তব্য প্রকাশ করুন।

ওয়ালস্‌। জনাবের পত্র আহ্লাদের সহিত প্রাপ্ত হইয়া, পত্রের আদেশানুসারে কর্ণেল ক্লাইব, আমাদিগকে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রে প্রকাশ, যে জনাব, আমাদের হুগলী-বন্দর লুণ্ঠন মার্জ্জনা করিবেন; ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, তাহা কতক পূরণ করিবেন।

সিরাজ। হ্যাঁ, আমাদের অভিপ্রায় সেইরূপ।

স্ক্রাফ্‌টন্‌। জনাব, আমাদেরও অভিপ্রায়,—আমরা বণিক্‌, বাণিজ্য করিব, যুদ্ধ-বিগ্রহে বিস্তর ক্ষতি, নবাব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমা-

দের মার্জ্জনা করেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য। সন্ধিপ্রস্তাবে আমরা এই দণ্ডেই সম্মত।

সিরাজ। উত্তম। আপনারা দাওয়ানখানার শিবিরে যান, সন্ধিপত্র প্রস্তুত. স্বাক্ষর করুন।

ক্লাফ্‌টন্ ও ওয়াল্‌স্। হুজুরের যেইরূপ হুকুম।

[উমিচাঁদ ও ইংরাজদ্বয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ওয়াল্‌স্। উমিচাঁদ বাবু, দাওয়ানখানা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেন।

উমি। সাহেব শোনো, শোনো,—দাওয়ানখানায় যেয়ো এখন—এ কপট নবাবকে বিশ্বাস ক'র্‌ছ? ভেবেছ কি নবাব সত্যই সন্ধি ক'র্‌তে প্রস্তুত?

উভয়ে। তবে কিরূপ—তবে কিরূপ?

উমি। নবাবের তোপ আস্‌তে বিলম্ব হবে জেনে, এই সন্ধির প্রস্তাব করেছে। এখন তোপ এসেছে, এখনি যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌বে। তোমরা দাওয়ানখানায় পৌঁছন মাত্র, তোমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে।

ওয়াল্‌স্। Oh the devil!

ক্লাফ্‌টন। তবে আমরা এখন কি করিব?

উমি। লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে দাও, পেছু পানে চেয়ো না, কেল্লায় পৌঁছে হাঁপ ছেড়ো।

উভয়ে। সেলাম, আমরা চলিলাম—আমরা চলিলাম।

উমি। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না।

[ইংরাজদ্বয়ের দ্রুত প্রস্থান।

যাক্ লড়াই তো বাধ্‌লো!

(স্বরূপচাঁদের প্রবেশ)

স্বরূপ। খাঁ সাহেব আপনার নিকট পাঠালেন,—কি হলো ?

উর্মি। খাঁ সাহেবকে বল্‌বেন, যে তাঁরও যে স্বার্থ, আমারও সেই স্বার্থ, আমি তাঁর অনুরোধ মত কার্য্য করেছি। ইংরাজ উকীল দ্রুতপদে কেল্লায় প্রতিগমন করেছে, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই, চিন্তা নাই, চলুন। আমি স্বয়ং গিয়ে সংবাদ দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়াম মধ্যস্থ গৃহ।

ক্লাইব, ওয়াল্‌স্, স্ক্র্যাফ্‌টন ও ওয়াট্‌সন্‌।

ক্লাইব। You are fools! Why could'nt the Nowab capture you then and there in the Darbar camp ?

ওয়াল্‌স্। Umichand—

ক্লাইব। A greater knave than you are fools.

(জহরার প্রবেশ)

Who are you ? Ardali—

জহরা। আমি সাহেবদের পেছনে পেছনে এসেছি, আর্দ্দালির অপরাধ নাই। আমায় ঘৃণা করো না, একটী ক্ষুদ্র তৃণ জ্বলে নগর দগ্ধ করে। সত্যই নবাব, সাহেবদের বন্দী ক'র্‌তো। দরবার-

তাঁবুতে বন্দী ক'রে নাই, তার কারণ, লোককে জানাতে চায়, যে তার কর্ম্মচারীরা কি করেছে, তা জানে না। যেমন বলে, অন্ধকূপে হত্যার কথা কিছুই জানে না, সেইরূপ এই সাহেবদের বন্দী ক'রে ব'ল্‌তো, আমার আম্‌লারা কি ক'রেছে জানি না। নবাবের তোপ এসে পৌঁচেছে; কেবল বড় তোপ গুলো এসে পৌঁছে নাই, আজ সন্ধ্যার সময় পৌঁছোবে। কাল প্রাতে আক্রমণ আরম্ভ হবে।

ক্লাইব। তুমি শত্রু নও কিরূপে জানিব?

জহরা। আমায় বন্দী ক'রে রাখো, আমার কথার একবর্ণও মিথ্যা হ'লে ফাঁসী দিও!

ক্লাইব। Governor Watson! what do you say for or against a night attack?

জহরা। হ্যাঁ সাহেব, আমি সেই ব'ল্‌তেই তোমাদের এখানে এসেছি, আজ রাত্রেই আক্রমণ করো।

ক্লাইব। কি! তুমি ইংরাজি জানো?

জহরা। না—তোমার ভাব-ভঙ্গিতে, তোমার মনোভাব বুঝেছি। আমি কে জানো? আমি হোসেন কুলির স্ত্রী, যে হোসেন কুলীকে নবাব স্বহস্তে রাস্তায় বধ করেছিল। আমি সেই অভাগিনী—প্রতিহিংসা-অনলে দিনরাত দগ্ধ হ'চ্ছি। কে নবাবের শত্রু, আমি তার মুখ-ভাবে বুঝ্‌তে পারি। নবাব সম্বন্ধে কে কি ব'ল্‌ছে, তার হাবভাবে তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। সাহেব, অন্ধকার রাত্রি, আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হও! আমায় অবিশ্বাস ক'রো না। আমি তোমাদের বন্ধু কি না জানি না, কিন্তু নবাবের পরম শত্রু।

ক্লাইব। আচ্ছা বিবি, তোমকো খেলাত দেগা।

জহরা। হাঃ হাঃ! সাহেব ভেবেছ আমি খেলাতের প্রত্যাশী! না, না সাহেব—আমি সিরাজের শোণিত পিপাসী! পৃথিবীতে এত রত্ন নাই, সাগর-গর্ভে এত রত্ন নাই,—যে রত্ন আমাকে বশীভূত করে! তোমরা সাহেব সব জানো,—নারীর প্রতিহিংসা কি জানো না?

ক্লাইব। হাঁ, হাঁ বিবি!—তোমার বাক্য আমরা লইব, রাত্রে attack করিব। তুমি যাও, দূর হইতে তামাসা দর্শন করিবে, হামরা সব উড়াইয়া দিব। যাও বিবি, সেলাম।

জহরা। সাহেব, আমি যাবো না, আমি কেল্লায় থাক্‌বো। যদি কোন দুর্ঘটনায় তোমাদের যুক্তি বিফল হয়, তুমি আগে আমায় সন্দেহ ক'র্‌বে। তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন না হ'লে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে না। আমি যাব না। তোমরা যুদ্ধ জয় ক'রে আস্‌বে, সংবাদ পাবো, তার পর এ স্থান হ'তে যাবো।

ক্লাইব। Governor Watson! send for the blue jackets.

ওয়াট্‌সন্। All right.

ক্লাইব। আইস বিবি, হামাদের যুদ্ধ-আয়োজন দেখিবে। আজ নবাবকে শিক্ষা দিব।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—গড়ের মাঠ।

অদূরে নবাবের সৈন্য-শিবির।

(করিমচাচার প্রবেশ)

করিম। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে তারার ঝাঁক দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশে উঠে তো ভোর রাতটা জাগো, একটু আফিং-টাফিং খাও না কি? অন্ধকার রাত্রেই তোমাদের কিছু বাহার বেশী, চোরের মাসতুতো ভাই ছিলে না কি? এত দিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ, ভোর রাত জেগে আলাপ কচ্ছি, কিন্তু চিন্‌তে পার্‌লেম না চাঁদ। প্যাট্‌ প্যাট্‌ ক'রে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? দেখ বাবা,—সমুদ্রের গর্ভে নজর যাবে, কিন্তু মানুষের পেটের মধ্যে সেঁধোনো তোমাদের কর্ম্ম নয়। বড় জবর মাটীর গাল, বুঝেছ বাবা! ও,—তোমাদের পাহারা দিতে রেখেছে। তোমাদের আকাশে বুঝি যুদ্ধ-হাঙ্গামা নাই? তাহ'লে বাবা ঘুমিয়ে পড়্‌তে। এই সব দেখ না, নবাবী ফৌজের তাঁবু পড়েছে, বেবাক পাহারাওয়ালা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে; ছ'পিপে মদ খেলেও অমন ঘুম আস্‌বে না। লড়াই দাঙ্গাটা বড় ঘুমের ওষুধ দেখ্‌ছি। নবাব থেকে ঘেসেড়া ব্যাটা পর্য্যন্ত তোফা নাক ডাকাচ্ছে। দেখ দেখ—এই কেল্লার দিকুটে মিট্‌-মিটে আলো কি বলো দেখি? ওদের বিলিতী ধাত, দিশি ওষুধ খাটে না, লড়াই দাঙ্গা বাধলে বড় ঘুমোয় না। (ক্রমশঃ কুজ্‌-ঝটিকায় দিক্‌ আবৃত হওন) এই যে তোমরাও দিব্যি কোয়াসার

তাঁবুর ভিতর গা ঢাকা দিলে। একটু ঘুমুবে বোধ হ'চ্ছে। তোমা-দেরও যুদ্ধ-হাঙ্গাম বাধ্‌লো নাকি, নইলে খামকা এতটা ঘুম এলো কেন?

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। কে তুমি?

করিম। প্রেয়সি, এতদিনে কি আমায় মনে পড়্‌লো?

জহরা। কে তুমি?

করিম। কেন চাঁদ, চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি আফ্‌গানি আমলের বাঙ্গ্‌লার নবাব, মাম্‌দো হ'য়ে এই গাছটীতে থাকি। তোমার মতন আমার পেত্নী বেগম ছিল। আজ মাসকতক কে এক ব্যাটা গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আমার গৃহশূন্য করেছে। যখন এসে পড়েছ বিধুমুখী, চলো নিকে ক'রে, ডালে গিয়ে শুই। ঐ দেখ বেগমেরা পাতায় পাতায় মহল ক'রে আছে, ঝর ঝর ক'রে কুর্ণিশ জানাচ্ছে। চলো, নীচের ডালে গিয়ে শুই।

জহরা। করিম চাচা, নবাবী শিবির কোন্‌টা বল্‌তে পারো?

করিম। কেন চাঁদ, নবাবী গাছের ডাল তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তুমি শুয়ে পেত্নীর বাচ্ছা, পায়খানায় থাকো, কখনো গাছের ডালে শোও নি, তা'হলে আরাম পেতে। যদি প্রেম ক'র্‌তে হয় তো গাছের ডালে,—এমন পীরিত কোথাও হয় না।

জহরা। করিম চাচা, তুমি বড়মানুষ হ'য়ে যাবে, যা চাও পাবে।

করিম। মানুষ ছিলেম, মাম্‌দো হয়েছি, আবার মানুষ কি ক'রে হই বাবা! এসো মাম্‌দো পীরিত করি এসো। (নেপথ্যে তোপ-ধ্বনি)—ঐ শোনো, আমাদের নিকের তোপ হচ্ছে।

[জহরার প্রস্থানোদ্যোগ।

ওয়ে পেত্নী প্রাণ, যদি মেছো পেত্নী হ'তে, তাহ'লে এই কোয়াসায় তোমায় মৎস্যগন্ধা করতেম। তা এ গাছের ডাল যদি পছন্দ না হয়, তবে তোমায় সেওড়াগাছেই চলো. আমি তোমার নিঘ্যাৎ পীরিতে পড়েছি।—(নেপথ্যে কলরব বৃদ্ধি)

[জহরার প্রস্থান।

এই যে, এতক্ষণে নবাবী ফৌজের নেশা ছুটেছে। এখানে বাবা বড় ঝাঁজ, সর্ষে পোড়া দিয়েছে। এখন কোন্ দিকে সরি, আও-য়াজ ত চারদিকেই।

(মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ প্রভৃতির প্রবেশ)

মীরজাঃ। সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো! চতুর্দ্দিক হ'তে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, অন্ধকারে শত্রু-মিত্রে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যাই! কেন ষড়যন্ত্র ক'রে সন্ধি ভঙ্গ করলেম!

করিম। ঐটুকু প্যাঁচ করেছ। ইংরাজ যেমন সদালাপী, ওদের গোলা তেমন নয়। এখানে আলাপ কর্‌তে এলেই কিছু প্যাঁচ। তবে দেখ চাচারা, যখন লড়্‌তে এসেছ. গাঙ্গ্‌পার হ'য়ে চ'লে গিয়ে, ডন্ ফেলগে।

[করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবাবীটে আমারই সাজে। যে ব্যাটার তিন কুলে কেউ নাই, সেই তো বাঙ্গ্‌লার নবাব। সিরাজদ্দৌলার এখন তবু এক আধ ব্যাটা আছে, নিদেন বেগমগুলো। আমার বাবা তিন কুলে কেউ নাই, আমিই পাকা নবাব। এই বোঝ না কেন বাবা, নবাবটা কোথায়, তা একবার কেউ খোঁজ নিলে না।

[করিমের প্রস্থান।

(সিরাজদ্দৌলা, মীরমদন ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সিরাজ। মীরমদন কি হবে, কি হবে ! কোথা যাবো !

মীরমঃ। জনাব, কোন শঙ্কা নাই। ইংরাজ-সৈন্য বিমুখ হয়েছে, ও আমাদের তোপধ্বনি। এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই ইংরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করি। আজই ইংরাজ ধ্বংশ হবে।

সিরাজ। না মীরমদন, যেও না, ইংরাজ-ধ্বংশে আমার প্রয়োজন নাই। এই নবাবী,—এই সুখের আশায় উন্মত্ত হয়েছিলেম ! দিবারাত্র কণ্টক-শয্যায় শোবার জন্য নবাবী গ্রহণ করেছিলেম !

মীরমঃ। জনাব জনাব, অমন কচ্ছেন কেন ? অনেক দুর্গম রণে নির্ভয়-অন্তরে সৈন্য সঞ্চালন করেছেন। ইংরেজ পরাস্ত ;—ঐ শুনুন বিপক্ষের তোপধ্বনি নাই। মুহুর্ম্মুহুঃ আমাদেরই কামান গর্জ্জন হচ্ছে ! একটু স্থির হোন, আমি সমূলে ইংরাজ উচ্ছেদ করি।

সিরাজ। মীরমদন মীরমদন, আমি ভীরু নই। দুর্গম রণসন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ কর্‌তে দেখেছ। কিন্তু ফিরিঙ্গি নামে আমার দেহ কম্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপধ্বনির মধ্যে যদি একটী ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝ্‌তে পারি ;—সে শব্দে আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। দৈত্য, দানব, প্রেত, ভূত, স্বদলে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লে, আমি অসি হস্তে তাদের আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরাজ, কোন্ সয়তান বংশে জন্ম কে জানে, এরা কি যাদুকর ? কোন্ কুহকবলে আমার বিপুল-বাহিনী আক্রমণ কর্‌তে সাহস কর্‌লে ! ইংরাজ কুশলে থাকুক, ইংরাজ বলবান্ হোক, যারা আমার সিংহাসন ঈর্ষা করে, তারা

আমার সেই সিংহাসনে বসুক, ইংরাজ তাদের শত্রু হোক, দিবারাত্র আমার ন্যায় কণ্টকাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে, ইংরাজ সম্মুখে দেখুক!

মীরমঃ। জনাব, তুচ্ছ ফিরিঙ্গি, জনাবের নফরের নফর যোগ্য নয়। বর্ব্বরতা বশতঃ আক্রমণ করেছিল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আক্রমণ করেছিল, নিরুপায় হ'য়ে আক্রমণ করেছিল,—আজ্ঞা দিন, হস্তী-পৃষ্ঠে যুদ্ধ দর্শন করুন, মুহূর্ত্ত মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম ধূলি-সাৎ কর্‌বো। জনাব, আপনার এই দশা দেখে আমার মৃত্যু ইচ্ছা হচ্ছে। প্রকৃতিস্থ হোন; বঙ্গেশ্বর আজ্ঞা দিন, স্বয়ং সয়তান স্বদলবলে ইংরাজের সাহায্য কর্‌লে, আজ নিস্তার পাবে না,—কেবলমাত্র আজ্ঞা দিন, এই প্রার্থনা। জনাব প্রকৃতিস্থ হোন।

সিরাজ। মীরমদন তুমি জান না, মোগলবংশ উচ্ছেদ্ কর্‌তে ইংরাজ জন্মগ্রহণ করেছে। শিক গুরু তেগ্ বাহাদুরের অভিশাপ তুমি কি অবগত নও? শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে, মোগলবংশ উচ্ছেদ কর্‌বে। মহাপুরুষের অভিশাপ, সে অভিশাপ কখনও খণ্ডন হবে না। মোগলবংশ উচ্ছেদের জন্য ইংরাজ ভারতবর্ষে উপস্থিত।

(করিমের পুনঃ প্রবেশ)

করিম। সূর্য্যোদয় হয়েছে, চাচারা বোধ হয়, বারাণসী তুল্য গঙ্গার পশ্চিম পার হ'তে গঙ্গা দর্শন ক'রে, নবাব দর্শনে আস্‌ছেন। চাচারা কেঁদে এখনি লুটোপুটী খাবে, আমায় শান্ত করতে হবে। ঐ যে সব চোখ ডব্ ডব্ কর্‌ছে, কাণা মেঘের জল কোথায় লাগে!

(মীরজাফর, রায়দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও
স্বরূপচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। জগদীশ্বর রক্ষা করুন, এই যে নবাব!

রায় দুঃ। বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলেম!

জগৎ। ভগবান রক্ষা করেছেন!

করিম। এখন তো প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। আমি রুমাল বাগিয়ে রেখে-ছিলুম, ভেবেছিলুম, চাচারা কাঁদ্‌বে, চোখ মোছাবে কে?

সিরাজ। রাজা রায়দুর্ল্লভ! এই দণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে, ইংরাজ-শিবিরে দূত প্রেরণ করুন। যে স্বত্বে ইংরাজ সন্ধি করতে প্রস্তুত, সেই স্বত্বে সন্ধি হোক।

মীর জাঃ। জনাব,—

সিরাজ। আর জনাব নয়। কাল-রজনী প্রভাত হয়েছে,—সূর্য্যো-দয়ে প্রকৃতিস্থ হয়েছি। বুঝেছি ইংরাজ সামান্য নয়; এ অপেক্ষা শতগুণ সৈন্য ল'য়ে ইংরাজ পরাস্ত করা আমাদের সাধ্য নয়। এই দণ্ডেই সন্ধি হোক্। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করো, সন্ধি-পত্র আমাদের নিকট প্রেরণ ক'রো. আমরা স্বাক্ষর কর্‌বো। আর বলবীর্য্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই! সূর্য্যোদয়ে যেমন গ্রহজ্যোতি নির্ব্বাপিত হয়, ইংরাজ-উদয়ে সেইরূপ ভারতবীর্য্য নির্ব্বাপিত! ভারত-স্বাধীনতা ইংরাজের পদতলে। ঘোর নিশায় অচিরে ভারত আবরিত হবে। কালচক্র পরিবর্ত্তনে কারো সাধ্য নাই। অদ্যই যেন সন্ধিপত্র আমার নিকট প্রেরিত হয়। যাও যাও বিলম্ব করো না, এই দণ্ডেই দূত প্রেরণ করো।

[অমাত্যগণের প্রস্থান।

মীরমঃ। হা জননী জন্মভূমি!

সিরাজ। মীরমদন আক্ষেপ ক'রো না, আক্ষেপে আর উপায় নাই। যে দিন ইংরাজের জলতরী, বাঙ্গলার বন্দরে উপস্থিত হয়েছে, সেই দিন আশা-ভরসা বিলুপ্ত। ভারতবাসী ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত! মহারাষ্ট্রীয়েরা বলীয়ান—ভারতবাসী! তাদের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা জর্জ্জরীভূত;—তাদের দৌরাত্ম্যে ইংরাজের ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মিত হয়েছে;—ভারতবাসীর দৌরাত্ম্যে ইংরাজের বলবৃদ্ধি। বাল-সূর্য্যের কিরণে মধ্যাহ্ন-তপণের তাপ অনুভব কর্‌তে পাচ্ছ না। ভারত বিচ্ছিন্ন! ভারতসন্তান পরস্পরের শত্রু! উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ—কার সাধ্য তাদের দমন করে!!

মীরমঃ। জনাব, তুচ্ছ শত্রুর কেন প্রশংসা কচ্ছেন? বাঙ্গলায় কি বীর-বীর্য্য বিলুপ্ত, আপনার সৈন্য কি অস্ত্র ধারণে অক্ষম? বাঙ্গলার বীরত্ব শত রণে পরীক্ষিত; জনাব, তবে কেন উৎসাহহীন হচ্ছেন? কৃত-দাস এখনো জীবিত, এখনো সৈন্য সঞ্চালনে অক্ষম নয়, পিধানে অসি আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় বিচঞ্চল। ইষ্টক নির্ম্মিত ফোর্ট উইলিয়াম্, বীর-প্রবাহ রোধ কর্‌তে সক্ষম হবে না। তবে কেন শত্রুর গৌরব বর্দ্ধন ক'রে, সন্ধির প্রস্তাব কচ্ছেন? তবে কেন ইংরাজ অজেয় বিবেচনা কচ্ছেন? তবে কেন মাতৃভূমি, ফিরিঙ্গির ভয়ে ভীত প্রচার কচ্ছেন? তবে কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান কচ্ছেন?

সিরাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে, পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে, সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত

বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়,—এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব ; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য্য ! মীরমদন, আক্ষেপ ত্যাগ করো। জেনো, বাঙ্‌লায় সকলেই মীর-মদন নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
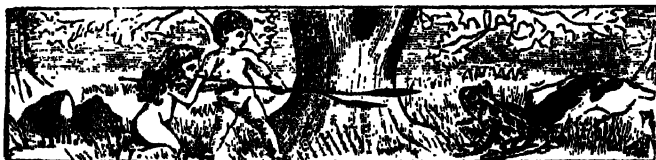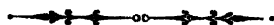
মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার।

সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, মাণিকচাঁদ, মুঁসালা ও দূত।

সিরাজ। (পত্র পাঠ ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া) ওয়াট্‌সকে তলপ দাও, ইংরাজ উকীলকে তলপ দাও।

দূত। জনাব, তাঁরা দু'জনেই আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কচ্ছেন।

সিরাজ। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

দেখুন ইংরাজের স্পর্দ্ধা।

(ওয়াট্‌স ও ইংরাজ-উকীলের প্রবেশ)

ওয়াট্‌স্, তোমাদের বড় দম্ভ! বাঙ্গালার নবাবকে ভয় প্রদর্শন করো? তোমরা কে? এই ফরাসী মুঁসাল্যা আমার আশ্রিত, এর

সমভিব্যাহারী অপরাপর ফরাসীরাও আমার আশ্রিত। তোমরা বিনা অনুমতিতে চন্দননগর অধিকার কর্‌বার পর এরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আশ্রয় পরিত্যাগ না কর্‌লে সন্ধি ভঙ্গ হবে? হোক,—এই মুহূর্ত্তে সন্ধিভঙ্গ হোক। তোমার শূলদণ্ড আজ্ঞা হবে। উকীল, তুমি এই মুহূর্ত্তে নবাব-দরবার পরিত্যাগ করো—আমার দরবার হ'তে দূর হও।

[উকীলের প্রস্থান।

ওয়াট্‌স্, তোমাদের কত অপরাধ জানো? নবাবের অনুমতি ব্যতীত চন্দননগর আক্রমণ করেছ, এখন নবাবকে যুদ্ধভয় প্রদর্শন কর্‌ছ? ভেবেছ আফগান আহম্মদ সাহ আবদালিকে দমন কর্‌তে, আমাদের বেহার প্রদেশে যাত্রা কর্‌তে হবে, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নই, তাই ক্লাইব দম্ভ ক'রে পত্র লিখেছে! ক্লাইবকে লিখো,—বিনাযুদ্ধে আফ্‌গান ভঙ্গ দিয়েছে,—আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। কলিকাতায় সত্বর উপস্থিত হবো। যাও, যাও—আর তিলমাত্র বিলম্ব করো না।

[ওয়াট্‌সের প্রস্থান।

মাণিকচাঁদ, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি কলিকাতা-লুণ্ঠনের দ্রব্য সামগ্রী, নবাব সরকারে প্রদান না ক'রে আত্মসাৎ করেছ? তার খেসারৎ ক্লাইব আমাদের উপর দাবী করে। আলিনগরের সন্ধি-পত্রে আমরা সেই ক্ষতিপূরণে স্বীকৃত। ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক—তোমার উপযুক্ত শাস্তি এই দণ্ডে প্রদান কর্‌বো।

মাণিক। জনাব, বান্দার কি সাধ্য, যে নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করে।

সিরাজ। কে আছ,—শঠ, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, অর্থপিশাচকে কারাগারে ল'য়ে যাও। কাল প্রাতে শিরচ্ছেদ হবে।

[দুই জন প্রহরীর প্রবেশ ও মাণিকচাঁদকে লইয়া প্রস্থান।

মীরজাঃ। জনাব, নবাবের বদান্যতার উপর নির্ভর ক'রে নবাব-ভৃত্য নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করেছে। ভৃত্যের এরূপ কার্য্য বরাবরই মার্জ্জনা হয়েছে। অর্থদণ্ড ক'রে প্রাণবধের হুকুম মকুব করুন।

সিরাজ। কত অর্থ দিতে প্রস্তুত?

রাজবঃ। নবাবের যেরূপ আজ্ঞা।

সিরাজ। ভাল, তারে দরবারে আনয়ন করা হোক।

[রাজবল্লভের প্রস্থান।

মুঁসালা সাহেব, তোমার কি মত?

মুঁসা লা। নবাবের বিবেচনার উপর বাক্য কহিব, এমন সাহস রাখে না।

(মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের পুনঃ প্রবেশ)

মীরজাঃ। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের কথা রক্ষা করেছেন। আমরা অনুরোধ করায়, আপনার প্রাণদণ্ড মার্জ্জনা হয়েছে। কিন্তু কলিকাতা লুণ্ঠন দ্রব্যের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আপনি কত অর্থ দণ্ড দিতে প্রস্তুত?

মাণিক। আজ্ঞে এখনিই প্রস্তুত, এখনিই প্রস্তুত। পঞ্চাশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে এখনই প্রস্তুত।

করিম। চাচা, তোমার মাথাটার দাম কি লাখ্ টাকাও নয়?

মাণিক। এত টাকার আমার সঙ্গতি কোথায়?

রায়দুঃ। নবাব যা অর্থদণ্ড করেন, তা দিতে প্রস্তুত হোন, আপনার মঙ্গলের নিমিত্তই বলা হচ্ছে। জনাবের আজ্ঞা হোক।

সিরাজ। দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হও। মন্ত্রীবর্গের অনুরোধে তোমার দোষের অতি সামান্য দণ্ড প্রদান করলেম।

মাণিক। এত টাকা কোথায় পাবো—এর চেয়ে আমার প্রাণদণ্ড ভাল ছিল।

মীরজাঃ। রাজা, অবুঝ হবেন না। যদি সম্মত না হ'ন, আপনার সম্পত্তি নবাব গ্রহণ করবেন, প্রাণদণ্ডও মার্জ্জনা হবে না।

রাজবঃ। জনাব, আদেশ পেলে, আমি এই দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত।

সিরাজ। যান, অর্থপিশাচকে ল'য়ে যান।

[মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের প্রস্থান।

সিরাজ। ইংরাজের স্পর্দ্ধার কথা শুনেছেন, এখন কি কর্ত্তব্য ?

মীরজাঃ। জনাব, যখন রাজ্যের মঙ্গলার্থে সন্ধি স্থাপন হয়েছে, এ সময়ে সামান্য কারণে ইংরাজের সহিত বিবাদ উচিত নয়।

সিরাজ। কি, সামান্য কারণ ! রাজা শরণাগতকে রক্ষা কর্‌বেন না ?

মীরজাঃ। জনাব, যথাজ্ঞানে নিবেদন করেছি। আফগান আহম্মদ সাহ আবদালী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে সত্য, এক্ষণে ইংরাজের সহিত বিবাদ শ্রবণে প্রত্যাগমন কর্‌তে পারে ;—এক কালে দুই শত্রু করা যুক্তিযুক্ত নয়। বোধ হয় সমস্ত অমাত্যবর্গ আমার মতের অনুমোদন কর্‌বেন।

স্বরূপ। জনাব, খাঁ সাহেবের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত।

রায়দুঃ। অনর্থক ইংরাজের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রজার গুরুতর অমঙ্গল। জনাব প্রজারক্ষক, বিস্তর ক্ষতি স্বীকার ক'রে, প্রজার নিমিত্ত নিশা-যুদ্ধের পর আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপন করেছেন। সে সন্ধি ভঙ্গ এ পক্ষ হ'তে না হয়। সন্ধিভঙ্গ ইংরাজের দ্বারাই হোক, আফগান সৈন্যও দিল্লীতে প্রত্যাগমন করুক। দেখা যাক—ইংরাজের কতদূর বৃদ্ধি !

সিরাজ। আপনারা দরবার পরিত্যাগ ক'রে ক্ষণকাল কক্ষান্তরে অপেক্ষা করুন। (মুঁসা লার প্রতি) মুঁসা লা, যাবেন না; আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

[সিরাজ, মুঁসালা ও করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মুঁসা লা। (করিম চাচাকে লক্ষ্য করিয়া) জনাব, এঁর দরবারে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন অনুমান হয়?

সিরাজ। ইনি আপনাদের বন্ধু। মুঁসা লা, আপনি অতি ন্যায্য কথাই বলেছিলেন। আপনার কথামত ক্লাইবকে পত্র লেখা হয়, যে নানাজাতি লোক নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত আছে,—কয়েকজন ফরাসী নবাব-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সন্ধি ভঙ্গ হয় না। তাতে দুষ্ট ক্লাইব উত্তর দিয়েছে, যে যারা ইংরাজের শত্রু তারা নবাবের শত্রু হওয়া উচিত। ইংরাজের শত্রুকে যে আশ্রয় দেবে, সে ইংরাজের শত্রু। দরবারেও সকলের মত শ্রবণ করলেন।

মুঁসা লা। জনাব, বান্দা শুনলে, লেকেন জনাবের দরবারে সব জনাবের দুশমন, ইংরাজের সহিত সলা করিতেছে, এ কথা আমি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমরা নবাবী কার্য্যে থাকিলে, নবাবী ফৌজকে যুদ্ধ শিখাইলে, নবাবের পক্ষে লড়িলে, ইংরাজ হারিয়া যাইবে,—সেই জন্য হামাদিগকে তাড়াইতে চায়, হাল এই;—জনাব যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। ভাবিয়া দেখুন, কেহই নবাবী আজ্ঞা পালন করে না। নন্দকুমারকে হামাদের চন্দননগর রক্ষার্থে হুকুম দেন, মাণিকচাঁদকে বি পাঠান; কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজ পক্ষ হইতে আসিয়া সব খারাপি করিয়া দিল, কেউ আমাদের ওয়াস্তে অঙ্গুলি তুলিল না। যদ্যপি ফরাসী রাজ্যে কেহ এরূপ অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইত।

করিম। সাহেব এইটুকু যদি বুঝ্তে, তা'হলে পলুতায় ইংরাজের রসদ জোগাতে কি ?

মুঁসা লা। হাঁ সাহেব চুক হইল। ইউরোপে ইংরাজ আমাদের পড়সি, এক ধর্ম্ম মানে, তাহারা খানা বেগর মরে, দেখিতে পারিল না।

করিম। সাহেব, তোম্‌রা রং করেছ, না তোমাদের ঐ রকম সাদা রং ?

মুঁসা লা। এ কিরূপ প্রশ্ন ?

করিম। কেন সাহেব, এই ক'বছর ধ'রে তোমাদের মত সাদা রঙের ইংরেজ দেখে আস্‌ছি। তাদের এক জনের মুখেও তো শুনি নাই, যে তোমরা পড়সি, তোমাদের এক ধর্ম্ম ;—তোমাদের রং তো সমান দেখ্‌ছি, ব্যাভারটা এমন হলো কেন ?

সিরাজ। দেখুন মুঁসা লা, মন্ত্রীদের মন্ত্রণা আমরা সম্পূর্ণ অবগত। সেই নিমিত্তই বিবেচনা কচ্ছি, ইংরাজের সহিত সন্ধি ভঙ্গ না ক'রে কপট মন্ত্রীদের অগ্রে দমন করা যাক।

মুঁসা লা। জনাব, এখনি দমন করিয়া দেন, ইংরাজ ভয় পাইয়া যাইবে। ইহাদের দমন করিলে, আর কেহ ইংরাজের সাহায্য করিতে আগু হইবে না।

সিরাজ। মুঁসা লা, অমাত্যেরা সকলে সম্ভ্রান্ত, এদের কৌশলে দমন করা প্রয়োজন ;—নচেৎ একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে।

মুঁসা লা। জনাব, গোস্তাকি মাপ হয়,—কৌশল উহাদের সহিত চলিবে না। যতই কৌশল করিবেন, তলে তলে উহারা থাক্তি কৌশল করিবে।

করিম। সাহেব রং মেখেছ,—সাদা মুখে ওমন সরল কথা বেরোয় না! তোমরা ইংরাজের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলো, ওদের পারবে না।

এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দেওয়া, তোমাদের কর্ম্ম নয়।

মুঁসালা। সাহেব, আপনি অতি বিজ্ঞ। ইংরাজ-চরিত্র সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন। যদি আপনার মত নবাবী কার্য্যে দুই চারি আদমি থাকিত, আলিনগরের সন্ধি হইত না, ইংরাজ কলিকাতায় থাকিত না।

করিম। সাহেব, তা'হলে তোমাদেরও একটু প্যাঁচ পড়তো, চন্দননগর হ'তে রসদ বেচ্‌তেও পার্‌তে না। কিন্তু দেখ্‌লেম খালি রসদই বেচ'—প্যাঁচোয়া চাল তোমাদের আসে না;—তাহ'লে বল্‌তে—'এই আমাদের ফৌজ এলো বলে, এই আমরা কোলকাতা উড়িয়ে দেবো।' নবাবী আম্‌লাদের টাকা দিয়ে—থুড়ি, কতক দিয়ে কতক কব্‌লে হাত কর্‌তে, নবাবকেও একটু আধটু শাসাতে।

মুঁসালা। ও ইংরেজ পারে, আমরা লোক পারি না। আপনি ঠিক রাজমন্ত্রীর যোগ্য।

করিম। ঠিক বলেছ, আমি মন্ত্রী হ'লে যেমন ক'রে পারি, আগেই নবাবকে ফের মদ ধরাতুম।

মুঁসালা। না, না, ম'শায় আপনাকে আপনি খাটো করিতেছেন, আপনা হইতে এরূপ বুরা কাজ হইত না।

করিম। সাহেব বুরা কাজ কি? তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। বুড়ো আলিবর্দ্দীর আমলে মারহাট্টারা চারিদিকে ঘিরে ফেল্‌লে, সকলে শশব্যস্ত কি হয় কি হয়। আমাদের নবাব বাহাদুর দু'পেয়ালা মদ টেনে, ঘোড়ায় চড়ে ধাঁ ক'রে লড়াইয়ে লেগে গেলেন, মারহাট্টাগুলো পালাবার পথ পেলে না, এবারও ক্লাইব, রাত্রে আক্রমণ ক'রেছিল; নবাবকে যদি দু' পেয়ালা মদ খাইয়ে দিতে পার্‌তুম, তা'হলে কি

আর আলিনগরের সন্ধি হয়? জনাব দু'টী চোক লাল ক'রে হুকুম ঝাড়্তেন, ফোর্ট উইলিয়ম ওড়াও, কোলকাতাটা আস্‌মানে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে গিয়ে উঠ্তো। নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাব্‌ছেন এ করি কি ও করি! এই দু'নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচ প'ড়েছে।

মুঁসা লা। সাহেব, মদ খাইলে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়।

করিম। এঃ, তাইতে চন্দননগর খুইয়েছ। বিবেচনা ক'রে কবে, পৃথিবীতে কোন্ বড় কাজটা হয়েছে? তোমাদের ইতিহাসে শুনি, সিজার ঝড় তুফানে রুবিকান পার হয়েছিল, সেকেন্দর সা শত্রুর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে গে পড়্তো, হানিবল্ না কে ছিলো, শুন্‌তে পাই হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় আল্‌পস্ পর্ব্বত পেরিয়ে শত্রু জয় করেছিল,—আর চক্ষের উপর দেখ্লেম, ক্লাইব ছ'শো সৈন্য নিয়ে লাখ নবাবী সৈন্য ভেকো ক'রে ছেড়ে দিলে; এর কোন কাজটা বিবেচনার কাজ? আমাদের জনাব বিবেচনা কচ্ছেন, আর ভেতরে ভেতরে ইংরেজ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তত বিবেচনা না ক'রে হুকুম ঝাড়্লে, আর এক রকম হ'য়ে যেতো। সব দাঁতভাঙ্গা কেউটে গর্ত্তে সেঁধোতো।

সিরাজ। নাও, থামো করিম চাচা।

করিম। থাম্‌চি জনাব, পেটের কথা রাখ্তে পারিনে, মাপ হুকুম হয়। আলিবর্দ্দী সিংহাসনটী দিয়ে গেলেন, আর দিব্যি দিয়ে মদ ছাড়িয়ে, নবাবী রোকটী কেড়ে নিলেন। শত্রু যত বাড়্ছে, নবাবও তত জবুথবু হ'য়ে বিবেচনা কচ্ছেন। রোক ক'রে হুকুম ঝাড়্লে ধরপ্যাঁচ ওয়ার, যা হবার একটা হ'য়ে যেতো। মুঁসা লা, কি বল্‌ছিলে বলো।

মুঁসা লা। নবাব বাহাদুর, ইংরাজ সন্ধি রাখিবে না, নিশ্চয় জানিবেন। আমাদের ভয়ে একেবারে লড়াই করিতে তৈয়ারি হইতেছে না। আমাদের দূর করিতে পারিলে, সন্ধির কাগজটা ছেঁড়া কাগজের ধামায় রাখিয়া দিবে।

সিরাজ। আপনাদের পরিত্যাগ করবো না, আপনারা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত আজিমাবাদে গমন করুন। তথায় আপনাদের বন্দোবস্তের কোনরূপ ত্রুটি হবে না। দেখি ইংরাজ কিরূপ ব্যবহার করে; যে মুহূর্ত্তে মন্দ অভিসন্ধি বুঝবো, আপনাদের স্মরণ করবো।

মুঁসা লা। জনাব আমাদের আশ্রয়দাতা। ভাবিয়াছিলাম, জনাবের নিমিত্ত প্রাণপণ করিব;—আশা বিফল হইল। জনাবের আজ্ঞা মাথায় নিলাম, আজিমাবাদ যাইব। কিন্তু বান্দার একটী বাৎ স্মরণ রাখিবেন; বলিতেছেন সময়ে খবর দিবেন, কিন্তু সে সময় দূর নয়;—আমরা বিদায় হইলেই, ইংরাজের তোপ মুর্শিদাবাদে বজ্র আওয়াজ করিবে, বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা ইংরাজপক্ষে দাঁড়াইবে। জনাব, আর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না! সেলাম।

[মুঁসা লার প্রস্থান।

সিরাজ। করিম চাচা, ওয়াট্‌স্ আর ইংরাজের উকীলকে দরবারে নিয়ে আস্‌তে বলো, অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে দাও।

[করিমের প্রস্থান।

কৌশলে কৌশল দমন করা উচিত। ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে ওয়াটস্‌কে অপমান করেছি, ইংরাজ উকীলকে বিদায় দিয়েছি। মাতামহ, কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে!

(মীরজাফর প্রভৃতি অমাত্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

ফরাসীদের বিদায় দিলেম।

মীর জাঃ। অতি সৎযুক্তির কার্য্য হয়েছে।

(করিম, ইংরাজউকীল ও ওয়াট্‌সের পুনঃ প্রবেশ)

সিরাজ। আপনারা কি এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন ?

উকীল। হাঁ জনাব,—নবাবের উচ্চ মেজাজ আমরা সম্পূর্ণ অবগত ইংরাজের কসুরের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব, নবাব দয়াবান, মার্জ্জনা করিবেন—এই ভরসায় রাজগৃহ পরিত্যাগ করি নাই।

সিরাজ। উকীল সাহেব, আপনি নবাব-চরিত্র স্বরূপ অবগত। ওয়াট্‌স সাহেব, কর্ণেল ক্লাইবের উদ্ধত পত্রপাঠে আমাদের ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেই নিমিত্তই আপনাদের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করি। বিবেচনা করুন, ক্লাইব সাহেবের পত্রও সম্মানসূচক নয়।

উকীল। কদাচ নয়, কদাচ নয়! আমরা পরস্পরও এইরূপ বলাবলি করিতেছিলাম।

সিরাজ। আমাদের সন্ধি ভঙ্গ কর্‌বার কোনরূপে ইচ্ছা নয়। পত্রের মর্ম্মানুসারে ফরাসীদিগকে বিদায় দিলাম;—ওয়াটস্‌ সাহেব, এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করুন। কিন্তু যদি আপনারা সন্ধিভঙ্গ করেন, আমাদের অনন্যোপায় হ'য়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'তে হবে।

ওয়াটস্‌। জনাব, এখনি যাইয়া পত্র লিখিব—এখনি যাইয়া পত্র লিখিব। আমরা বণিক, আমরা সন্ধিভঙ্গ করিব, এরূপ বিবেচনা কখনই করিবেন না।

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ, দাওয়ানখানায় আজ্ঞা দাও,—ওয়াটস্ সাহেবের উপযুক্ত খেলাৎ কাশিমবাজারে প্রেরিত হোক। আপনারা আসুন,—ইংরাজের সহিত সৌহার্দ্দ রাখা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

ওয়াটস্। অবশ্য—অবশ্য, জনাবের অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা একদণ্ডও বাঙ্গ্লায় থাকিতে পারিতাম না। (স্বগত) Dastardly villain!

[ইংরাজদ্বয়ের প্রস্থান।

সিরাজ। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, ফরাসীদিগের বিতাড়িত কর্‌বার নিমিত্ত, ইংরাজ কত অর্থ দিতে সম্মত হয়েছে?

জগৎ। জনাব, ফরাসী সম্বন্ধে তো আমার মতামত কখন শোনেন নাই, তবে কি নিমিত্ত এরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

সিরাজ। না স্বয়ং মতামত প্রকাশ করেন নাই, এই সব উকীলের দ্বারায় প্রকাশ করেছেন।

জগৎ। জনাব, বান্দার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হচ্ছে।

সিরাজ। অন্যায় ব্যবহার! বৃদ্ধ সয়তান, তোমাদের মন্তব্য কি আমরা অবগত নই বিবেচনা করো? একবার তোমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হয়েছিল, বোধ হয় পুনর্ব্বার সে আজ্ঞা প্রদান ক'র্‌তে বাধ্য হব।

মীর জাঃ। জনাব, রাজমন্ত্রীরা সুমন্ত্রণা প্রদান করে। এ দরবারে মন্ত্রণা প্রদান অতি কঠিন কার্য্য।

সিরাজ। তবে অবসর গ্রহণ করুন। যাঁর যাঁর কঠিন বিবেচনা হয়, অবসর গ্রহণ করুন। এখন আর সকতজঙ্গ সজ্জিত নয়, যে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে নবাবকে দমিত কর্‌বেন। ইংরেজের সহিত সন্ধি স্থাপনা আপনাদের মন্তব্য প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম;—মন্তব্য মত কার্য্য

হলো! এ পর্য্যন্ত বরাবর সুমন্ত্রণা প্রদান কচ্ছেন। যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে কলিকাতায় ল'য়ে গেলেন। আপনি সেনাপতি ছিলেন, একবারও তত্ত্ব লন নাই, যে নবাব কোথায়! রজনীতে প্রান্তরে বৃক্ষতলায় অবস্থান করি। বল্‌তে পারেন, ক্ষুদ্র ছয়শত নাবিক সৈন্য ল'য়ে কি সাহসে ক্লাইব নিশাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো? যাক্— বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, অবসর গ্রহণের ইচ্ছা অবসর গ্রহণ করুন। অন্তরের ছুরী কাহারো লুকাইত নাই। আমরা নিজ সহিষ্ণুতায় আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। অনেক সহ্য করেছি, এর পর কি হয় জানি না! সকলে স্বস্থানে গমন করুন।

[করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সিরাজ। শঠ মন্ত্রীগণকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, দণ্ড দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যাই হোক সকলকে কারারুদ্ধ কর্‌বো,—আর মাতামহীর অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বো না। করিম, মীরমদন-মোহন-লালকে প্রেরণ করো। কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করাই উচিত ছিল, একে একে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

করিম। জনাব, ঐ যে বেগম-মহিষী আস্‌ছেন। বুঝি জনাবকে মীর-জাফরের হাতে হাতে স'প্‌বেন। আহা আম্‌লারা যে চ'লে গেল, তা না হ'লে একে একে সকলের হাতে হাতে স'প্‌তেন।

[করিমের প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ)

বেগম। সিরাজ কি কর্‌লে? পুরাতন অমাত্যসকলকে এককালে শত্রু ক'র্‌লে? ক্রোধান্বিত হ'লে তুমি হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হও!

সিরাজ। মাতামহী, বিশ্বাসঘাতকের ছুরী আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ

না ক'র্‌লে কি শঠ অমাত্যগণের পরিচয় পাবেন না! আপনার অনুরোধে মীরজাফরকে সেনাপতি ক'রে কলিকাতায় যুদ্ধে গমন করি। যদি মীরমদন সে যুদ্ধে উপস্থিত না থাক্‌তো, বোধ হয় ইংরাজ-দুর্গে তোমার দৌহিত্র বন্দীভাবে অবস্থান ক'র্‌তো। ইংরাজের দূত, নিত্য নবাব-অমাত্যের সহিত মুর্শিদাবাদে এসে পরামর্শ করে—কিসে সিংহাসনচ্যুত হই—দিবারাত্র এই পরামর্শ! এখনো কি আপনার ইচ্ছা যে এই সকল শঠ মন্ত্রীকে প্রশ্রয় দিই! ইংরাজ বিতাড়িত হয়েছিল; কার উৎসাহে তারা পুনর্ব্বার বাঙ্গ-লায় উপস্থিত হয়েছে? কাদের উপদেশে মাণিকচাঁদ ইংরাজকে দুর্গ অর্পণ ক'রে, মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিল? কার পরামর্শে নবাবী আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, নন্দকুমার ফরাসীর সাহায্যে প্রেরিত হ'য়ে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই? কোন্ সাহসে বাণিজ্যো-পজীবী, কোর্ত্তাটুপি মাত্র সম্বল ল'য়ে, পুনঃ পুনঃ নবাবকে ভয় প্রদর্শন করে,—পুনঃ পুনঃ সন্ধিভঙ্গের সুযোগ অনুসন্ধান করে? এখনো কি বোঝেন নাই, যে শঠ কর্ম্মচারীরা সকল অনিষ্টের মূল! আপনি বার বার তিরস্কার করেন, যে নীচ ব্যক্তিদের আমি উচ্চ-পদে স্থাপন করেছি। যে সকল মহৎ কর্ম্মচারীদের উপর কার্য্য-ভার অর্পিত, তাদের বিশেষ যত্নেই আমার প্রধান শত্রু ইংরাজ প্রবল;—সকতজঙ্গকেও এই সকল মন্ত্রী উৎসাহ প্রদান করেছিল। কিন্তু নীচ কর্ম্মচারী মোহনলালের ব্যবহার শুনুন। যখন মোহন-লালকে পূর্ণিয়ার আধিপত্য প্রদান করি, সে বিনীতভাবে আমার নিকট নিবেদন করে,—পূর্ণিয়ার অধিকার অপরকে প্রদান করুন,—আমায় বাঙ্গ্‌লায় স্থান দেন, নচেৎ অমঙ্গল ঘট্‌বার সম্ভাবনা। কার্য্যে তাহা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে! এখন মোহনলালের ন্যায়

বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, এই সকল কপটাচারীকে কি রাজকার্য্যে স্থান দিতে আজ্ঞা করেন?

বেগম। বৎস, সকল কর্ম্মচারীরা অর্থবল জনবল সম্পন্ন। স্বর্গীয় নবাব বিনয়ে এদের বশীভূত রেখেছিলেন। তোমারও সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল। যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা হয় করো। বার বার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার উচিত নয়। আমার এই-মাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, নিরাপদে রাজ-সিংহাসন ভোগ করো;—আমি তোমায় নিরাপদ দেখে, বৃদ্ধের পার্শ্বে কবরশায়িণী হই।

সিরাজ। মাতামহী, নিরাপদ! বাঙ্গলায় রাজমুকুট ধারণ ক'রে নিরাপদ? শঠ মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হ'য়ে নিরাপদ? সে আশা আর আমার নাই! কণ্টকপূর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করা অবধি, আমি বিপদ-সাগরে নিমগ্ন!

(লুৎফউন্নিসার প্রবেশ)

লুৎফ। জনাব— জনাব—চলো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই। চলো, কোন নির্জ্জন কুটীরে গিয়ে আমরা অবস্থান করি। সেইখানে তোমায় হৃদয়ের নবাব ক'রে পূজা করবো। বাঙ্গলার সিংহাসন পরিত্যাগ করো, চলো। আমরা প্রেমের রাজ্য স্থাপন করি;—এ কুটীল রাজ্য পরিত্যাগ করো, তোমার সরল হৃদয় কুটীলের সংঘর্ষে দিন দিন মলিন হচ্ছে। দাসীর অনুরোধ রক্ষা করো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই!

সিরাজ। কি প্রয়োজন নাই লুৎফউন্নিসা! যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ করতেম, তা হ'লে ছার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তোমার সহিত নির্জ্জনে বাস করতেম। কিন্তু রাজ্যের সহিত আমার উপর

গুরুভার স্থাপিত। মাতামহ মৃত্যুশয্যায় আমার মস্তকে গুরুভার অর্পণ করেছেন ;—প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপর, নবাব-বংশের মর্য্যাদা রক্ষার ভার আমার উপর, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ শান্তি স্থাপনের ভার আমার উপর, বিদেশী দস্যুর হস্ত হ'তে প্রজারক্ষা করার ভার আমার উপর, এ সমস্ত ভার তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমি গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে পরিত্যাগ কর্‌বো? তুমি আমার সেই গুরুভারের অংশী, সহাস্যবদনে আমায় উৎসাহ প্রদান করো ;—নচেৎ আমি রাজকার্য্য বিস্মৃত হবো। অন্তঃপুরে চলো, কুটীল রাজ-দরবার তোমাদের স্থান নয়।

[বেগম, লুৎফউন্নিসা ও সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের বৈঠকখানা।

নর্ত্তকীগণের গীত।

পঞ্চম হানে কোয়েলা।
থর থর জর জর বিরহী অন্তর,
স্মরশর-কাতরা কুলবালা॥
ব্যঙ্গে রঙ্গে হাসে কুসুম-কলি,
ঢলি ঢলি, মলয় অনিলে,
অলিকুল-গুঞ্জন গঞ্জন, দহিতে কামিনী-মন
অরিগণ মিলে ;
গরল বাতি, জ্বালে চাঁদিনী রাতি,
লাঞ্ছনা, বেদনা, যাতনা পিরীতি ;
ছলনা, কামিনী, কোমল প্রাণ-দলনা
আশে ভাসে বিভোলা॥

(মীরজাফর, রায়দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, মীরণ ও মাণিকচাঁদের প্রবেশ)

জগৎ। তোমরা বিশ্রাম করো।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মীরণ, তুমি সতর্ক হ'য়ে দেখো, নবাবের কোন গুপ্তচর এদিক ওদিক না থাকে।

[মীরণের প্রস্থান।

রায়দুঃ। আমরা একত্রিত হয়েছি, এ সংবাদ নবাব অবশ্যই পাবে।

জগৎ। আমি সেই নিমিত্তই রটনা করেছি, যে আমার দৌহিত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন।

রাজবঃ। একত্রিত হই আর না হই নবাবের সন্দেহ দূর হবে না। যা হবার তা হয়েছে, অধিক কি হবে। সহসা বল প্রকাশ কর্‌তে সাহসী হবে না. অধিকাংশ সেনানায়কেরা আমাদের অর্থে বশীভূত।

মাণিক। ও সকল চিন্তার অনেক সময় আছে, শুনুন; সাহেবের মন্তব্য, আমি ক্লাইবের নিকট প্রস্তাব করেছিলেম,—ক্লাইব সম্পূর্ণ সম্মত। এই খসড়া পত্র কাশিমবাজারের ওয়াটস্ সাহেবের নিকট পাঠিয়েছে। তিনি বলেন,—"আমরা মীরজাফর খাঁকে সিংহাসন প্রদান কর্‌লে, তিনি আমাদের কত অর্থ প্রদান কর্‌বেন? আমরা অর্থহীন বণিক। যুদ্ধে বিস্তর অর্থ ব্যয় হবে, তারপর, জয় পরাজয় কে জানে, আমাদের সমূলে উচ্ছেদ হওয়া সম্ভাবনা;—কিছু প্রত্যাশা না থাকলে, আমরা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত কেন হব? নবাব সন্ধি ভঙ্গে ইচ্ছুক নয়;--বিনা কারণে সন্ধি ভঙ্গ ক'রে, আমরা কেন বিপদ আহ্বান করবো? আমরা জয়ী হ'লে মীরজাফর খাঁ

সিংহাসন পাবেন, রাজকোষও তাঁর হস্তগত হবে, আমরা সেই অর্থের অংশ প্রার্থী।" এই সন্ধি পত্রের খসড়া দেখুন, তাঁর মনোগত ভাব অবগত হবেন।

[সন্ধিপত্র মীরজাফরকে প্রদান।

মর্ম্ম এই,—ফরাসীদের উচ্ছেদ করা, ইংরাজ যা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তজ্জন্য এককোটী টাকা প্রদান, দেশীয় ও ইংরাজ প্রজার ক্ষতিপূরণে সত্তর লক্ষ টাকা, আর্ম্মাণীগণের ক্ষতিপূরণে পাঁচ লক্ষ টাকা, কলিকাতার বাহিরে কতক জমী ও কলিকাতার দক্ষিণ কুলপি পর্য্যন্ত ইংরাজকে জমিদারী প্রদান।

মীরজাঃ। (পাঠান্তে) সন্ধিপত্রের মর্ম্ম, রাজা মাণিকচাঁদ স্বরূপ বলেছেন। আমরা কি সম্মত হব?

সকলে। নিশ্চয়, এ দৌরাত্ম্য সহ্য হয় না।

(করিম চাচার প্রবেশ)

মীরজাঃ। এ কি, করিম চাচা এখানে কেন!

করিম। কেন চাচা, সকতজঙ্গকে গদী দিতে গিয়েছিলে, আমি এক পাশে পড়ে আছি, তাতে ক্ষতি কি? আমার এখানে আস্‌বার বড় দরকার নাই, তবে রায়দুর্ল্ভ চাচার নুন খেয়েছি, উনি গালে হাত দিয়ে, মুখটী চুণ ক'রে বলেছিলেন, "নবাবের ভাবটা কি বল্‌তে পারো," তাই বল্‌তে এলুম, ভয় নাই।

রায়দুঃ। চাচা, কিসে জান্‌লে—কিসে জান্‌লে?

করিম। নবাব, বুড়ো মাতামহর কথা মনে ক'রে, আর বুড়ী বেগমের অনুরোধে, বার বার মাপ করেছে, এবারও মাপ করবে। যখন দরবার বসেছিল, মীরমদন গোলন্দাজ নিয়ে তোয়ের ছিল জেনো; নবাবের একটু ইসারা পেলে, আর কেউ বাড়ী ফিরতে না।

তোমরা যত গাঁট পাকাচ্ছ, নবাব তত গাঁট পাকালে অমন তোড়া তোড়া বুলি ঝাড়তো না, আঁধার রেতে তোপের মুখেই কথা কইতো। বাবা, রাগলেই তো গর্দ্দানা নিতে চায়, ক'টা গর্দ্দানা নিয়েছ বলো? যদি গর্দ্দানা নিতো, তা'হলে এতদিন কন্ধকাটা হ'য়ে পরামর্শ আঁটতে হতো। চাচা, একটা কথা বলি শোনো;—কালকের ছোঁড়া, মাতামহর আদরে আদরেই বেড়িয়েছে, তোমাদের প্রবীণ ছক্কাবাজির মধ্যে এখনো সেঁধোয় নাই। রাগে দু' কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে;—এই দু' নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজতে বসেছে। যদি তেরিয়া হ'য়েই চল্‌তো, যাহোক চোট্‌ পাট্‌ একদিক দিয়ে এক রকম হয়ে যেতো। আর যদি নরমের উপর দিয়েই চলতো, কেউ না কেউ দয়া কর্‌তে। এ ছোঁড়া পায়ে ধর্‌লেও পাজী, আর কড়া হ'লে তো পাজীর পাজী।

মাণিক। আহা! কি সদাশয় নবাবই চিনেছ? হোসেনকুলি—ওর শিক্ষক ছিল—তারেই রাস্তায় ধ'রে কেটে ফেললে।

করিম। চাচা, সকলের তোমার মত বরদাস্ত নয়! "আলেফ-বে-তে-সে" পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে মা-মাসীর মাঝে গিয়ে বস্‌বেন, বেকুফ নবাব, বরদাস্ত কর্‌তে পারে নাই। সকলের তো তোমার মত দেল দরিয়া মেজাজ নয়।

মীরজাঃ। কি বলছ করিম! ফৈজি, আহা অবলা স্ত্রীলোক, তারে দেওয়াল গেঁথে মেরে ফেললে! এমন নিষ্ঠুরও জন্মায়!

করিম। চাচা, তোমার কি কোমল প্রাণ! দেখছি তুমি চাচীর পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পারো। আগে যদি জান্‌তেম, ফৈজি বেটীকে তোমার সঙ্গে নিকে করিয়ে দিতেম।

চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও। ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল। চক্ষের উপর জোড়া-গাঁথা দেখ্‌লে, তার উপর ফৈজী বেটী মেছুনীর অধম 'মা' তুলে গাল দিলে, নবাব বাচ্ছা, অত বেঈমানি বরদাস্ত হবে। কেন? ও তো ছোঁড়া বয়সে দ্যাল গেথে মেরেছে, তুমি হ'লে এই বুড়ো বয়সে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে। কাঙ্গালের একটা কথা কাণে তোলো, ঠিকঠাক খয়ের খাঁ হ'য়ে ছোঁড়াটাকে চালিয়ে নাও।

রায়দুঃ। তারপর আমাদের হ'য়ে মুণ্ডুটা দেবে কিনা?

করিম। তা তো চাচা, দশমুণ্ড রাবণ হ'লেও পার্‌তেম না! তোমরা যে ক'জনে জোটপাট করো, দশটা মাথায় অাঁট্‌তো না তো বাবা!

রায়দুঃ। নাও, পাগ্‌লামো করো না।

করিম। চাচা, তোমার নুন খেয়েছি, কথাটা শুনে নাও;—যে যার সব স্বার্থ তো টেঁকে আছো, আখেরে কতটা টেঁক্‌বে, তা একবার ভাব্‌ছ কি? মীরজাফর চাচা তো গদীতে বস্‌বেন,—নবাবটা উৎসন্ন গেলেই তো রায়দুর্লভ চাচার মনের কাঁটা উঠলো,—মোহনলাল বাঙ্গালী, তার দম্ভ সচ্ছে না,—যখন কটা চোখ রাঙ্গিয়ে গড্‌ ড্যাম কর্‌বে, তখন সইবে তো—দেখো? শেঠ চাচা, নবাবই যেন টাকা চায়, গোরার বাচ্ছা টাকার মুখ দেখে না, কেমন? বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে টাকা কুড়ুতে এসেছে, নবাবকেই দাব্‌ড়ি লাগাচ্ছে, এ সব কথা একবার ভেবো।

রায়দুঃ। চুপ করো। (মীরজাফরের প্রতি) খাঁ সাহেব আর বিলম্ব কর্‌বেন না, ক্লাইব যা বলে, আপনি সম্মত হোন। এ দুরন্ত নবাবের হাতে ত্রাণ কর্‌তে একমাত্র বলবান ইংরাজই সক্ষম। ইংরাজ ব্যতীত আর আমাদের উপায় নাই।

করিম। ভ্যালো মোর বাপরে—চাচারে—কি পরামর্শই এঁটেছ! তোমাদের হ'য়ে গর্দ্দানা দিক ইংরাজ, তারপর মীরজাফর চাচা নবাবী তক্তায় ব'সে চণ্ডু টানুন, রায়দুর্লভ চাচা মন্ত্রী হোন, রাজবল্লভ চাচা আর একটা ঢাকা খুঁজে নেন, বাগে পান আর একটা ঘসেটী বেগম খাড়া কর্‌বেন, আর জগৎশেঠ চাচারা টাকা সুদে খাটান! চাচা, বিদেশী বঁধুরে প্রাণ সঁপো না। চাচা, ভাবছো গর্দ্দানা দেবে ইংরেজ, আর নবাবী কর্‌বে তোমরা! সাদা চেহারা চেন না, শেষ পস্‌তাবে; ওরা খুব দাওবাজ, ওদের কাছে কারও দাঁও চল্‌বে না। চাচা, তোমরা চাল-চলনে মানুষ চেন না? আলিবর্দ্দী, বর্গির ভয়ে সকল জমীদারদের ফৌজ বাড়াতে বলেছিল, ইংরাজ তোফা কোল্‌কাতা গের্দ্দো ক'রে নিলে। বল্‌তে বলে ব্যবসায়ী কুঠি, কিন্তু ওদের কুঠির মত ক'টা নবাবী কেল্লা আছে বল? কত বড় ধড়িবাজ,—উমিচাঁদকে কয়েদ কর্‌লে, পরিবারবর্গ একগাড়ে গেল, টাকা লুট কর্‌লে,—আবার তাকেই প্রাণের দোস্ত করে নেছে! তোমরাও পরম দোস্ত ভাব্‌ছ। চাচা, চোখ চেয়ে কাজ ক'রো।

মীরমাঃ। আচ্ছা শুনিনা, তোমার কি পরামর্শ?

করিম। কেন চাচা পরামর্শ তো পড়ে রয়েছে। সোজা পথে চলো, নবাবের খয়ের খাঁ হও, মুখে একখানা পেটে একখানা নয়। আর বাঁকা পথে চল্‌তে চাও, তাও তলে তলে যোগাড় করো। সৈন্য সামন্ত যোগাড় ক'রে, কোমর বেঁধে আপ্‌নারা লেগে যাও, এক হাত বরাত ঠুকে দেখো। কিন্তু চাচা, ইংরেজের কোটের ল্যাজ ধর্‌লে, একূল ওকূল দু'কূল যাবে। দুধ দিয়ে ঘরের ভেতর কাল সাপের ঝাঁক পুষো না, সকলে মিলে ওদের আগে উচ্ছেদ করো।

মীরজাঃ। তারপর আমরা কোমর বেঁধে লাগ্‌বো। টাকার সরবরাহ কে কর্‌বে চাচা?

করিম। চাচা, পরিজান সরবরা কর্‌বে। ঘসেটীবেগম অনেক মাল সরিয়েছে, নবাব জোর সিকি পেয়েছে, সে মাল তোমাদের হাতে লাগ্‌বে,—জলের মত খরচ ক'রো,—আর শেঠজি, এক বছরের সুদের মায়া রেখো না। কিন্তু চাচা, ছাতি তোমাদের করতে হবে।

রায়দুঃ। নাও, এখন যাও।

করিম। যাচ্ছি বাবা, আর একটা কথা শোনো।

রায়দুঃ। কি বল্‌ছ?

করিম। চাচা, মুসলমানেরা তো বরাবর নবাবী নিয়ে আপনা আপনি কাটাকাটি করে, এবারও না হয় কচ্ছে। কিন্তু চাচা, হিন্দুর সুবিধা মত নবাব তো এ নবাব ব্যাটার মত কেউ হয় নি,—সব বড় বড় কাজই হিন্দুর! তা চাচা তোমরা কেন বিরূপ বল দেখি?

রায়দুঃ। চাচা, তুমিও তো দরবারে যাও! নবাবের খামখেয়ালি চেহারা তো দেখেছ। রাজা মাণিকচাঁদের গর্দ্দানা যেতে যেতে র'য়ে গেছে, দশ লাখ টাকা দিয়ে ছাড়ান পেয়েছেন; শেঠজীও গুরুবলে আজ মাথা বাঁচিয়েছেন। অপমান তো কথায় কথায়, কথায় কথায় কাজে জবাব! ভগবানকে ডেকে দরবারে প্রবেশ কর্‌তে হয়, আর ভগবানকে ডেকে দরবার থেকে বেরুই,—ভাবি আজ্‌কের দিন ভগবান রক্ষা করেছেন। তোমার কি ব'লনা, গাজা-গুলি খেয়ে বেশ আছ।

করিম। চাচা, এটা কি নবাবের দোষে না তোমাদের মনের দোষে—এটা একবার ভাল ক'রে দেখেছ কি? কই মোহনলাল প্রভৃতিকে তো ওমন দুর্গা নাম জ'পে দরবারে যেতে আস্‌তে দেখি নি?

জগৎ। নিন, রাত্রি হয়েছে. আর ভাব্‌ছেন কি ? আপনি সম্মত হ'ন ! আসুন আমরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করি।

মীরজাঃ। বিস্তর টাকা চায়—বিস্তর টাকা চায় !

জগৎ। উপায় নাই। ভাব্‌বেন না, আপনি গদীতে বস্‌লে তো টাকা দেবেন ? নবাব-ভাণ্ডারে টাকার অভাব নাই।

করিম। (স্বগত) চাচা কিছু বুঝ্‌লে ? কি বল চ বাবা কামিনীকান্ত ? চাচা তুমি এমন বেল্লিক কেন ? বাঙ্গালীর নাম রাখা চাই নি ! কি রকম--কি রকম প্রাণ কামিনী ? আর কি রকম কি ! বাঙ্গালী আপনার ভালই খুঁজ্‌বে—এইটে চাচা ভেবেছ ! বটে বটে চাঁদ-কামিনী, একটা চুমো দাও। কি বল—নাম রাখা চাই—কেমন ? —হুঁ—জুতো টুতো খাওয়া ? চাই বই কি ! অন্নাভাবে মরা ? বুঝেছি, হৃদয়েশ্বরী হৃদয়ে এসো।

[করিমের প্রস্থান।

(মীরণের প্রবেশ)

মীরণ। সতর্ক হোন—সতর্ক হোন ! মোহনলাল মীরমদন আস্‌ছে।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ !

রায়দুঃ। দুর্গা দুর্গা ! বুঝি গ্রেপ্তার কর্‌তে পাঠিয়েছে।

(মোহনলাল ও মীরমদনের প্রবেশ)

জগৎ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আমার সৌভাগ্য।

মোহন। মহাশয়, সকলেই উপস্থিত আছেন, আমাদের একটী নিবেদন শুনুন। সকলে নবাবকে মার্জ্জনা করুন।

সকলে। এ কি কথা—এ কি কথা ?

মোহন। আমার আবেদন আগে শুনুন। মহারাজ রায়দুর্লভ, লোক পরম্পরায় শুনি, যে নবাব আমার উচ্চপদ প্রদানে আপনি অসন্তুষ্ট।

রায় দুঃ। সে কি রাজা মোহনলাল, আপনি যোগ্য লোক।

মোহন। মহাশয়, আমি বিনীতভাবে নিবেদন কচ্ছি, আপনাদের পদ আপনারা গ্রহণ করুন। স্বরূপ বল্‌ছি আমরা বাঙ্গলা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এইমাত্র আপনারা স্বীকার করুন, যে সকলে নবাবকে রক্ষা করবেন। কার্য্যের অনুরোধে যদি আমার কিছু ত্রুটি হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন। আমি দেশত্যাগ ক'রে যেতে প্রস্তুত—এর অধিক কি আর দণ্ড গ্রহণ করবো। কিন্তু নবাবকে রক্ষা করুন, আর বিদেশী ফিরিঙ্গির সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে, নবাবকে বিপদ্‌গ্রস্ত করবেন না।

রায়দুঃ। রাজা মোহনলাল, আমরা বিদ্রোহী নই, আমরা রাজভক্ত প্রজা। আপনি অকারণ আমাদের প্রতি দোষারোপ কচ্ছেন।

মীরমঃ। মহারাজ, সেইটিই প্রার্থনীয়। বাঙ্গলার নবাব-বল প্রবল হোক, অপর বল খর্ব্ব হোক; আমরা অতি সরলভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত। আমিও মোহনলালের ন্যায় সেনানায়কত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। খাঁ সাহেবের পদ খাঁ সাহেব গ্রহণ করুন। আপনাদের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই। আপনারা স্বর্গীয় নবাবের সিংহাসনের স্তম্ভ স্বরূপ। নবাব বিপজ্জালে পতিত হ'য়ে, যৌবন-সুলভ চপলতায়, সর্ব্বদা মতি স্থির রাখতে পারেন না,—কখনো কখনো দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে সমস্ত আপনাদের মার্জ্জনীয়।

মোহন। মহারাজগণ, খাঁ সাহেব, শেঠজি,—ইংরাজ দূত সদা সর্ব্বদা আপনাদের নিকট আসে, আপনাদের মন্ত্রণাও আমরা অবগত। কিন্তু ক্ষান্ত হোন। আমরা যদি আপনাদের বিদ্বেষের কারণ হই, স্বরূপ বলছি, এই দণ্ডেই আমরা দেশত্যাগ করতে প্রস্তুত। ভূত-

পূর্ব্ব নবাবের রাজ্য রক্ষার্থে যেরূপ যত্নশীল ছিলেন, সেইরূপ যত্নশীল হোন। কার্য্যস্থলে, আমাদের অপরাধে নবাবকে অপরাধী করবেন না; বাঙ্গলার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হবেন না।

জগৎ। রাজা মোহনলাল, দেখ্‌চি আমার নিজ আবাসেও আমার অধিকার নাই, এখানেও আপনাদের অধিকার। আমার গৃহে আমার আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি গুরুতর দোষারোপ কচ্ছেন।

মোহন। মহাশয়, দেখছি সরল কথা সরলভাবে গ্রহণ করতে, আপনারা অক্ষম। ভাব্‌বেন না, ভয় বশতঃ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। বাঙ্গ্‌লার মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলেম। নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে যদি আপনারা প্রস্তুত থাকেন, জান্‌বেন, আমরাও নবাবকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

মীরমঃ। মহাশয়, কোনও প্রকার ছলনা আমাদের হৃদয়ে নাই। আমাদের অন্তরের ভাব বুঝুন;- প্রতিপালক, উচ্চপদদাতা, মর্য্যাদাদাতা নবাবের মঙ্গল কামনা একমাত্র আমাদের অভিপ্রায়। আসুন সরলভাবে আমরা কথা কই। যে শপথ করতে বলেন, আমরা সেই শপথ করতে প্রস্তুত, কি কার্য্যে আমাদের উপর আপনাদের প্রত্যয় জন্মায় বলুন, আমরা সেই কার্য্যে এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত। কেবল নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, এইমাত্র প্রতিশ্রুত হোন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাল্যকালে নবাবকে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, পূর্ব্বস্নেহ কেন বর্জ্জন কচ্ছেন? ইংরাজকে কি নিমিত্ত বন্ধু বিবেচনা কচ্ছেন? ইংরাজ বাঙ্গলায় আসায়, বঙ্গভূমির যে বিশেষ ক্ষতি, তা কি বিবেচনা করেন না? আপনাদের জন্মভূমি হ'তে অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্বদেশে প্রেরণ কচ্ছে, রাজার ন্যায় বঙ্গ-

ভূমি অধিকার কচ্ছে, বাঁটা প্রদান না ক'রে টাকা মুদ্রাঙ্কণ কচ্ছে, শুল্ক প্রদান করে না, ইংরাজের যা লাভ, সমস্তই বঙ্গবাসীর ক্ষতি ;—এ সকল কেন বিবেচনা কচ্ছেন না ?

মোহন। নবাব যদি দোষী হন, বৃদ্ধা নবাব-বেগমের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন। বৃদ্ধ নবাব আপনাদের হস্তে তাঁর পালিত পুত্রকে অর্পণ ক'রে গেছেন ; প্রতিপালক বৃদ্ধের মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ বিস্মৃত হবেন না।

মীরজাঃ। দেখ্ছি আপনারা উপদেশ প্রদানে যথেষ্ট পটু। বল্ছেন, আপনারা বাঙ্গ্লা পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবেন. কিন্তু কার্য্যে আমাদেরই বাঙ্গ্লা পরিত্যাগ কর্তে হবে। কোনরূপ ভদ্রতার আবরণ রেখে আপনারা কথাবার্ত্তা কচ্ছেন না, বিদ্রোহী অপবাদ দিয়ে কুবচন বল্ছেন। শেঠজি, আমায় এ স্থান পরিত্যাগ কর্তে হলো।

জগৎ। আমারও আবাস পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।

মোহন। বুঝ্লেম, আপনারা কৃতসঙ্কল্প ! কিন্তু অত দম্ভ কর্বেন না। ইংরাজের দাসত্ব আপনাদের অভিপ্রেত হয়, হোক্. তাতে রাজ-ভক্ত—স্বদেশভক্ত, ক্ষতি বিবেচনা করে না। যদি প্রকাশ্যে শত্রুতা কর্তেন, তা'হলেও আপনাদের কতক মনুষ্যত্ব বুঝ্তেম। আপনারা নিতান্ত মনুষ্যত্ব হীন, বাঙ্গ্লা রাজ্যে উচ্চপদের যোগ্য নন ; ফিরিঙ্গির দাসত্বের যোগ্য, দাসত্ব করুনগে।

রায়দুঃ। মীরমদন সাহেব, আপনি কিছু বল্তে প্রস্তুত নন ?

মীরমঃ। মহারাজ, এখনো, ইতিপূর্ব্বে যা নিবেদন করেছি, সেই আমার নিবেদন। সরল কথায় আপনারা রুষ্ট হচ্ছেন, আমরা চল্লেম। মহারাজ, আমাদের কিছু ক্ষতি হবে না ; বোধ হয়

আমাদের সুদিন উপস্থিত। নবাব-কার্য্যে, দেশের কার্য্যে যদি প্রাণত্যাগ করবার সুযোগ হয়, সে সুযোগ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। নিশ্চয় জান্‌বেন, বাঙ্‌লার দুর্দ্দশা আমরা দেখ্‌বো না। কিন্তু জান্‌বেন যেরূপ বীজ বপন কচ্ছেন, ফলভোগী সেইরূপ হবেন। এসো মোহনলাল—

[উভয়ের প্রস্থান

রায় দুঃ। অহঙ্কার দেখেছেন—অহঙ্কার দেখেছেন—

মীর জাঃ। অসহ্য—

জগৎ। শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করুন। আর বিলম্ব নয়, আসুন আমরা সকলে স্বাক্ষর ক'রে সন্ধিপত্র প্রেরণ করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ ঘসেটী বেগমের কক্ষ।

ঘসেটী বেগম ও জহরা।

জহরা। তোমার অর্থ আমি অপব্যয় করি নি, তোমার অর্থে সেনা সঞ্চয় করেছি। ইংরাজ-সৈন্যকে দেবার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ ল'য়ে আমি এখনি মীরজাফরের নিকট যাবো। রাজ্যে রাজা প্রজা, আমীর ওম্‌রাও—সকলে বিরূপ।

ঘসেটী। না না—তুমি কি বল্‌ছ? দুরন্ত মোহনলাল, মীরমদন থাক্‌তে আমার শঙ্কা দূর হয় না। অনেকেই সিরাজের পক্ষ; শুন্‌ছি, রাণী ভবানীর সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করবার মত নাই,—সে এক

জন রাজ্যের প্রধান, তার অনেক লোক বল। আর রাজা-প্রজা সকলেই বা সিরাজের বিপক্ষ হবে কেন?

জহরা। তুমি জান না—জান না, তবে আর ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? তবে আর তোমার নিকট সিরাজের মোহরাঙ্কিত কাগজ নিয়েছি কেন? রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে সিরাজের মোহরাঙ্কিত প্রেমলিপি দিয়েছি, সিরাজের তস্‌বীর তাকে দিয়ে এসেছি, তারা প্রাণত্যাগ কর্‌তে চেয়েছে; রাণী ভবানী আর সিরাজের পক্ষ নয়। রাজা, প্রজা—সকলের ঘরে, ঐরূপ সিরাজের মোহর-অঙ্কিত কাগজ দেখিয়েছি। তাতে লেখা আছে, যে সিরাজ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে, যে তার পাপ-তৃষা নিবারণ জন্য কুল-কামিনী ল'য়ে আস্‌বে। সকলে অগ্নিবৎ হ'য়ে আছে। ক্লাইবকে সিরাজের নামাঙ্কিত পত্র দিয়েছি। সে পত্রে লেখা—সিরাজ, ফরাসী সেনাপতি বুসী সাহেবকে, ইংরাজ বিরুদ্ধে আস্‌বার জন্য আহ্বান কচ্ছে। দাও দাও, তোমার মুক্তার মালা দাও, অনেক অর্থের প্রয়োজন; জগৎশেঠ কৃপণ, অধিক অর্থ ব্যয় কর্‌তে চায় না; বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। সে নগদ অর্থ, তোমার গুপ্ত ধনাগার হ'তে ল'য়ে যাওয়া বড় কঠিন, সেখানে নবাব সন্দেহ ক'রে পাহারা বসিয়েছে। আজই প্রয়োজন, বিলম্ব করো না, মুক্তার মালা দাও।

ঘসেটী। আন্‌ছি।

জহরা। যাও যাও—ল'য়ে এসো।

(ঘসেটী বেগমের কক্ষান্তরে প্রবেশ)

হোসেন হোসেন, ক্ষমা করো, আর বিলম্ব নাই, সিরাজের রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রো, আমি এনে তোমার কবরে দেব। যেখানে

তোমার রক্তপাত হয়েছে, সেইখানে সিরাজের রক্তপাত হবে, হস্তীপৃষ্ঠে তোমার ন্যায় সিরাজের দেহ নগর ভ্রমণ করবে,—যেমন তোমার মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেঁদে কেঁদে ফিরেছিলেম, তেমনি উল্লাসে নৃত্য করতে করতে সিরাজের দেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবো! আর বিলম্ব নাই—আর বিলম্ব নাই!

(ঘসেটী বেগমের পুনঃ প্রবেশ)

ঘসেটী। এই নাও। (মুক্তার মালা লইয়া জহরার গমনোদ্যম) শোনো—শোনো—

জহরা। না—না—তিলমাত্র অবসর নাই!

[প্রস্থান।

ঘসেটী। ওঃ কবে এ পুরে হাহাকার উঠবে, কবে আমিনা বুক চাপড়ে কাঁদবে, কবে লুৎফউন্নিসার চক্ষের জলে—আমার প্রাণ শীতল হবে, ওঃ শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাশিমবাজার—ইংরাজকুঠির কক্ষ।

(ওয়াট্‌স্ ও আমিরবেগের প্রবেশ)

আমির। কর্ণেল ক্লাইব এই দুইখানি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন। আপনি শীঘ্র মীরজাফরের সই ক'রে নিন, আর বিলম্ব না হয়। ক্লাইব সাহেব সসৈন্যে প্রস্তুত, আমি এই সন্ধিপত্র ল'য়ে যাবামাত্র তিনি অগ্রসর হবেন।

ওয়াট্স। এ দুইটা কেন?

আমির। এই সাদাখানা আসল সন্ধিপত্র, আর এই লালখানা, উমিচাঁদের চোখে ধূলো দেবার জন্য। এই লালটায় লেখা আছে, যে উমিচাঁদকে তার প্রার্থনা মত যত টাকা ওয়াট্স সাহেব এই সন্ধিপত্রে লিখ্‌বেন, সেই টাকা কৌন্‌সিলের মঞ্জুর; আর এই সাদাটায় উমিচাঁদের টাকার কথা কিছু উল্লেখ নাই।

ওয়াট্স। এটাতো জাল হইল! দেখ আমিরবেগ,—যদ্যপি তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র না হইতে, যেখন নবাব Fort William লইয়াছিল, তেখন যদি তুমি মেম লোকদের না বাঁচাইতে,—আমি তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কর্ণেল ক্লাইব এরূপ জাল কাগজ পাঠাইয়াছেন, বা তোমরা মতলব বাহির করিয়া এমন করিয়াছ? সাফ্ জাল হইল—সাফ্ জাল হইল!

আমির। আবার সাহেব তুমিও বল্‌ছ—"জাল হইল?" এরূপ না কর্‌লে, ধূর্ত্ত উমিচাঁদ, সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের নিকট প্রকাশ কর্‌বে।

ওয়াট্স। ক্লাইব এ জাল কাগজে সই করিয়াছেন, কিন্তু ওয়াট্‌সন্ সাহেব সই করিতে আপত্তি করেন নাই?

আমির। তিনি সই করেন নাই, লুসিংটন সাহেব তাঁর নাম জাল করেছে।

ওয়াট্স। উমিচাঁদটা বড়ই ধূর্ত্ত! তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার উচিত। লেকেন কাজটা বড় খারাপি! ক্লাইব সাহেবকে তোম্ লোক ভাল শিখাইয়াছো।

আমির। সাহেব, ক্লাইব সাহেবকে আর আমাদের শেখাতে হয় না,

ক্লাইব সাহেব আমাদের সাত পুরুষকে শেখাতে পারেন। যখন ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব সই কর্‌তে আপত্তি করেছিলেন, ক্লাইব সাহেব টেবিলে ঘুঁসি মেরে বল্লেন,—'তুমি আপত্তি কচ্ছ, কিন্তু আমি বৃটিশ রাজ্য স্থাপনের জন্য আর উমিচাঁদের মত কপট লোককে দমন কর্‌বার জন্য, এমন একশো খানা কাগজ জাল কর্‌তে প্রস্তুত।'

ওয়াট্‌স। ঠিক বাত, উমিচাঁদটা বড় খারাপ!

আমির। নাও সাহেব, এখনি উমিচাদ আস্‌বে, আমি পালাই।

[সন্ধিপত্রদ্বয় প্রদান করিয়া আমিরবেগের প্রস্থান।

ওয়াট্‌স। It is insubordination to protest against superior, but there will be a stain on our character which Great Britain will surely resent.

(উমিচাঁদের প্রবেশ)

আইসেন উমিচাঁদ বাবু, মুখটা এমন ভার কেন?

উমি। সাহেব, আমি সব জোগাড় কর্‌লুম, আর আমিই ফাঁকি পড়্‌বো? স্পষ্ট কথা,—আমার ব্যবস্থা না হ'লে আমি কারো খাতির কর্‌বো না, নবাবকে সব জানাবো।

ওয়াট্‌স। আপনি কি বলিতেছেন, মনসা পূজা!—হইবে না? আপনার share আগে! আপনি কত টাকা চান?

উমি। কত টাকা কি সাহেব! আমার ত্রিশ লাখ টাকা চাই। সন্ধিপত্রের ভিতর লেখা দেখ্‌বো, তবে নিশ্চিন্ত হবো।

ওয়াট্‌স। হাঃ হাঃ উমিচাঁদ বাবু, এইজন্য এত গরম? আপনার বড় অনুগ্রহ! আমরা ভাবিয়াছিলাম, পঞ্চাশ লাখ আপনি মাঙ্গিবেন। এই কাগজটা দেখেন, আমি ত্রিশ লাখ টাকা বসাইয়া দিতেছি, Council তাহা গ্রাহ্য করিবে। এই দেখুন, লিখিপড়ি রহিয়াছে।

উমি। আর নবাবী জহরৎ যা পাওয়া যাবে, তার সিকি আমার।

ওয়াট্‌স। জহরতখানা তো আপনারই, এই লিখিয়া দিতেছি। (জাল সন্ধিপত্রে লিখিয়া) এখন খোস হইয়াছ? একটু হাসি করো।

উমি। আমি জানি—জানি, ক্লাইব সাহেবের আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ।

ওয়াট্‌স। তবে কি মোশা—সে বাত এখন কি বুঝিতেছেন? লড়াই ফতে হইলে কর্ণেল ক্লাইব, আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন দেখিবেন, চমৎকৃত হইয়া যাইবেন, ঠিক রকম বুঝিবেন—কেতো বড় লোক!

উমি। হ্যাঁ সাহেব—হ্যাঁ সাহেব—তোমরা বরাবর অনুগ্রহ করো—তোমরা বরাবর অনুগ্রহ করো।

ওয়াট্‌স। আপনিও কি বলিতেছেন? বাঙ্গালায় হামাদের কারবার কে শিখাইল? লেকেন একটা কথা, আপনার জন্যে আমার বড় ভাবনা হইয়াছে। নবাব এ সব সল্লা মালুম করিলেই হাঙ্গামা করিবে। আমরা সাহেব লোক, ঘোড়া চড়িতে জানে, ঘোড়ার পিঠে পলাইবে। আপনি মোটা আদমি, কিরূপে যাইবেন? পাল্কীতে যাইতে বিলম্ব হইবে, আপনি আজই সরিয়া পড়ুন।

উমি। বেশ বলেছ সাহেব, ঠিক বলেছ, আজই আমি ষোলটা বেহারা ঠিক ক'রে পালাবো। দেখি দেখি, আর একবার সন্ধিপত্রটা দেখি।

ওয়াট্‌স। দেখুন—দেখুন,—যতক্ষণ না চক্ষু ক্লান্ত হইয়া বুজিয়া আইসে, দেখুন,—Here—Thirty Lakhs—sir, in black and red.

উমি। আর জহরতের কথা—জহরতের কথা ?

ওয়াট্‌স। Here Sir—here—one forth share. আজি হইতে আপনাকে রাজা উমিচাঁদ বলিব। Clive সাহেব জরুর আপনাকে রাজা বাহাদুর করিবেন, হ্যাঁ—এ কথাটা দেখিয়া লইবেন।

উমি। আমি চল্লুম। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া)—দেখি দেখি, লিখ্‌তে ভোলেন নি তো, লিখ্‌তে ভোলেন নি তো ?

ওয়াটস্‌। না—না, নাকের উপর ত্রিশ লাখ, দেখিতেছেন না ?

উমি। আর চার আনা জহরত ?

ওয়াট্‌স্‌। হ্যাঁ উমিচাঁদ বাবু, হ্যা রাজা উমিচাঁদ।

উমি। তবে চল্লুম, আজই রওনা হবো ; টাকাটা কিন্তু একেবারে নেব।

ওয়াট্‌স। নয় তো কি বিশ দফা ? মীরজাফর খাঁ গদী পাইলে, হামাদের টাকা লিবো, আপনার টাকা লিবেন।

উমি। একেবারে ত্রিশ লাখ ?

ওয়াট্‌স। সকল কথা খোলা রহিয়াছে, আপনি পাঠ করিলেন।

উমি। তবে চল্লেম। (স্বগত) ত্রিশ লাখ, আর জহরতের চার আনায়—অন্ততঃ লাখ ত্রিশ—এর কম হবে না, এই ষাট লাখ। পুরোপুরি ক্রোড় টাকা হ'লেই হতো !

ওয়াট্‌স। আর কি ভাবিতেছেন ?

উমি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই চল্লেম, এই চল্লেম। (স্বগত) ষাট আর লাখ চল্লিশ হ'লেই ঠিক হতো !

[প্রস্থান।

ওয়াট্‌স। The first born of an infernal bitch !

(আমির বেগের পুনঃ প্রবেশ)

আমির। সন্দেহ করে নি তো ?

ওয়াট্‌স। সাহেব, হাম লোক কাজ করিতে জানে। In the name of Christ, সয়তানকে ভুলাইতে কেত্তা দেরী !

আমির। তা যাও, এখন মীরজাফরের সই ক'রে নিয়ে এসো ;—আজই আমি যাবো, ডাক বসিয়ে এসেছি।

ওয়াট্‌স। আমি কেমন করিয়া যাইব ভাবিতেছি ! আমি মীরজাফরের বাড়ী যাইলে, নবাবের spy দেখিবে। খাঁ সাহেব কাজ ছাড়িয়া বাড়ীতে বৈঠিয়া আছে, দরবার যায় না, কড়াকড় পাহারা রহিয়াছে, কেমন করিয়া দেখা করিব ? তুমি খাঁ সাহেবের মুক্তিয়ার, তুমি যাইয়া সই করো।

আমির। না সাহেব, দেখ্‌ছো না, আমি গোপনে হিন্দু-পোষাকে এসেছি ? মোহনলালের লোক আমায় দেখ্‌লেই প্রাণবধ করবে।

ওয়াট্‌স। তবে কি করা যাইতে পারে ?

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। সাহেব, কাগজ জাল করতে পারো, আর আপনাকে জাল করতে পারো না ? আপনাকে জাল করো, বেগম সাজো,—এই বেগমের পোষাক নাও। পাল্কীতে চলো, আমি তোমার সঙ্গে বাঁদী হ'য়ে যাবো। পাল্কী প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, এসো, এখনি চলো।

ওয়াট্‌স। তুমি কে ?

জহরা। আমায় চেন না ? কলিকাতার নিশিযুদ্ধে তোমাদের কে পথ দেখিয়ে ল'য়ে গিয়েছিল ?

ওয়াট্‌স। হাঁ বিবি, হাঁ বিবি, সেলাম!

জহরা। আমি বিবি নই—সয়তানী! এসো—

ওয়াট্‌স। (স্বগত) Yes! just the devil's sweet-heart!

জহরা। সাহেব তুমি কি ভাবছো বুঝেছি। ভাব্‌ছ সত্য সয়তানী। হ্যাঁ! সত্য সয়তানী,—প্রতিহিংসা-উদ্দীপ্তা রমণী!—কাল-ফণীনি—সন্তাপিনী—পতি বিরহিনী!!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—মীর জাফরের বাটী।

মীরজাফর ও মীরণ।

মীর জাঃ। মীরণ, পালানই কর্ত্তব্য, নিশ্চয় আক্রমণ কর্‌বে, সকল সংবাদ নবাব পেয়েছে।

মীরণ। পালান অসম্ভব, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গুপ্ত অস্ত্রধারী পাহারা রয়েছে;—মোহনলালের চর অনবরতই সন্ধান নিচ্ছে।

মীর জাঃ। তবে কি উপায়? আক্রমণ কর্‌তে সাহস কর্‌বে? রাজ্যে সকলেই বিরূপ। আমাদের পক্ষ হ'য়ে কে রটনা করেছে, যে ওমরাওদের পরিবারগণকে নষ্ট কর্‌বার জন্য সিরাজ দূতী নিযুক্ত করেছে, যে একজন কুলস্ত্রী দেবে, সে লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাবে। এতে রাজা-প্রজা সকলেই বিরূপ হয়েছে, বোধ হয় সাহস কর্‌বে না। ক্লাইবও অগ্রসর হচ্ছে—এরূপ জনরব। কে

যেতে সাহস হচ্ছে না। সন্ধিপত্রের কি হলো কে জানে। অন্তঃপুরে শিবিকা বাহকের শব্দ পাচ্ছি,—দেখতো কে এলো।

[মীরণের প্রস্থান।

না মীরমদনের উত্তেজনায়, নিশ্চয় আমার মোকাম আক্রমণ করবে। বেগমদের স্থানান্তর করবারও তো উপায় নাই।

(জহরা ও শিবিকা লইয়া বাহকগণের প্রবেশ)

মীর জাঃ। এ কি!

ওয়াট্স। (রমণীবেশে শিবিকা হইতে বাহির হইয়া) Good morning, হামি আসিয়াছে।

মীর জাঃ। কে তুমি?

ওয়াট্স। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া) চিনিতে পারিতেছেন না?

মীর জাঃ। ওয়াট্স সাহেব! সেলাম, কি সংবাদ?

ওয়াট্স। সন্ধিপত্রে সই করুন, ক্লাইব সাহেব পাঠাইয়া দিয়াছে।

মীর জাঃ। আর সন্ধি-পত্রে কি ফল! নবাব সকল কথা টের পেয়েছে, বোধ হয় এখনই আমার গৃহ আক্রমণ করবে।

জহরা। না, সে ভয় করবেন না,—নবাব সে নবাব নাই, অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে।—আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, যান নাই, তাতে একবার জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু সে ক্ষণিক, শুষ্ক তৃণের অগ্নির ন্যায়,—এখন ভয়ে অস্থির! কোন চিন্তা নাই, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

মীর জাঃ। তুমি কে?

জহরা। আমায় চেনেন, আমায় জানেন। (মুক্তার মালা বাহির করিয়া) আপনার টাকার প্রয়োজন, এর মূল্য আপনার অবিদিত নাই। এ যসেটী বেগমের মুক্তার হার, এতেই রণব্যয় নির্ব্বাহ

হবে। ঘসেটী বেগমের দু'হাজার সৈন্যও আপনাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত। নিন। স্বাক্ষর করুন, কোন ভয় নাই।

[জহরার প্রস্থান।

মীর জাঃ। কই, সন্ধি-পত্র দিন।

ওয়াট্স। আপনি শপথ করিয়া স্বাক্ষর করুন, যে নবাব হইলে সন্ধির অনুরূপ কার্য্য করিবেন, অন্যরূপ কার্য্য করিবেন না।

মীর জাঃ। আমি এক হাতে কোরাণ স্পর্শ ক'রে, আর এক হাতে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ কচ্ছি, যে কদাচ সন্ধি ভঙ্গ কর্‌বো না। মীরণ, কোরাণ দাও, (সহি করণ) এই আমি সই করলেম। (মীরণের কোরাণ দেওন) এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে মীরণের মস্তকে হস্ত দিয়ে প্যাগম্বরের নামে শপথ কচ্ছি, যে যদি সন্ধিভঙ্গের কল্পনাও আমার মনে উদয় হয়, তা'হলে আমার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্রের যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

ওয়াট্স। (কানে হাত দিয়া) আর বলিবেন না, আর বলিবেন না! আমি চলিলাম। ক্লাইব সাহেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত। আমি অদ্যই বায়ু সেবনের ছলে কলিকাতা পলাইব। সেলাম!

[শিবিকারোহণে ওয়াট্সের প্রস্থান।

মীর জাঃ। মীরণ, সন্ধিপত্র তো সই হলো। তুমি নগরে যাও, দেখ যদি কোনরূপ সন্ধান পাও। তোমার প্রতি বোধ হয় কোন অত্যাচার হবে না।

মীরণ। আমিও শিবিকা ক'রে অন্দর হ'তে বাহির হই। কোথায় যাবো, গুপ্তচরেরা যেন সন্ধান না পায়। সাহেব যাবার-আস্‌বার বড় কৌশল শিখিয়েছে।

[মীরণের প্রস্থান।

মীর জাঃ। বিস্তর টাকা ইংরাজকে দিতে হবে! চিন্তা কি? নবাব হবো!—নবাব-ভাণ্ডারে টাকা না থাকে, মহাতাবচাঁদের নিকট ল'ব। নবাব হ'লে টাকার চিন্তা নাই! ইংরাজ কি আমার সহিত প্রতারণা কর্‌বে, আমি ইংরাজের সহিত দুর্ব্ব্যবহার না কর্‌লে কেন প্রতারণা কর্‌বে? ওরা স্বার্থপর, নানা অছিলায় বার বার অর্থ চাইবে। নবাব হ'লে আর চিন্তা কি? আমি তো কাপুরুষ সিরাজদ্দৌলা নই! যতদিন কার্য্য সমাধা না হচ্ছে, কোনরূপে স্থির হ'তে পাচ্ছি না, কি হয় কে জানে! সাহস ক'রে তো ঝাঁপ দিলেম!

(সিরাজদ্দৌলা ও আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ)

সিরাজ। মীরজাফর খাঁ বাহাদুর, চিন্তা মগ্ন কেন? আপনাকে পুনরায় সেনাপতি-পদে বরণ কর্‌তে এসেছি। আপ্‌নার নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেম, আপনি দরবারে উপস্থিত হন নাই, সেই নিমিত্তই এসেছি; ভূতপূর্ব্ব নবাব-মহিষীও এসেছেন।

মীর জাঃ। জনাব—জনাব, আমার সৌভাগ্য! নবাব-মহিষী এতদূর ক্লেশ করেছেন।

সিরাজ। শিষ্টাচারের সময় নয়, শিষ্টাচার জন্য আসি নাই,—ক্ষমা করুন, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এসেছি। আমার ব্যবহার ভুলে যান। আমি ঘোর বিপদে আপনার শরণাপন্ন,—শরণাগতকে আশ্রয় দেন।

মীর জাঃ। জনাব, গোলামকে এত অনুনয়-বিনয় কেন?

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর শুনুন;—মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা রক্ষা কর্‌তে কেবলমাত্র আপনিই সক্ষম,—বিজাতীয় দম্ভ চূর্ণ করুন, বাঙ্গ্‌লার বীরবীর্য্য শত্রুকে প্রদর্শন করুন,—মাতামহের নামে মিনতি কচ্ছি, আর বিমুখ হবেন না।

মীর জাঃ। জনাব, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেম সত্য, কিন্তু জনাবের বাক্যে সে ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। কোন চিন্তা নাই, জনাব নিরুদ্বেগে সিংহাসন উপভোগ করুন। আপনার শত্রু দমনের ভার আমি গ্রহণ কর্‌লেম, কার সাধ্য আপনার অনিষ্ট সাধন করে। আপনি যেরূপ আজ্ঞা কর্‌বেন, আমি সেইরূপ করতে প্রস্তত। আজ্ঞা দেন, আমি সসৈন্যে ইংরাজ বিরুদ্ধে যাত্রা করি। দৃষ্টিমাত্রে ইংরাজ-বাহিনী চূর্ণ করবো, এ প্রদেশে ইংরাজের নাম বিলুপ্ত কর্‌বো, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতীতে পরিণত হবে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে রাজপুরে গমন করুন। নবাব-মহিষী অকারণে ক্লেশ স্বীকার করেছেন। যদিচ আমার গরীবখানা আপনার পদার্পণে পবিত্র, তথাপি আপনি ক্লেশ ক'রেছেন, এতে আমি দুঃখিত। সংবাদ দিলেই গোলাম হাজির হতো।

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর, আপনার কথায়, আমার ভগ্ন-হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হচ্ছে, দেখ্‌বেন আশা দিয়ে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার মীরণের তুল্য, আমার বধ সাধন কর্‌বেন না। কত আদরে লালিত, তা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই,—শয়নে-স্বপনে ক্লাইবের ভীষণ মূর্ত্তি আমার সম্মুখে বিরাজিত! বিদেশী বণিকের দ্বারা আপনার পূজ্য প্রভুর পালিত সন্তানের অপমান না হয়, বিদেশী রণভেরী আর না বাঙ্গ্‌লায় শব্দিত হয়, মোগল-প্রতাপ আর না ক্ষুণ্ণ হয়! আপনি রাজ্যের ভরসা, আপনি সাহস দিন, আমি বড়ই কাতর হয়েছি।

বেগম। মীর জাফর, একবার মৃত নবাব, তোমার হস্তে আমার সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, এবার আমি তোমার হাতে হাতে

আমার বালক সিরাজকে অর্পণ করি। আলিবর্দ্দীর সন্তানকে রক্ষা করো;—এ বৃদ্ধ বয়সে আলিবর্দ্দীর বেগমকে সন্তাপিত ক'রো না। মীরজাফর, তোমার হাতে আমি সিরাজকে অর্পণ কর্‌লেম্, আমায় শপথ ক'রে বলো, তুমি রক্ষা কর্‌বে?

মীর জাঃ। (স্বগত) বৃক্ষের মূলচ্ছেদ ক'রে শিরে সলিল সেচন!

বেগম। মীরজাফর, নীরব কেন? নাও—নাও—আমার সিরাজকে নাও। যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির প্রধানা বেগম ছিল,—যার সম্মুখে শত শত জানু ভূমিস্পর্শ করেছে, শত শত রাজমুকুট অবনত হয়েছে, (জানু পাতিয়া) সেই আজ অবনত মস্তকে ভূমিতে জানু স্পর্শ ক'রে ভিক্ষা চাচ্ছে;—ভিক্ষা দাও—সন্তান-ভিক্ষা দাও—বঞ্চনা ক'রো না।

মীর জাঃ। (জানু পাতিয়া) গোলামকে অপরাধী কচ্ছেন, গোলামকে অপরাধী কচ্ছেন! আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে প্যাগম্বরের নামে শপথ কচ্ছি,—কার সাধ্য বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির তিলমাত্র অনিষ্ট করে। আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর্‌লেম। আমি কল্য যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো, ইংরাজ দমন না ক'রে প্রতিনিবৃত্ত হবো না।

বেগম। মীরজাফর, আমি নিশ্চিন্ত হই?

মীর জাঃ। বেগম-মহিষী, আর কেন?—আল্লার দোহাই,—প্যাগম্বরের দোহাই, আল্‌কোরাণের দোহাই! (সিরাজদ্দৌলার প্রতি) চলুন, সৈন্য সমাবেশ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।
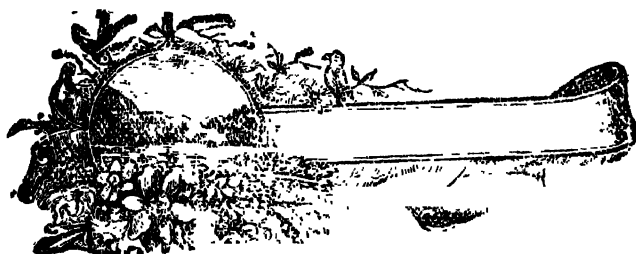
চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

পলাশী— ইংরাজ-শিবিরের পার্শ্ব ।

ক্লাইব, কিলপ্যাট্রিক ও কুট ।

কিলপ্যাট্রিক । The enemy arrayed in overwhelming number; we have taken a daring step Colonel.

ক্লাইব । We will beat them.

কুট । Atleast we will die like Englishmen.

ক্লাইব । Go,—lead the boys under cover of the mangoe-grove. The Frenchmen are deadly shots.

[ক্লাইব ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

(আমির বেগের প্রবেশ)

ক্লাইব। তোম লোক হামাদিগের সহিত এরূপ দুশ্‌মনি করিবে, হামি জানি না। হামি এখনি নবাবের তাঁবুতে যাইয়া, সব হাল বলিব, মীর জাফরের letter দেখাইব। হামরা যুদ্ধ করিব না, নবাবের সহিত peace করিব! যদি নবাব হামাদিগকে মারে, তোমাদিগেরও বধ করিবে।

আমির। কেন সাহেব, এরূপ কথা বল্‌ছেন কেন?

ক্লাইব। কেন? জঙ্গলকা মাপিক ফৌজ লইয়া নবাব আসিয়াছে, মীর জাফর আপনি ফৌজ চালাইতেছে,—Semicircle করিয়া ফৌজ দাঁড়াইয়াছে। হামার ফৌজ এক একজন বিশজনকে মারিয়া মরিলে, হামার ফৌজ সব নষ্ট হইবে, তবু নবাবী ফৌজ আধা কমিবে না।

আমির। সাহেব, কোন চিন্তা কর্‌বেন না। কয়জন মাত্র ফরাসী সৈন্য ল'য়ে, ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রে আপনাদের সহিত যুদ্ধ কর্‌বে, আর যুদ্ধ ক'র্‌বে মোহনলাল—মীরমদন,—আর কোন সৈন্য আপনাদের বিরুদ্ধে একটা গুলিও ছুড়্‌বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আক্রমণ করুন। আপনাকে তো মীরজাফর খাঁ পত্র লিখে-ছিলেন, যে পলাশীর ক্ষেত্রে সৈন্য সামন্তের বামে বা দক্ষিণে, তিনি অবস্থান কর্‌বেন।

ক্লাইব। হামি শুনিল, নবাব কাঁদাকাটি করিয়াছিল, মীর জাফর কোরাণ ছুঁইয়া oath নিয়াছে, যে সে নবাবের পক্ষ হইয়া লড়িবে;—কাজও সেইরূপ দেখিতেছি।

আমির। আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি নবাবের সহিত মৌখিক সদ্ভাব করেছেন, সেরূপ না ক'র্‌লে নবাবের হাতে নিস্তার

পেতেন না। আপনাদের সহিত সন্ধিমত তিনি কার্য্য করিবেন।

ক্লাইব। হামি বুঝিতে পারিতেছি না, কোন কথাটা সত্য! কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিয়াছে, আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে. ফের নবাবের সাম্‌নে কোরাণ ছুঁইল! হামি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। কি সাহেব, তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? তোমার কি বোধ হয়, মীরজাফর রাজ্যলোভ পরিত্যাগ ক'রবে? বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার গদী পায়ে ঠেলে, নবাবের পক্ষে যুদ্ধ কর্‌বে? তবে তোমাদের ধর্ম্মপুস্তকে কি বলে? যদি রাজ্যলোভ দিয়ে, সয়তান মানুষকে নরকস্থ না ক'র্‌তে পারে, তবে সে সয়তান সয়তান নয়! তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, যে সয়তান মীরজাফরের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করেছে? উন্নতির আশা, প্রভুত্বের আশা, রাজ্য আশা,—কিরূপ বলবান, তা কি তুমি জান না? তবে কেন তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে, আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, বিশাল সমুদ্র পার হ'য়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছ? কি সাহসে, তুমি রাত্রে নবাবের বিপুল সৈন্য, ছ'শো জাহাজী সৈন্য ল'য়ে আক্রমণ করেছিলে?

ক্লাইব। বিবি, তোমার কথায় হামার বিস্‌ওয়াস্‌ আছে;—তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ, মীরজাফর নবাবের পক্ষ হইয়া হামাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে না? নবাব মুসলমান, মীরজাফর মুসলমান, নবাবের কাঁদাকাটিতে মন নরম হইতে পারে। রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, এরা সবভি এক দেশের আদমী, নবাব সকলের কাছে কাঁদাকাটি

করিয়াছে. সবাই দেখিতেছি—যেমন লড়াই করিতে খাড়া হয়, তেমনি খাড়া হইয়াছে। তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ নবাবী পক্ষ লড়াই করিবে না? দেখ—হামি ভয় পাইয়া এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, লড়াই করিতে আসিয়াছি, লড়াই করিব। তোমায় পুছ করিতেছি; কি নিমিত্ত শোনো,—যদি উহারা আমাদের দুশ্‌মন হয়, আগে আমি উহাদের আক্রমণ করিব। হামরা মরিব, উহাদিগেরও মারিব। দেখাইব আমাদের সহিত দুশ্‌মনি করিয়া কেহ বাচিবে না। তুমি কি বুঝিয়াছ, যে উহারা আপনার দেশোয়ালি লোক ছাড়িয়া আমাদের পক্ষ হইয়াছে?

জহরা। সাহেব, তুমি এতদিন বাঙ্গলায় আছো, আজও কি বাঙ্গালীর চরিত্র অবগত হও নাই? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশ-অনুরাগ আছে. তোমার কি মনে হয় কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে, তোমার কি মনে হয় মাতৃভূমির ভালমন্দ কেউ চিন্তা করে? না! যদি বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের কিছুমাত্র হৃদয় থাক্‌তো, স্বদেশের উপর যদি তাদের কিছু মাত্র স্নেহ থাক্‌তো, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাক্‌তো, তা'হলে কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষাদ্বেষ করে? তুমি কি এখনো বোঝো নি, যে যারা যারা তোমাদের সহায় হয়েছে, তাদের সকলের এক স্বার্থ নয়,—বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়, তা কি বুঝতে পারো নি? সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতক ইয়ারলতিফও পত্র লিখেছিল,—"নবাবী আমায় দাও," মীর জাফরও পত্র লিখেছে,—"নবাবী আমায় দাও;" রাজবল্লভ স্বয়ং রাজা হ'তে চায়, ঘসেটী বেগমের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে;—রায়দুর্লভ,জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ,

মাণিকচাঁদ,—সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! রাজ্য করগত করা, রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়, দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন কর্‌বার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়,—স্বার্থের জন্য! যদি না স্বার্থপর হ'তো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে, প্রতারিত ক'র্‌তে পার্‌তে না। সাহেব, তোমাদের স্বার্থ একরূপ,—পরস্পর স্বার্থের জন্য বিবাদ করো,—কিন্তু ইংরাজ-শক্রর বিরুদ্ধে সকলে মিলে ভ্রাতৃভাবে অস্ত্র ধারণ করো। সে স্বার্থ বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের নয়;—অতি হীন স্বার্থ, সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে অন্ধ হয়েছে,—তোমার কৌশলে নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ না হতো, তাহ'লে বুঝতো, যে দূরদেশ হ'তে ছ'মাস সমুদ্রে ভেসে, নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছ, তাদের স্বার্থের জন্য নয়। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনার প্রভুত্বের জন্যে এসেছ। সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান, যে তোমাদের স্বরূপ মনোভাব, কেউ বুঝতে সক্ষম হয় নি।

ক্লাইব। তবে তুমি কিরূপে বুঝিলে?

জহরা। আমার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত; পতিপ্রেম আমার স্বার্থ, আত্ম-সুখ স্বার্থ নয়! আমি পতি-পুত্রহীনা, আমার দেশের মায়া কি,—জাতীয়তা কি? আমার একমাত্র হোসেন কুলীর স্মৃতি! সেই স্মৃতি আমায় সহস্র দানবীর বল দিয়েছে! যে দিন নবাব-শোণিতে হোসেন কুলির প্রেতাত্মার তৃপ্তি করবো, সেই দিন থেকে—আমি যে রমণী সেই রমণী,—পতিশোকাতুরা রমণী, পতির কবরের পার্শ্বে অনন্ত শয্যায় শয়ন কর্‌বো!

ক্লাইব। তোমার কি মনে হয়—হামরা যুদ্ধ জিতিব? মীরমদন, মোহনলাল, সিনফ্রেঁ,—উহাদিগের সৈন্য একত্রিত করিলে, হামা-

দিগের সৈন্যের দশগুণ। কেবল উহারাই যদি লড়ে, তাহা হইলেও যুদ্ধ সঙ্গিন।

জহরা। সাহেব, যদি সকল সৈন্য একত্র হ'য়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তথাপি জেনো তোমাদের জয়। (আকাশে বজ্রধ্বনি) ঐ শোনো, গগনমার্গে বজ্রনাদে বিধাতা বল্‌চে তোমাদের জয়! সাহেব, আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত, বিধি-লিপি আমার সম্পূর্ণ গোচর। ঈশ্বর দীননাথ, তিনি দীনের দুঃখ সহ্য করেন না। ভারতবর্ষে, দীন প্রজা দিবারাত্র হাহাকার কর্‌ছে, ভারতবর্ষ শান্তি-হীন! হিন্দুর দৌরাত্মো যখন প্রজা পীড়িত হয়, ভগবান ভারত-বর্ষ আফগানদের প্রদান কর্‌লেন; আফগানের দৌরাত্মো, প্রজা পীড়িত হওয়ায়, মোগলেরা শান্তিস্থাপন কর্‌লে। এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী,—দিন দিন যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রজার শান্তি নাই, সেই শান্তি স্থাপনের ভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর প্রদান কচ্ছেন; আবার তোম্‌রাও যদি অত্যাচারী হও, তোম্‌রাও রাজ্যচ্যুত হবে। তোমার অল্প সৈন্য, এই তোমার সন্দেহ? যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখবে,—প্রত্যেক সেনা, কোটী সৈন্যের বল ধারণ কর্‌বে! ঐ তোপধ্বনি হচ্ছে, বোধ হয় ফরাসীরা তোমাদের আক্রমণ করে। আমি যাই, নবাব-শিবিরে আমার যেতে হবে। সেখানে আমার অনেক কাজ, নবাব-দূত হ'য়ে, নবাব-সৈন্য বিশৃঙ্খল কর্‌বো।

ক্লাইব। বিবি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়াইবে? তুমি গোলাগুলি ভয় ক'রো না!

জহরা। দেখেছো তো, নিশা-যুদ্ধে তোমাদের পথ দেখিয়ে ল'য়ে গিয়েছিলেম। কোয়াশার আবরণে দিক্ নির্ণয় করতে পারো

নাই, তাই নবাব হস্তগত হয় নাই। গোলাগুলি! এমন গোলা-গুলি তোমাদের সৈন্যের নিকট নাই, নবাব সৈন্যের নিকট নাই, যে আমাকে আঘাত করবে। ঐ যে—ঐ যে হোসেন শোণিত-পানের জন্য হা হা কচ্ছে,—আমার মৃত্যুর অবকাশ কোথায়?

[জহরার প্রস্থান।

ক্লাইব। (স্বগত) The Bellona herself! Oh the battle rages hot.

[ক্লাইবের প্রস্থান।

আমির। এ কি, ভীষণ দেওয়ানা! হোসেনের প্রতি এর এত ভাল-বাসা! হোসেন তো ঘসেটী আর আমিনাবেগমকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি তো ফিরেও চাইতো না। যাই, নদীর ধার দিয়ে ঘুরে মীরজাফরকে সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পলাশী—নবাব-শিবিরাভ্যন্তর।

সিরাজদ্দৌলা।

সিরাজ। মেঘমুক্ত পুনঃ দিবাকর;—
বিপক্ষের পক্ষে হেরি ভাতিল গগনে,
তীব্র করে নারে যেন সৈন্যগতি মম।
মম পক্ষে নাহি শুনি কামান গর্জ্জন,
বিপক্ষের তোপধ্বনি উগ্রতর ক্রমে,

মুহুর্ম্মুহু ভীষণ গর্জ্জন ;—
অরি-বল হতেছে প্রবল।
বর্ষিল কি বারিধারা মধ্যাহ্ন দিবায়,
নিভাতে উদ্যম মম স্বপক্ষ সেনার !
বীরকণ্ঠে নাহি সে হুঙ্কার,
নাহি নায়কের উত্তেজনা নাদ,
রবহীন বিপুলবাহিনী,
বিপক্ষ কামান ঘন কাঁপায় প্রান্তর !
কি হয় কি হয় রণে—
মুহূর্ত্তে বা মজিল সকলি !

(দূতের-প্রবেশ)

কি সংবাদ ?
মম পক্ষে তোপধ্বনি নীরব কি হেতু ?

দূত। জনাব, হঠাৎ বৃষ্টিতে আমাদের বারুদ ভিজে গেছে, ইংরাজ আম্র-কানন আবরণে আপনাদের বারুদ রক্ষা কর্‌তে পেরেছে।

সিরাজ। আজি হেরি সবে অরি মম,
স্থলজল গগন বিরূপ মম প্রতি ;—
আম্রশাখা পক্ষ ইংরাজের !
পরাজয় নিশ্চয় আমার।

দূত। জাঁহাপনা, চিন্তা দূর করুন। ঐ শুনুন, ফরাসী সিনফ্রেঁর তোপ ইংরাজকে বিতাড়িত কচ্ছে। স্বয়ং মীরমদন, অশ্বারোহী সেনাদলে আক্রমণে অগ্রসর। পশ্চাৎ মহাবেগে সসৈন্যে মোহনলাল ধাবিত। ইংরাজ সৈন্য পশ্চাদ্‌পদ হ'য়ে আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ ক'চ্ছে,—

সামান্য সৈন্য, এখনি ধ্বংস হবে। এ সময় যদি সেনাপতি মীর-জাফর, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন, এক ঘণ্টার মধ্যে রণজয় হয়। রায়দুর্লভ ও ইয়ারলতিফের সেনা, দর্শকের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁদের নিকট, বীরবর মোহনলাল আমায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের আক্রমণ ক'রতে বলায় তাঁরা উত্তর দেন, যে মোহনলালের আজ্ঞায় আমরা সৈন্য চালিত করবতে বাধ্য নই, সময় উপস্থিত হ'লে, কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা ক'রবো।

সিরাজ। যাও শীঘ্র যাও, মীরজাফরকে ডেকে আনো।

[দূতের প্রস্থান।

ছিঃ ছিঃ! এখনও কপটতা, কোরাণ স্পর্শ ক'রে কপটতা! মুসলমান হৃদয়ে এতদূর কপটতা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না।

এ কি, ঘোর সিংহনাদ শুনি ইংরাজের দলে!
জ্ঞান হয় হা-হা রবে কাঁদে মম সেনা,
আজি দেখি ফুরায় সকলি!

(রক্তাক্ত ছিন্নপদ মীরমদনকে লইয়া সৈন্যগণের প্রবেশ)

মীরমদন, মীরমদন—ভাই! কি হ'লো!

মীর মঃ। জনাব, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, আমি প্রভুর চন্দ্রবদন দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করি। বড় সাধ ছিলো, ক্লাইবের মস্তক চরণে উপহার দেবো! বড় উৎসাহে অশ্বারোহী সৈন্যে আম্রকানন আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিলেম, দৈব বিড়ম্বনা! অকস্মাৎ ইংরাজের গোলায় আহত হয়েছি। জনাবকে দর্শন করবার জন্য, ভগ্নদেহে এখনও প্রাণবায়ু অবস্থান কচ্ছে। জনাব, সাবধান,—বিশ্বাসঘাতকদের আর বিশ্বাস করবেন না, সকলেই

শত্রু। হস্তীপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হোন। বাঙ্গ্‌লার সেনা রাজভক্ত, জনাবকে রণস্থলে দেখে, বিশ্বাসঘাতকদের বাক্য অবহেলন ক'রে, সকলে প্রাণপণে ইংরাজকে আক্রমণ ক'র্‌বে। জনাব, সেলাম! রসুল আল্লা! (মৃত্যু)

সিরাজ। মীরমদন—মীরমদন—অভাগাকে ফেলে কোথায় যাও,—তুমি যে আমার দক্ষিণ বাহু, আমায় শত্রু বেষ্টিত রেখে কোথায় গেলে! আমি কাকে বিশ্বাস ক'র্‌বো, আমার আপনার কে আছে? মীরমদন ওঠো, কলিকাতা আক্রমণে, নিশাযুদ্ধে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, আজ পলাশী ক্ষেত্রে কে আমায় রক্ষা কর্‌বে!—ভাই ওঠো, চলো রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে যাই,—আর আমার পাপ রাজ্যে প্রয়োজন নাই! মীরমদন—মীরমদন কোথায় গেলে!

(দূতের পুনঃ প্রবেশ)

দূত। জনাব, সেনাপতি মীরজাফর উত্তর দিয়েছে, যে এ সময় যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করা, আমার উচিত নয়;—আমার অদর্শনে, সৈন্যগণ উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়ে, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ কর্‌বে।

সিরাজ। আমার হস্তী আনয়ন করো, আমি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাবো। দেখি, আমায় নবাব ব'লে সেনারা গ্রহণ করে কি না; আমার বীরবংশে জন্ম কি না পরিচয় দেবো। মীরমদন পড়েছে, আমি স্বয়ং না যুদ্ধ ক'র্‌লে কে যুদ্ধ ক'রবে। বিদেশী বণিক দেখুক,—এখনো বাঙ্গলার বীর্য্য নির্ব্বাপিত নয়, নবাবের প্রভাবে ষড়যন্ত্রকারীর মন্ত্রণা বিফল হয় কি না দেখুক! হয় ইংরাজ নির্ম্মূল হবে, নয় আলিবর্দ্দীর বংশ নাশ হবে।

(গমনোদ্যত)

(বালকবেশে জহরার প্রবেশ)

জহরা। জনাব জনাব. বালকের গোস্তাকি মার্জ্জনা হয়,—সেনাপতি মোহনলাল, বীর বিক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ কচ্ছেন। জনাবকে রণস্থলে দেখ্‌লে, তিনি জনাবের রক্ষার্থে আক্রমণ হ'তে বিরত হবেন। মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি কুচক্রীর সেনারা তাদেরই বশীভূত, জনাবের আজ্ঞা কতদূর রক্ষা করবে জানি না। জনাব যুদ্ধস্থলে গেলে এখনি বিপর্য্যয় ঘট্‌বে। চিন্তা দূর করুন, মোহন-লালের প্রভাবে রণজয় হবে। আমি মীরজাফরকে ডেকে দিচ্ছি।

সিরাজ। যাও, সত্বর যাও, ডেকে আনো।

[জহরার প্রস্থান।

দেখি কি কঠিন পাষাণে নির্ম্মিত! অনুনয়-বিনয়—কিছুতেই কি কঠিন হৃদয় দ্রব হবে না? কি জানি, রাজ্য লোভ—রাজ্য লোভ! যখন লোকভয়, ধর্ম্মভয়, মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করেছে, তখন কি কথায় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ ক'র্‌বে? আমি স্বয়ং তাকে রাজ্য প্রদান ক'র্‌বো। ইংরাজ পরাজিত হোক, বাঙ্গলার গৌরব রক্ষিত হোক, মুসলমানের প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক, বিদেশীর গর্ব্ব খর্ব্ব হোক। আমার রাজ্য প্রয়োজন নাই, মীরজাফর রাজেশ্বর হোক। রাজ্য প্রাপ্ত হ'লেও কি স্বদেশের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌বে না? জন্ম-ভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বে না? আমার বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতকদের অধীন, এ বিশ্বাসঘাতকেরা বাঙ্গ্‌লার পক্ষে যুদ্ধ জয় না ক'রলে রণজয়ের আশা নাই।—আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমানের রাজ্য রক্ষিত হয়, এ ছার রাজ্য আমার প্রয়োজন নাই।

(রায় দুর্লভের প্রবেশ)

রায়দুঃ। জনাব, কি নিমিত্ত চিন্তা কচ্ছেন, বার বার কি নিমিত্ত সেনাপতিকে ডাকছেন? ইংরাজ আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে, এক্ষণে তাদের আক্রমণ উচিত নয়। বিশেষ আমাদের বারুদ সব নষ্ট হয়েছে, অদ্য যুদ্ধ এই অবস্থায় থাকুক, কাল প্রাতে আক্রমণ মাত্রেই ইংরাজ পতন হবে। সেনাপতি মীরমদন, নিষেধ না শুনে হত হয়েছেন। মোহনলাল যদি নিরস্ত না হন, তা হ'লে বিপদের আশঙ্কা অধিক।

সিরাজ। আপনি সেনাপতিকে একবার আস্‌তে বলুন।

রায়দুঃ। এই যে সেনাপতি আগত।

(মীরজাফর ও রাজবল্লভের প্রবেশ)

সিরাজ। সেনাপতি—সেনাপতি, আর বিরূপ কেন? এ সময় কেন আমাকে পরিত্যাগ কচ্ছেন? আমি বার বার আপনাদের বলেছি, আমায় যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমায় রাজ্যচ্যুত ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করুন! এই দেখুন, এই রাজমুকুট আপনার পদতলে স্থাপন কচ্ছি, আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন। আসুন, আমি সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে আপনাকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ব'লে অভিবাদন কচ্ছি। আপনি নবাবের মর্য্যাদা, মুসলমানের মর্য্যাদা, বাঙ্গ্‌লার মর্য্যাদা, বাঙ্গ্‌লার স্বাধীনতা আজ যুদ্ধে রক্ষা করুন। আর বিরূপ হবেন না, সকলই যাবে, আজই বিধর্ম্মী, বিজাতীর পদানত হ'তে হবে, বাঙ্গ্‌লার গদী ফিরিঙ্গির পায়ে অর্পণ করবেন না।

মীরজাঃ। জনাব, কি আজ্ঞা কচ্ছেন? আজ্‌কের যে অবস্থা, এতে রণজয় অসম্ভব, আক্রমণে কেবল সৈন্যক্ষয় হবে, শত্রুর হানি হবে না। আমায় সেনাপতি করেছেন, কিন্তু মীরমদন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে প্রাণত্যাগ করেছে,—মোহনলালও সৈন্যক্ষয় ক'রতে প্রবৃত্ত হয়েছে। যুদ্ধ জয়, কেবল উৎকট সাহসে হয় না,—রণ-কৌশল আবশ্যক। আপনি মোহনলালকে নিবৃত্ত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সিরাজ। যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করুন, মোহনলালকে আমার নামে ক্ষান্ত হ'তে বলুন।

রায়দুঃ। সেনাপতি মহাশয়, আমার বিবেচনায় নবাবের মুর্শিদাবাদ যাওয়া কর্ত্তব্য। নিশাকালে যদি ক্লাইব শিবির আক্রমণ করে, সে এক মহা বিপদের কথা।

মীরজাঃ। সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন। (সিরাজের প্রতি) যদি বান্দার বাক্য গ্রহণ করেন, বেগগামী উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, ক'জন রক্ষকের সহিত নবাব মুর্শিদাবাদ গমন করুন,—কল্য জয় সংবাদ সিংহা-সনে প্রাপ্ত হবেন।

সিরাজ। যদি আপনাদের অভিমত হয়, আমি মুর্শিদাবাদে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু মোহনলালকে ডাকুন।

মীরজাঃ। আপনি প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করুন, আমরা তাঁর নিকট দূত প্রেরণ কচ্ছি।

[সিরাজদ্দৌলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতকতা সকলের বদনে অঙ্কিত—নয়ন-কোণে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাচ্ছে! অসহায় মোহনলাল যুদ্ধ কচ্ছে, আমার হৃদয় কম্পিত! মীরমদন পতিত, মোহনলালের অমঙ্গল

হ'লে সর্ব্বনাশ! কি কর্‌বো! মোহনলাল আসুক, সে যেরূপ পরামর্শ দেয়, সেইরূপ করা উচিত।

(জহরার পুনঃ প্রবেশ)

জহরা। কি দেখ্‌ছো—কি দেখ্‌ছো? সেই তস্‌বীরবাহিকা—তোমার দূত নই। যুদ্ধ জয় হবে, স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না! আমিই তোমার বারুদের আবরণ খুলে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়েছি, এই ষড়-যন্ত্রে আমিই প্রধান,—তোমার মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগমের অর্থে ইংরাজ-সৈন্য পুষ্ট, সে আমার কৌশল। এখনো পালাও—এখনও মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করো, একা মোহনলাল তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। আজ রজনীতে বিদ্রোহীরা একত্রিত হ'য়ে, তোমার প্রাণবধ কর্‌বে। সকলেই প্রাণবধ কর্‌তে এসে-ছিলো, কিন্তু দিনমান, সকলে দেখ্‌বে, নবাবকে হত্যা করায় নিন্দা হবে, প্রজারা বিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই এখনো তুমি জীবিত। পালাও—পালাও—নচেৎ নীরব নিশীথে বিদ্রোহী-হস্তে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হবে—লোকের নিকট প্রচার হবে, ইংরাজ বধ করেছে। তোমায় পালাবার পরামর্শ দিয়েছে কেন জানো? তুমি ওদের উপদেশ গ্রহণ কর্‌বে না, এই খানেই অবস্থান কর্‌বে, বধ কর্‌বার সুযোগ পাবে।

সিরাজ। কে তুমি? তুমি সেই তারার তস্‌বীরবাহিকা, আমার শত্রু কেন? আমার অনিষ্ট সাধন কেন কচ্ছ?

জহরা। কে আমি—কে আমি? আমি হোসেনকুলির সন্তাপিতা স্ত্রী, যে হোসেনকুলিকে তুমি স্বহস্তে বধ করেছ! তোমার প্রাণ রক্ষার্থে, তোমায় পালাবার উপদেশ দিচ্ছি নে। যে স্থানে হোসেনকুলিকে

প্রকাশ্যে বধ করেছিলে, সেই স্থানে প্রকাশ্যে তোমায় বধ কর্‌বে ;—তোমার উষ্ণ শোণিত হোসেনকুলির কবরে দেবো, তবে হোসেন-কুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হবে ! আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে ! !

[জহরার প্রস্থান।

সিরাজ। বিভীষিকা মূর্ত্তি—বিভীষিকা মূর্ত্তি—দানবী, মানবী নয় ! শোণিতলোলুপা প্রেতিনী নির্ভয়ে সৈন্যশ্রেণীতে বিচরণ কচ্ছে ! না—না, এ স্থানে আর থাকা কর্ত্তব্য নয়। সকলেই শত্রু, বেলা অবসান প্রায়, রজনীতে আমায় বধ কর্‌বে ! কথা অসম্ভব নয়,—বিশ্বাসঘাতক, রাজ্যলোভী, সয়তান প্রকৃতি !—এখনো আমার বিশ্বাসী শরীর-রক্ষক আছে, তাদের সাহায্যে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করি। কে আছ ?

(কয়েকজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরীগণ। জনাব !

সিরাজ। হস্তীপৃষ্ঠে মীরমদনের দেহ মুর্শিদাবাদে ল'য়ে চলো !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পলাশী ক্ষেত্র—রণস্থল।

মোহনলাল ও সৈন্যগণ।

মোহনলাল। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও,—এখনই ইংরাজ ধ্বংস হবে ;—ঐ দেখ—ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সকলে পলায়ণপর, এই দণ্ডে ইংরেজ উচ্ছেদ হবে। (নেপথ্যে যুদ্ধনিবারণের সঙ্কেতসূচক

ভেরীনিনাদ) ও রণভেরীর প্রতি কর্ণপাত ক'রো না,—বিশ্বাস-ঘাতক বিদ্রোহীরা ভেরী নিনাদ ক'রে নিরস্ত হ'তে বল্‌ছে!

(সিনফ্রে'র প্রবেশ)

সিনফ্রেঁ। এ কি ম'শায়, এখন লড়াই থামাতে নবাবী ভেরী ডাক্‌ছে কেন? এখন লড়াই থাম্‌লে যে সব বরবাদ যাবে! হামরা ঘন্টা-ভোর তোপ চালালে, আর আপনি charge দিলে, একটা ইংরাজ ফৌজ বাঁচিবে না।

মোহনলাল। সাহেব, ও শত্রুর ভেরী, কর্ণপাত ক'রো না। যদি নবাবের অনুমতিতে ভেরী বেজে থাকে, তথাপি কর্ণপাত ক'রো না। আমরা নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌বো, ইংরাজ ধ্বংস ক'রে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হবো, নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় যদি দণ্ডনীয় হই, সে দণ্ড গ্রহণ কর্‌বো। সাহেব যাও, কদাচ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ো না।

সিনফ্রেঁ। ঠিক বাত্। দেখুন দেখুন—আপনার দেশের লোকের তারিফ! নবাবের নুন খাইল, আর চুপচাপ খাড়া রহিয়াছে! কাঠের পুত্‌লোবি হাওয়ায় নড়ে, এ একটা লোক নড়ে চড়ে না! ইংরাজের বুদ্ধিকে বহবা দিতে হয়, দরোয়া মন ভাঙ্গাতে এমন জাত আর দু'টী নাই।

মোহন। সাহেব আর কেন লজ্জা দাও—যাও, যুদ্ধে কদাচ ক্ষান্ত হয়ো না, স্বয়ং নবাব এসে নিবারণ করলেও নয়। মীরমদন আহত, তার সৈন্য বিশৃঙ্খল হয়েছে, আমাদের উৎসাহে তারা উৎ-সাহিত হবে।

সিনফ্রেঁ। ভাবিবেন না, আমরা তোপ ছাড়িব, কামাই দিব না।

[সিনফ্রে'র প্রস্থান।

মোহন। (সৈন্যগণের প্রতি) এসো—এসো, অগ্রসর হও, রণজয়ের আর বিলম্ব নাই। যদিচ মীরমদন পতিত, তোমরা জনে জনে তাঁর অনুসরণ করো, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিতে কাতর হ'য়ো না, মীরমদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। সর্ব্বনাশ হলো!—সর্ব্বনাশ হলো!—বিদ্রোহীরা সুযোগ দেখে নবাবকে আক্রমণ করেছে, কয়জন মাত্র দেহরক্ষক তাদের নিবারণ কর্‌তে পাচ্ছে না, সেনাপতি মীরমদন মৃত, নবাব "মোহনলাল—মোহনলাল" ব'লে আর্ত্তনাদ কচ্ছে,—নবাবকে রক্ষা করুন—নবাবকে রক্ষা করুন!

মোহন। এ কি সর্ব্বনাশ!

[মোহনলালের বেগে প্রস্থান।

জহরা। (সৈন্যগণের প্রতি) আর কার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ? মীরমদন মৃত, মোহনলাল পলাতক, অকারণ ইংরাজের হাতে কেন প্রাণ দাও? পালাও, পালাও!—ঐ দেখ ইংরাজ আস্‌ছে।

নেপথ্যে ক্লাইব। Fix bayonet, charge.

সৈন্যগণ। এলো—এলো—

[সৈন্যগণের পলায়ন।

জহরা। বাঙ্‌লা জ্বল্‌বে—মুর্শিদাবাদ জ্বল্‌বে—যেখানে হোসেনের রক্তপাত হয়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে! যাই, যাই—নবাবের উষ্ণ রক্ত ব্যতীত হোসেনের তৃপ্তিলাভ হবে না! যাই—যাই,—ঐ যে ক্লাইব আস্‌ছে।

[জহরার প্রস্থান।

(সসৈন্যে ক্লাইবের প্রবেশ)

ক্লাইব। There's the road to Murshidabad; quick march. Long Live King George II. Hip Hip Hurrah.

ইং-সৈন্যগণ। Hip Hip Hurrah! Hip Hip Hurrah!!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাবের অন্তঃপুর।

লুৎফউন্নিসা ও জোবেদি।

লুৎফ। জোবেদি, একবার তুমি নগরে যাও, আমার প্রাণ আকুল হচ্ছে;—শুনলেম নবাব মুর্শিদাবাদে এসেছেন, কিন্তু অন্তঃপুরে কেন এলেন না? উপর্যুপরি সাতজন খোজাকে সংবাদ আনতে পাঠালেম, কেউ ফিরলো না। অনবরত দূর কোলাহল ধ্বনি আসছে, কিন্তু কিসের কোলাহল বুঝতে পাচ্ছি নে। বার বার রণজয় ক'রে যখন নবাব ফিরতেন,—"জয় নবাবের জয়" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হতো, আতসবাজীতে গগনমণ্ডল আলোকিত হতো, নগর দীপমালায় সজ্জিত হতো, কিন্তু এবার সকলি বিপরীত। উচ্চ কলরব, কিন্তু নবাবের জয়নাদ নাই, আকাশ তমসাচ্ছন্ন, নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব কোথায়—শীঘ্র সংবাদ আনো।

জোবেদি। বেগমসাহেব, আশঙ্কায় আমার জিহ্বা জড়িত, কোথায় যাবো, কোথায় সন্ধান নেব? যেন সমস্ত বিষাদপূর্ণ মনে হচ্ছে, রাজপ্রাসাদ আনন্দ-রব হীন

লুৎফ। যাও জোবেদি—যাও, আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নবাবের দেখা পেলে ব'লো, একবার মাত্র দাসীকে দর্শন দিয়ে, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হোন—একবার দর্শন দিয়ে যান।

[জোবেদির প্রস্থান।

আমার অন্তরে অনবরত হাহাকার ধ্বনি, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, সকলই যেন ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন জ্ঞান হচ্ছে, চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল ধ্বনি! যেন পৈশাচিক উল্লাসে রাজপুরী পরিপূর্ণ!

গীত।

কেন প্রাণে উঠে হাহাকার।
মলিন জলদবর্ণী, নেহারি আঁধার॥
এ পুর শ্মশান সম, নগরে নিবিড় তম,
শুনি যেন হয় ভ্রম, করুণ রোদন কার॥
যেন পিশাচের রঙ্গ, ভীষণ হেরি ভ্রুভঙ্গ,
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ, শিথিল শোণিত-ধার॥
সমরে জীবন-ধন, দিয়াছি কি বিসর্জ্জন
নিরাশে মগন মন, কোথা মম প্রাণাধার॥

এই যে নবাব—একি স্বর্ণকান্তি এমন শ্রীহীন কেন!

(সিরাজের প্রবেশ)

নবাব—জাঁহাপনা!

সিরাজ। নবাব কে—কারে নবাব বল্‌ছ? বিদ্রোহী, বিদ্রোহী—চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহী! রাজা প্রজা, অমাত্য-নফর, ছোট বড় সকলেই শত্রু, সকলেই বিদ্রোহী, এখানেও বিদ্রোহীর প্রভাব। ঐ শোন—প্রজারা "জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়" ব'লে উচ্চনাদ কচ্ছে। আমায় উষ্ট্র-পৃষ্ঠে নগর প্রবেশ কর্‌তে দেখে, প্রজারা ভয়ে পলায়ন

কর্‌লে। রাজ-ভাণ্ডার মুক্ত ক'রে দিয়ে, সৈন্য সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লেম না। আমার পক্ষে যাকে আহ্বান করি, যাকে বশীভূত কর্‌বার জন্য অর্থ প্রদান করি, সেই বিদ্রূপ করে;—আমার পতনে সকলে উল্লসিত। এ রাজপুরী আর আমার নয়, এ আমার কারাগার! জয়োন্মত্ত শত্রু-সৈন্য মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, আর হেথায় আমার স্থান নাই। রাজপুরে ঘসেটী বেগম শত্রু, নগরে প্রজা শত্রু, অমাত্য-বান্ধব শত্রুর সহায়! আমি তোমার নিকট বিদায় হ'তে এসেছি, এই নিশীথেই নগর পরিত্যাগ কর্‌বো। গুপ্ত পথে পলায়ন কর্‌তে হবে, নচেৎ যে সন্ধান পাবে, সেই শত্রুকে সংবাদ দেবে!

লুৎফ। কোথায় যাবে, আমায় কাকে দিয়ে যাবে? সকলেই যদি বিদ্রোহী হ'য়ে থাকে, আমি তোমার প্রজা, আমার হৃদয়-রাজ্যে তুমি নবাব। চলো যাই—দূর বনে যাই, যথায় নর সমাগম নাই, তথায় অবস্থান করি। ব্যাঘ্র, ভল্লুক'ও রাজ-অমাত্য অপেক্ষা বিদ্বেষ-হীন। চলো, বনবাসে কুটীরে রাজ্য স্থাপন করি, আমি তোমার প্রজা, আমি তোমার দাসদাসী, আমার সেবায় তুমি নিপুণ ভৃত্যের সেবা বিস্মৃত হবে। আমি প্রাতে আমার হৃদয়েশ্বরের বন্দনা-গান কর্‌বো, রাজভোগ প্রস্তুত কর্‌বো, ফুলশয্যা রচনা কর্‌বো। তুমি রাজ্যহীন, আমি প্রাণেশ্বর হীন নই! চলো নির্জ্জনে তোমায় দেখ্‌বো, দিবারাত্র তোমার নিকট থাক্‌বো, আমার হৃদয়ের প্রীতি উপহার দানে তোমার কর প্রদান কর্‌বো, কপট প্রজার শঠ উপাসনার পরিবর্ত্তে, নির্ম্মল চিত্তে তোমার উপাসনা কর্‌বো;—তুমি কপট রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে নির্ম্মল রাজ্যের রাজা হবে। দাসীকে পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে নাও।

সিরাজ। তুমি কোথায় যাবে ? বন্য পশুর ন্যায়, গোপনে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে গমন করতে হবে, অঙ্গ ছিন্ন-বিছিন্ন হবে ;—রাজপুর-বাসিনী, কখন মৃত্তিকায় পাদক্ষেপ করো নি, কঠিন সঙ্কীর্ণ পথে, কিরূপে আমার সহগামিনী হবে ? বেগম মহিষীর নিকট অবস্থান করো, আমি পাটনায় যাত্রা কচ্ছি, রামনারায়ণের সাহায্যে, সৈন্য সঞ্চয় ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন করবো।

লুৎফ। আমি রাজপুরে থাকবো! অচিরে রাজপুরী শত্রু-করগত হবে, তোমার মহিষী হ'য়ে শত্রুর অধীন হবো ? শত্রুর কুবচন সহ্য করবো ? তোমার দুঃখ সহ্য হবে, তোমার ক্লেশ সহ্য হবে, তুমি নবাব, আজন্ম নবাব, জন্মাবধি কোন আয়াস সহ্য করো নি, তোমার সহ্য হবে !—আর আমি, যে দীন কুটীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেম, তোমার পদসেবা ক'রে ঐশ্বর্য্যশালিনী, সেই পদসেবা এখনো করবো, আমার ক্লেশ সহ্য হবে না ? তুমি চ'লে যাবে, তুমি বনপথে ভ্রমণ করবে, আমি রাজপুরে থাকবো ?—এ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আমি কল্পনায় স্থান দিতে পারি না ! কেন নাথ বিমুখ হচ্ছ, দাসীকে কেন বঞ্চনা কচ্ছ, আমায় সঙ্গে নাও। তোমার বিরহে আমার যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা তোমার বিদ্রোহী শত্রুদেরও দিতে প্রস্তুত নই। দাসীকে বধ ক'রো না, তোমার বিরহে এক দণ্ডও জীবন ধারণ করতে পারবো না !

সিরাজ। তবে চলো—শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর একদণ্ড বিলম্বের অবসর নাই, গভীর রজনী—এই উত্তম সুযোগ।

(উন্মৎ জহুরার প্রবেশ)

উন্মৎ। মা-মা, আমায় একা রেখে কেন চলে এসেছ ? জনাব, জনাব, সেলাম, আমায় কোলে নিচ্ছেন না কেন ? আপনি কোথায় গিয়ে-

ছিলেন? আমায় সঙ্গে নেন নি কেন? আমি হস্তীপৃষ্ঠে আপনার সঙ্গে যেতে বড় ভালবাসি জানেন, তবে আমায় সঙ্গে নেন নি কেন? কেন আমায় আদর কচ্ছেন না? আমি কি কিছু দোষ করেছি?

সিরাজ। না মা, না—তুমি শোওগে—রাত হয়েছে, আমায় দরবারে যেতে হবে।

উম্মৎ। মা—মা, নবাব অমন হয়েছেন কেন মা? তুমি কাঁদ্‌চো কেন মা? কি হয়েছে বলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঁদবো।

সিরাজ। এই এক সর্ব্বনাশ, একে নিয়ে কোথায় যাবো! আহা বৎসে, কেন তুমি আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলে! তুমি স্বর্গীয় দেবদূত, এ শত্রু-গৃহে কেন এসেছিলে!

উম্মৎ। কেন জাঁহাপনা, আমি যে আপনার কন্যা—আমি তো আপনার কাছেই থাকি, আজ এখানে এসে কি দোষ করেছি?

সিরাজ। আহা অবলা বালিকা, কিছুই জানে না, এ আমার মহাপাপের দণ্ড! কঠিন রাজকার্য্যে, কত গৃহে এইরূপ বালিকা রোদন করেছে। বোধ হয় সেই ছবি, ঈশ্বর আমার সম্মুখে উপস্থিত কচ্ছেন! আর বৃথা অনুতাপ, অনুতাপের সময় অতিবাহিত হয়েছে! রাজ্য-মদে, গৌরব-মদে কখনো মনে স্থান দিই নে, যে লোকে এমন নিরাশ্রয় হয়!

(লছমন সিংহের প্রবেশ)

লছমন। জনাব, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি; সেনাপতি মোহনলাল নিরুদ্দেশ! শত্রু আগত প্রায়। দু'টী উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, যত শীঘ্র পারেন, পলায়ন করুন

সিরাজ। লছমন সিংহ, ভাণ্ডার শূন্য ক'রে অর্থদান করেছি, সকলে শপথ ক'রে অর্থ গ্রহণ করেছে, কিন্তু একজনও কি আমার পক্ষে অস্ত্র ধারণ কর্‌তে প্রস্তুত নয়?

লছমন। না জনাব, শত্রুর চর সকলকেই বিমুখ করেছে, ঘসেটী বেগম গুপ্তধন বিতরণ ক'রে, সকলকে আপনার পক্ষ ত্যাগ করতে উত্তেজনা করেছে। বিদ্রোহীর কৌশলে সকলের মনে ধারণা, ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা—বাতুলতা। সকলের হৃদয়ে ধারণা জন্মেছে, যে ইংরাজ সদাচারী, দুর্দম নবাবকে দমন ক'রে, শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হচ্ছে; আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না, সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর্‌তে পার্‌বে। প্রজারা—আবালবৃদ্ধ বনিতা—কোম্পানির জয় গান কচ্ছে, কতক্ষণে কোম্পানীর সৈন্য নগর প্রবেশ কর্‌বে, তার অপেক্ষা কচ্ছে, কথার সময় নাই, পলায়ন করুন।

সিরাজ। লুৎফউন্নিসা, আর বিলম্ব ক'রো না, তোমার রত্নাদি যা কিঞ্চিৎ থাকে, শীঘ্র ল'য়ে এসো;—এ বালিকাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। একে কোথায় রেখে যাবো,—আমাদের যে দশা, বালিকারও সেই দশা হবে। আহা বৎসে, কেন তুমি রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেছ, কুটীরবাসিনী হ'লে, এ গভীর রজনীতে গৃহত্যাগ করতে হতো না!

[লুৎফউন্নিসা ও উম্মৎজহরার প্রস্থান।

লছমন। জনাব, শীঘ্র আসুন, আমি গুপ্তদ্বারের নিকট উষ্ট্র ল'য়ে যাই।

সিরাজ। লছমন সিং, তোমার রাজভক্তিই তোমার পুরস্কার। আমি আর নবাব নই, তোমায় কি পুরস্কার প্রদান কর্‌বো, ঈশ্বর তোমার

মঙ্গল করুন ;—ঈশ্বর-কৃপায় চিরজীবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান করো।

লছমন। জনাব, আর জীবনে সাধ নাই। যদি প্রাণদানে জনাবকে সিংহাসন দিতে পারতেম, জীবন সার্থক জ্ঞান কর্‌তেম। হায়, কেন পলাশীক্ষেত্রে মীরমদনের পার্শ্বে শয়ন করি নাই !

[লছমন সিংহের প্রস্থান।

(করিমের প্রবেশ)

সিরাজ। কে ও !

করিম। কেউ নয় বল্লেই পারেন ;—তবে কি জানেন, আমিও বাঙ্গালী, বঙ্গদেশে আমার জন্ম, সকলে সুসময়ে জনাবের নিকট বক্‌সিস নিয়েছে, এই দুঃসময়ে বক্‌সিস নিতে এসেছি, আর কখন তে পিত্যেস রইলো না। নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকাড়ি কচ্ছে, নবাবী পরিচ্ছদটী আমার চাই, এইজন্য এসেছি। ত, অমনি নিচ্চি নি, বদলা বদলি। এই পাগড়ি নিন, আপনার পাগড়ি দিন ; এই চোগাচাপকান নিয়ে আপনার চোগাচাপকান আমায় দিন। আর এই পাজামাটা ওরই উপর পরুন।

সিরাজ। করিম চাচা, এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়েও তুমি আমায় আশ্রয় দান করতে এসেছ। আমার দৈব বিড়ম্বনা, তাই তোমায় মন্ত্রীত্ব প্রদান করি নি, তোমায় নিয়ে কৌতুক করেছি! করিম, আর দেখা হবে না।

করিম। সেইটে বুঝেই পোষাকটা নিতে এসেছি, নইলে দু'দিন র'য়ে ব'সে নিতুম।

(বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উম্মৎজহুরার সহিত রত্ন-সম্পুট হস্তে
লুৎফউন্নিসার পুনঃ প্রবেশ।)

সিরাজ। চাচা চল্লেম, সেলাম!

করিম। সেলাম! (স্বগত) তোমার এখনো ভাগ্যি ভাল, নবাবী সেলাম পেলে।

সিরাজ। (উম্মৎজহুরার প্রতি) এসো মা এসো, আমরা বেড়াতে যাবো।

[করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

করিম। (উদ্দেশে নবাবকে সেলাম করিয়া) একটা পাজামা পেলে ঠিক হতো, একটু বেশাট হচ্ছে। না, ঐ যে নবাব ছেড়ে দিয়ে গেছে ;—নিই, ঐটে প'রে নবাব হ'য়ে সদর দোর দিয়ে বেরুই। আমার বাহবা আছে, ছিলেম কামিনীকান্ত, হলেম করিম চাচা, আবার এই নবাব হ'য়ে দাঁড়াই। তবে সেলাম খাবার পরিবর্ত্তে তলোয়ারের চোট খাওয়াই অধিক সম্ভাবনা। তা হ'লেই বা ‍দুনিয়া ছেড়ে গেলে একটু আফিং কি আর কেউ দেবে না? না দেয় আর কি করবো, কাটামুণ্ডতেই হাই তুলবো! এই তো বাবা বেফাঁস হ'য়ে গেল, জুতো জোড়াটার মর্য্যাদা বুঝলুম না! কামিনীকান্ত, তোমার মেধা বড় কম। ইংরেজের বুট পায়ে জুতো দেখেও জুতোর মর্য্যাদা শিখলে না! অনেক বাঙ্গালী ভায়াকেই বুটের মর্য্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে, না হয় তোমার বরাতে হলো না, কি করবে! নবাবটা জুতো খেয়ে বিদেয় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে। করিম চাচা, তুমি কে হে? অদৃষ্ট খণ্ডন করতে এসেছ! এসো এখন সটান নবাব হ'য়ে বেরোও ; নাও নাও, পাজামাটা কুড়িয়ে নে এসো।

[প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দী-বেগম ও ঘসেটী বেগমের ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ।)

ঘসেটী। মা নবাব-বেগম, সিরাজকে খুঁজতে এসেছো, আদরের পুষ্যিপুত্রকে খুঁজ্‌তে এসেছো? পাতি পাতি ক'রে পুরী অন্বেষণ করো, দেখ, যদি খুঁজে পাও, আমিও অন্বেষণ কচ্ছি। মতিঝিল ভঙ্গ করেছিলে, তোমার রাজপুরী ধূলিসাৎ হবে; সেদিন তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার চক্ষে শত ধারা বয়েছে, আজ তোমার চক্ষে শতধারা বইবে, আমিনার চক্ষে শত ধারা বইবে, মতিঝিল যেমন বেষ্টন করেছিলে, শত্রু সৈন্য তেমনি পুরী বেষ্টন কর্‌বে;—মতিঝিল যেমন লুণ্ঠিত হয়েছিল, তোমার পুরীও সেইরূপ লুণ্ঠিত হবে; আমি যেমন হাহাকার ক'রে পুরী পরিত্যাগ করেছিলেম, সেইরূপ উচ্চ হাহাকার রাজপুরীতে উত্থিত হবে।

বেগম। পাপীয়সী, রাক্ষসী, এখনো তোর শান্তি নাই? এখনো তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? আরে কুলকলঙ্কিনি, আরে দুশ্চারিণী! তোর কি কিছুতেই তৃপ্তি নাই? কুলে কলঙ্ক দিলি, রাজপুরে সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তবু তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না?

ঘসেটী। না, এখনো পূর্ণ হয় নি! আমি দুশ্চারিণী,—আমিনা দুশ্চারিণী নয়? আমিনা তোমার কন্যা, তার পুত্রের সিংহাসন, আমি তোমার কন্যা নই? ঐক্রামদ্দৌলার পুত্রের কি রাজসিংহাসন বাসনা নাই? কেন—কি নিমিত্ত আমাদের বঞ্চিত করেছ? পক্ষপাতী, কন্যা-মমতা-বর্জ্জিতা, এখনো আমার তৃপ্তি সাধন হয় নাই,—তোমার উচ্চ আর্ত্তনাদ এখনো শ্রবণ করি নি, এখনো আমিনা বক্ষে করাঘাতে রোদন করে নি, এখনো সিরাজ-মহিষীরা পতিশূন্যা হয় নি, এখনো লালকুঠি ভঙ্গের প্রতিশোধ হয় নি,

এখনো আমার বন্দী অবস্থার প্রতিশোধ হয় নি, এখনো হোসেন-কুলির শোণিতের প্রতিশোধ হয় নি।

(বেগে মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। মা, নবাব কোথায় ?

বেগম। বৎস কি সংবাদ ? তুমি কি রণজয় ক'রে এসেছ ? তোমার সৈন্য কোথায় ? তারা কি শত্রু দমন করেছে ? শুন্‌ছি ফিরিঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আস্‌ছে, তাদের প্রতিরোধের কোন উপায় ক'রেছ কি ?

মোহন। মা, আমি একা, আর আমার সৈন্য-সামন্ত নাই। নবাব কোথায় বলুন, তাঁকে গদীতে বসিয়ে, এখনি সৈন্য সৃষ্টি কর্‌বো, আমার উত্তেজনায় কোটী বক্ষ উত্তেজিত হবে, মুর্শিদাবাদে কখনই শত্রু প্রবেশ কর্‌বে না, নবাব কোথায় ?

ঘসেটী। মোহনলাল—বিফল চেষ্টা, আর সৈন্য সংগ্রহ করা তোমার সাধ্য নয়! আমার গুপ্ত ধনাগার শূন্য ক'রে, সিরাজ পক্ষীয় সকলকে নিরস্ত করেছি, তোমার সাধ্য নাই, যে উত্তেজিত করো! সিরাজের রাজমুকুট ভূমিশায়ী হয়েছে, যেমন সুন্দর মতিঝিল ভূমিসাৎ করেছিলে, সিরাজের বাসস্থানও সেইরূপ ভূমিসাৎ হবে; মতিঝিল যেরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হয়েছিল, সিরাজের পুরীও সেই-রূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হবে! আমি কে জানো ? আমায় চেনো না, আমি ঘসেটী বেগম।

মোহন। তুমি নবাবের মাতৃস্বসা, আমার বধ্যা নও!—কিন্তু যে শত্রুর জয়ে উল্লাস প্রকাশ কচ্ছ, সেই শত্রুর হস্তে তোমার কি অবস্থা হবে, একবারও বিবেচনা করো নি ? মীরজাফর তোমার

আত্মীয়, কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নি? রাজপুরে রাজমাতার ন্যায় অবস্থান কচ্ছিলে, এখন মীরজাফরের বাঁদী হবে, রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে, কুটীরে অবস্থান করতে হবে। সামান্যা ভিখারিণীর অবস্থা ঈর্য্যা করবে। তুমি পিশাচিনীর ন্যায় ব্যবহার ক'রেও পিশাচকে চেন নি? কি পৈশাচিক ব্যবহার, একবারও হৃদয়ে স্থান দাও নি? যে রাজ্যলোভে, মান, মর্য্যাদা, জাতীয়তা, স্বদেশগৌরব, মুসলমানের গৌরব, সামান্য বণিকের পদে অর্পণ করেছে,—সে যে পিশাচের কৃতদাস তা কি অবগত হও নি? সে পৈশাচিক মন্ত্রে দীক্ষিত, তা তোমার উপলব্ধি হয় নি? তার পৈশাচিক ব্যবহারে বাঙ্গলা দগ্ধ হবে, তা কি তোমার অনুমিত হয় নি? অনুতাপের দিন উপস্থিত হবে, কিন্তু অনুতাপে অবস্থা পরিবর্ত্তন হবে না! আমি রাজভক্ত, স্বদেশভক্ত, আমার অভিশাপ বিফল নয়। (আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রতি) মা, চল্লেম, নবাব কোথায় দেখি।

[অভিবাদন পূর্ব্বক মোহনলালের প্রস্থান।

বেগম। পিশাচী, তুই এই সর্ব্বনাশের মূল!

ঘসেটী। হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমার গর্ভজাত কন্যা, পিশাচী ব্যতীত আর কি হবে? তোমার গর্ভে আর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে?

[আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রস্থান।

হোক, মোহনলালের অভিশাপ পূর্ণ হোক! আমার আর অধিক দুরবস্থা কি হবে? আমার তো সকলি ফুরিয়েছে; একজন কারারক্ষকের পরিবর্ত্তে আর একজন কারারক্ষক হবে। আমায় কি পীড়িত করবে? সিরাজের গৌরবে আমার যে মর্ম্মপীড়া, তার শতাংশের এক অংশ পীড়া দিতে কেউ সক্ষম নয়! সে নরক-

যন্ত্রণা অপেক্ষা আর কি গুরুতর যন্ত্রণা হ'তে পারে! সিরাজের পতনে যে উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছি, সেই উল্লাসে সকল সহ্য কর্‌বো! রাজপুরে হাহাকার শুন্‌বো,—পক্ষপাতিনী জননীর যন্ত্রণা দেখ্‌বো,—সিরাজ-মহিষীগণের দুর্দ্দশা দেখ্‌বো,—আমায় যন্ত্রণা দেবে?—এ সুখে আমার যন্ত্রণা কিসের! সর্ব্বনাশ হোক—সর্ব্বনাশ হোক—সর্ব্বনাশ হোক!

(দুইজন সৈন্যসহ মীরণের প্রবেশ)

মীরণ। কই সিরাজ কোথায়?

ঘসেটী। সিরাজ পালিয়েছে, তার অনুসরণ করো।

মীরণ। লুৎফউন্নিসা কোথায়?

ঘসেটী। সেও পুরী পরিত্যাগ করেছে, বোধ হয় সিরাজের সঙ্গে গিয়েছে।

মীরণ। তোমার ধনাগার কোথায়?

ঘসেটী। আমার ধনাগার অর্থশূন্য, সিরাজের বিরুদ্ধে সে অর্থব্যয় হয়েছে। সিরাজের পক্ষে যারা সজ্জিত হচ্ছিলো, সেই অর্থদানে তাদের নিরস্ত করেছি।

মীরণ। মিথ্যা কথা, অর্থ গোপনে রেখেছ।

ঘসেটী। কি মীরণ, আমায় মিথ্যাবাদী বল্‌ছ? আমার অর্থ-সাহায্যে তোমরা কৃতকার্য্য হ'য়েছ, আমার অর্থ-সাহায্যে সৈন্যগণ সিরাজের পক্ষ ত্যাগ ক'রে তোমাদের পক্ষ হয়েছ,—নচেৎ কি ভাব, তোমাদের জয়লাভ হ'তো? আমার প্রতি তোমার এইরূপ দুর্ব্বাক্য! তুমি অতি হীন, তাই বল্‌ছ আমি মিথ্যাবাদী। তুমি মিথ্যাবাদী, তাই তোমার অন্তরের অনুরূপ আমার অন্তর দেখ্‌ছ!

মীরণ। ঘসেটী বেগম, খুব কথার ছটা! এখন বুঝ্‌লেম, তোমার সাহায্যে সিরাজ পলায়ন করেছে। রাজপুরে সিরাজের প্রহরী থাকা তোমার উচিত ছিল, সে কার্য্য তুমি করো নি। তুমি বন্দী, নবাব মীরজাফরের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করেছ, কারাগারে অবস্থান করো, যন্ত্রণায় গুপ্ত অর্থ প্রদান কর্‌বে। যাও—বন্ধন দশায় একে কারাগারে নিয়ে যাও।

(সৈনিকদ্বয়ের ঘসেটী বেগমকে বন্ধন করিয়া গমনোদ্যম)

ঘসেটী। মীরণ, মীরণ, আমায় বন্দী করো, কিন্তু এখনি সিরাজের অনুসরণ করো:—সিরাজ কোথায় দেখো, নচেৎ নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে না। মোহনলাল সিরাজের অনুসরণ করেছে, সে কোথায় দেখো, সে পরম শত্রু, সে জীবিত থাক্‌তে তোমাদের শান্তি নাই।

মীরণ। যাও নিয়ে যাও--

[ঘসেটী বেগমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

লুৎফউন্নিসা, বড় আশায় এসেছিলেম: এই পাপীয়সীর অসতর্কতাতেই লুৎফউন্নিসা পলায়ন করেছে। কোথায় যাবে, চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যেথায় যাক—পুরস্কার-আশায় কেউ না কেউ তারে বন্দী ক'র্‌বে।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিম।

করিম। ক'দিন ধ'রেছে; নবাবীটে কচ্ছি, আফিংও ফুরিয়ে এলো। না খেয়ে নবাবী চলে. কিন্তু আফিং বিরহে বড় প্যাঁচ! নবাব পাটনার দিকে গিয়েছে, আমি তো উল্টো দিকে চল্‌ছি। এমন জগ্‌জগে পোষাক দেখে কোন ব্যাটা সেলাম দেয় না, কেউ চেয়েও দেখে না! ওঃ এতবড় নবাবের ব্যাটা নবাব চলেছে, কেউ খোঁজ নিচ্ছে না বাবা! যাই. যারা নবাবকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে, তাদের সাম্‌নে একবার পড়ি। নবাবকে ধরেছে ব'লে একটা গোল উঠ্‌লে, নবাব একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে পালাতে পার্‌বে। ঐ যে দু' ব্যাটা দেখ্‌ছে, আমি পালাবার মত ভাবটা করি।

[প্রস্থান।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। চলো—চলো - ঐ নবাব ভাগ্‌তা হ্যায়, ওস্‌কো পাকড়ে, বহুৎ এনাম মিলেগা।

২য় সৈন্য। নেই ভাই, হাম্‌সে নেই হোগা. হাম রজপুত হ্যায়, বহুৎ রোজ নিমক খায়া! পাকড়নে হোয়. তোম্ যাকে পাক্‌ড়ো।

১ম সৈন্য। আরে উস্‌কো পাশ তলোয়ার হ্যায়, হামি একেলি পাকড়নে সেকেঙ্গি ক্যায়সে ?

২য় সৈন্য। খুসী তোমারা, হাম চলে!

[২য় সৈনিকের প্রস্থান।

(করিমের পুনঃ প্রবেশ)

করিম। (স্বগত) এক ব্যাটা পালাল যে? (প্রকাশ্যে ১ম সৈনিকের প্রতি) ওহে আমি নবাব, আমায় লুকিয়ে রাখ্‌তে পারো?

১ম সৈন্য। আইয়ে জনাব,—আইয়ে, গরীবখানামে আইয়ে।

করিম। না বাবা, রায়দুর্লভ ওখানে আছে, তুমি খবর দেবে, আমি পালাই।

১ম সৈন্য। নেই জনাব, নেই জনাব—

[করিমের প্রস্থান।

হাম রাজা রায়দুর্লভকো খবর দে, বহুত এনাম মিলে গা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ভগবানগোলা—পীরের দরগা।

দানসা।

দানসা। এ দরগা পাত্‌ছি মিছে, কেউ সিন্নি দিবার আসে না। সকতজঙ্গটা ম'রে আর সরাব পাবার যুত নাই। ছুড্‌ডে আস্‌টা প্যাণ্ডাম—বেশ ছেলাম,—ঐ হালার পুত হালার নবাবটা সব বরবাত দিলে! ঐ একটা ছুরি আস্‌তিছে। যেন দরগা মুখেই আস্‌তিছে;—এ ছুরিছারা হ'লি কিছু বাগ হয়। ও বাবা—এটা সেইডে—এটা মোর মাসার নানী,—এ আবার কোন্‌থে অ্যালো! যেন হস্তে কুম্ভির মত বুলতিছে! এ ধেরে পেত্‌নার ছা।

(জহরার প্রবেশ)

জহরা। ফকির—ফকির—

দানসা। আরে লও, তোমার সলার মধ্যি কোন হালা যায়! ডাক্‌ছো কি আমার নাক কাণটা গজাইচে? ফের কাট্‌বার চাও!

জহরা। আরে না না ঢের টাকা পাবে।

দানসা। আরে টাকা দাও গিয়ে তোমার মাসীরি, যার সাত জোরা নাক কাণ আছে, তারে গিয়ে টাকা দাও।

জহরা। আরে এই নাও,—

দানসা। হ্যা—সেবারও দি'ছিলে! দানোর টাকা কি থাহে—মোহনলাল হালা গালে চড়া মারি কারি নেলে,—তোমার সলার মধ্যি আর মোরে পাবা না!

জহরা। আরে ঢ্যাট্‌রা দিয়েছে শোন নি? নবাব পালিয়েছে, যে ধ'রে দিতে পারবে, সে অনেক পুরস্কার পাবে।

দানসা। ধরো যাইয়ে তুমি। সেবারও ঢ্যাট্‌রা দেওয়াইছিলে,—এবারও ঢ্যাট্‌রা দিইছো, আমি তোমায় সমজাইচি।

জহরা। শোনো শোনো—তোমার কোন ভয় নাই। নবাব, হয় এই রাস্তা দিয়ে পালাবে,—নয় পদ্মা দিয়ে রাজমহলে যাবে। আমি সে দিক আট্‌কে থাক্‌বো, তুমি এ দিক আট্‌কাও।

দানসা। হ্যাদে মোর সাথ লাগ্‌ছো ক্যান্? মোর গোস্ত কি বর মিঠা ছাখ্‌ছো, মোরে খাবার ফিকিরে ঘুর্‌তিছো?

জহরা। নাও নাও, এই টাকা নাও। (মুদ্রা প্রদান) যদি নবাবকে ধরিয়ে দিতে পারো, ও টাকা তোমার। যদি নবাবের সন্ধান পাও, ঐ দূরে ধ্বজা উড়্‌চে দেখছো, ঐ মীরকাসিমের তাঁবু, ঐ খানে সংবাদ দিয়ো।

দানসা। হ্যাদে যাও—যাও—দিব এনে—দিব এনে।

জহরা। কিছু ভয় ক'রো না, যদি সংবাদ দিতে পারো, তোমার ভাগ্য ফিরবে।

[প্রস্থান।

দানসা। এটা খ্যাপছে। এ জহরৎ দেখ্তিছি,--কাপর চাপা থাক্; যদি ওরে—ও কাপরের মধ্যিই ওরবে, ও আমি ছোবো না; ওটা ডান, মুই সমজ্ করছি! হ্যাদে মোরে কেটা ধরবার আইচে না কি? মুই সরে থাকি। [প্রস্থান।

(সিরাজদ্দৌলা ও উম্মৎজহরাকে ক্রোড়ে করিয়া লুৎফউন্নিসার প্রবেশ)

লুৎফ। আহা, বাছা আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নবাব-দুহিতা ভিখারিণীর অধম! যে সুবাসিত সুশীতল জল দেখে মুখ ফিরিয়েছে,—সে দুষ্প্রাপ্য মিষ্টান্ন কুক্কুর-বিড়ালকে দিয়েছে,—আমির-বাঞ্ছিত ফল যে লোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া ক'রেছে, সে আজ তিন দিন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় বিকল!

উম্মৎ। না মা না, আমার ঘুম পেয়েছে—ঘুমোবো, তুমি কেঁদো না। আমি গাছতলায় শুয়ে ঘুমোবো। তুমি কোল থেকে নামিয়ে দাও, আমি চলতে পারবো।

সিরাজ। এ দেখ্ছি ফকিরের আবাস, এই স্থানে একটু বিশ্রাম করি। অনেক দূর এসেছি, বোধ হয় এখানে শত্রুর আশঙ্কা নাই; বিশেষ এ দেবস্থান,—এই খানেই আশ্রয় গ্রহণ করি।

উম্মৎ। মা আমি শুই, তুমি কেঁদো না। (শয়ন)

সিরাজ। যখন এই কন্যারত্ন জন্ম গ্রহণ করে, ভেবেছিলেম কি আনন্দের দিন। আজ এই বালিকার মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে, কি কুক্ষণেই এর জন্ম। অতি দীনদরিদ্রের সন্তানেরও ভিক্ষা-অন্নে

ক্ষুধা- তৃষ্ণা দূর হয়েছে, এই বালিকা অনাহারে! সকল দুঃখ বিস্মৃত হ'তে পার্‌ছি, এই বালিকার মুখ দেখে যে প্রাণ ফেটে যায়!

লুৎফ। জনাব, এ নির্জ্জন স্থান, এইখানেই অবস্থান করুন। ফকিরজী এখনই বোধ হয় ফিরবেন। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হ'লে কদাচ ত্যাগ কর্‌বেন না। বঙ্গেশ্বর, অধীর হবেন না।

সিরাজ। প্রিয়ে ফুরায়েছে—রাজ-অভিনয়।
কল্পনায় না হয় উদয়,
কয় জন বিদেশী বণিক,
কাড়ি নিল সিংহাসন।
ধূমকেতু উদি অকস্মাৎ শুষিল সাগর-নীর।
বঙ্গ-সিংহাসন, না জানি কি কুহকে গঠন,
অধিকারী বর্ত্তন তাহার—কুহক প্রভাবে যেন!
শুনি অষ্টাদশ জন পাঠান আসিয়ে,
লইল কাড়িয়ে লক্ষ্মণ সেনের গদী।
বসিল পাঠান যবে হিন্দু-সিংহাসনে,
বঙ্গবাসীগণে না করিল অঙ্গুলি চালন।
এবে দূরদেশবাসী মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি আসিয়ে,
সিংহাসন লইল কাড়িয়ে,
রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে—
অভিনয় নেহারিল বিপুল বাহিনী।
হয় অনুভব,
বঙ্গের এ জলবায়ু মৃত্তিকা প্রভাব।
রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত—
কহে যত হিন্দুগণে।

সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা,
নাহি হেন অন্য কোন স্থানে।
পুত্রের মমতা নাহি বঙ্গমাতা হৃদে !

লুৎফ। প্রভু, কাতর হবেন না, এখনো আমাদের আশা আছে। পাটনায় রাজা রামনারায়ণ অবশ্যই এ সংবাদ পেয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাদের অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ করেছেন; ফরাসী মুঁসালাও নিশ্চিন্ত নাই। কোনরূপে তাদের সহিত মিলিত হ'তে পারলেই আমরা নিরাপদ হবো। এই ফকিরের আস্তানায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে, আবার যাত্রা ক'রবো।

সিরাজ। নাহি আর সম্ভাবনা তার,
নাহি হয় আশার সঞ্চার ;
মহাভয় উদয় হৃদয়ে—
হেরি ভবিষ্যৎ-ছবি তমোময়।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোঁহে মিলি প্রবেশি সলিলে ;—
ধরাবাস কারাবাস সম।
হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজাগণে,
এবে দেবস্থানে বসিয়ে নির্জ্জনে—
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ !
ভোজ্য হেতু পর উপাসনা,
একমাত্র সুখকর মরণ কল্পনা !
হায় কেন প্রাণভয়ে হইয়ে বিকল,
ত্যজি রণস্থল, করিলাম পলায়ন !—
এ হেন দুর্গতি ছিল ভালে !

(দূরে দানসার প্রবেশ)

দানসা। (স্বগত) হ—হ—এমন জুতা কি যার তার হয় ! চিন্‌ছি—চিন্‌ছি—এ হালার পুত হালারে ধরাইমু। সে পেতনার বেটী, সয়তানের নানি, এবার ঠিক বল্‌চে। হালা—নাক-কাণ কাট্‌বা!

সিরাজ। ঐ বুঝি ফকির আস্‌ছেন।

(দানসার প্রবেশ)

দানসা। আজ কি ভাগ্যি খোল্‌চে, আস্‌তানায় অতিথ আস্‌ছে। এই ক'দিন ধরি ঢুরচি, একটা অতিথ পালাম না, আজ আপ্‌নারা আস্‌ছেন, ভাগ্যি ফির্‌চে।

সিরাজ। ফকির সাহেব, আমরা মোসেফের, বড় ক্ষুধায় কাতর। আপনি যদি কিঞ্চিৎ ভোজ্য বস্তু দেন, আমাদের জীবন রক্ষা হয়। এই বালিকা পর্য্যন্ত তিন দিন অনাহারে ; আপনাকে যথাবিধি পূজা প্রদান ক'র্‌বো।

দানসা। আহা এমন অতিথ আজ পালাম ! এখনি খিচরি পাকাবো অ্যানে, এই সিন্নি আন্‌বার যাতিচি ; সিন্নি খাইয়ে একটু পানি খাও। (স্বগত) সব ছাপাইচো, জুতা ছাপাইবার পারো নাই ! (প্রকাশ্যে) এই আলাম, একটু বসেন, আহা বর কেলেশ পাইচেন—বর কেলেশ পাইচেন।

[দানসার প্রস্থান।

লুৎফ। প্রাণেশ্বর—পালাও, আর এক তিল বিলম্ব ক'রো না, ও নিশ্চয় তোমার শত্রু, ও তোমায় চিনেছে, ও তোমার পাদুকার পানে বার বার দৃষ্টি করেছে। এ ভণ্ড ফকির, বিলম্ব ক'রো না, পালাও—পালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌লে এখনি ধরা পড়্‌বে। তুমি পাদুকা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

সিরাজ। তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবো! কলঙ্কের বোঝা মস্তকে ধারণ ক'রে, রণস্থল ত্যাগ ক'রে এসেছি। ভীরুতায় সিংহাসন বর্জ্জন করেছি, আর কলঙ্ক মস্তকে দিয়ো না। আর আমার জীবনে সাধ নাই। অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমার চিন্তা দূর হয়েছে।

লুৎফ। চলো, আমি কন্যাকে নিয়ে ফকিরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাই, তুমি অন্যদিকে যাও। কোনরূপে আজিমাবাদ পৌঁছুতে পার্‌লে, তুমি নিরাপদ হবে। আমার নিমিত্ত ভেবো না, আমি পতিপ্রাণা, আমায় কেউ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি নিরাপদ, এ সংবাদ পেলে, আবার আমি রাজরাণী হবো। যাও—যাও, বিলম্ব করোনা।

সিরাজ। প্রিয়ে, কুক্কুরের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হবে। আর কত সহ্য কর্‌বো ; আর কেন লুকোচুরী, আজই চরম হোক!

(মীরকাসিম, মীরদাউদ, দানসা ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

দানসা। এই নবাবটা, এই দ্যাহেন জুতা দ্যাহেন। হ্যাদে খিচরি খাবা? আমারে চেন্‌ছো কি? এই মোমের নাক বানাইচি, মোমের কান বানাইচি। এখন বোঝ্‌লা,—সেই দানসা।

মীরকাসিম। জনাব, এ অবস্থায় কেন? আসুন! এ ফকিরের আস্তানা কি রাজ্যেশ্বরের শোভা পায়!

সিরাজ। মীরকাসিম, সম্পূর্ণ প্রতারণায় তোমার জিহ্বা শিক্ষিত। যখন নবাব ছিলেম, তখনো তোমার কপট চাটুকারিতা, এখনো তোমার সেই কপটতা,—আমায় 'জনাব' ব'লে ব্যঙ্গ কচ্ছ। শ্বশুর সিংহাসন পেয়েছে, নবাব-জামাতা হয়েছ। কিন্তু জেনো, ফিরিঙ্গি-কালসর্প এনে রাজ্যে স্থান দিয়েছ, গরলে রাজ্য জর্জ্জরীভূত হবে! অচিরে সকলের আমার দশা হবে, তখন আমায় স্মরণ কর্‌বে। চলো, কোথায় যেতে হবে।

মীরদাউদ। বেগমসাহেব, উঠুন। আপনি যে বেগম, সেই বেগম থাকবেন, চিন্তা কি? যুবরাজ মীরণের পত্নী হবেন, তাঁর নিকটও এইরূপ যত্নে থাকবেন।

লুৎফ। কুকুর, তোর জিহ্বা দগ্ধ হলো না, তোর মুণ্ডে বজ্রাঘাত হলো না, তোর মীরণের মুণ্ডে বজ্রাঘাত হলো না!

সিরাজ। প্রিয়ে, কার কথার উত্তর দিচ্ছ?—আবদ্ধ সিংহ-সিংহিনীকে দেখে কুক্কুর চিরদিনই চীৎকার করে!

দানসা। হ্যাদে চিন্‌চো কি? সেলাম! দানসা ফকিরে চিন্‌লা কি? তোমার কান দু'টা লইয়ে, নাকটা লইয়ে জোরা দিমু। দানসা ফকির যেমন তেমন পাইচো?

উম্মৎ। (নিদ্রিতাবস্থায়) মা, একটু জল!—বড় গলা শুকিয়েছে! (নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া) ও মা—মা, এরা কারা? ও মা আমার ভয় করে, এরা হেথায় কেন—এরা হেথায় কেন?

লুৎফ। মা, স্থির হও, আমরা শত্রুহস্তে পতিত। তুমি নবাব-কন্যা, নবাব-কন্যার ন্যায় ব্যবহার করো, শত্রুর সম্মুখে বিকল হয়ো না।

সিরাজ। মীর কাসিম, এই বালিকাও কি তোমাদের নিকট অপরাধিনী? একে দেখে কি মমতা হয় না? একদিন তোমার নবাব ছিলেম, নবাবের অন্নে তোমাদের বংশ পালিত, এ বালিকাকে দয়া ক'রো,—বঙ্গেশ্বরের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা ক'রো। আমি তোমাদের শত্রু, বালিকা নয়,—আপনার অবর্তমানে এ বালিকার পালনের ভার মীরজাফর খাঁর,—বালিকা তিন দিন অনাহারে!

মীরদাউদ। আসুন—আসুন,—সিংহের কন্যা সিংহিনী!

সিরাজ। দাউদ, মুসলমান ব'লে পরিচয় দিয়ো না! বাঙ্গলায় মুসলমান নাম কলঙ্কিত, আর কলঙ্ক-কালি লেপন করো না!

উম্মৎ। জনাব—জনাব, আমার মরূতে ভয় নাই ;—আমি খোদাকে ডেকে মরূবো, খোদা আমায় নিয়ে গিয়ে, ভাল সরবৎ দেবেন! মা কেঁদো না, ঐ দেখ, আল্লা আমায় নিতে দূত পাঠিয়েছেন! (পতন)

লুৎফ। কি হলো! (চীৎকার করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

সিরাজ। কেঁদো না,—পবিত্রা বালিকা অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করেছে। যদি কেউ মুসলমান থাকো, বালিকাকে কবর দিয়ো! আল্লার নাম নিয়ে প্রাণত্যাগ করেছে, নচেৎ আল্লার নিকট গুণাগারি হবে। মীরকাসিম, চলো।

মীরকাসিম। (দাউদের প্রতি) তুমি বেগমকে হস্তীপৃষ্ঠে, যুবরাজ মীরণের নিকট নিয়ে যাও। আমি নবাবকে দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। (সিরাজের প্রতি) জনাব, আসুন।

সিরাজ। কি—কি? এততেও তোমরা তৃপ্ত নও,—আমাদের একত্রে স্থান দিতেও সম্মত নও?

মীরদাউদ। সিংহ-সিংহিনী—এক পিঞ্জরে রাখ্‌তে ভয় হয়।

সিরাজ। (লুৎফউন্নিসার প্রতি) প্রিয়ে, এই শেষ দেখা! এরা নরকের অনুচর। বালিকার মৃত্যু দেখেছি, তোমার মৃত্যু দেখ্‌লে শান্তিলাভ করূতেম!

লুৎফ। (সিরাজকে আলিঙ্গন করিয়া) না—না—নবাবের চরণে আমায় স্থান দাও,—এ সময়ে আমাদের বিচ্ছেদ ক'রো না,—পতি-পত্নী বিচ্ছেদ ক'রো না। ঈশ্বর সম্মুখে শপথ ক'রে, পরস্পর মিলিত হয়েছি, সে বন্ধন ছেদ ক'রো না। যদি না সম্মত হও, তোমাদের নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ করো!

মীরকাসিম। কেন—কেন—চিন্তা কি? তোমায় বধ করূবো, এমন কি সাধ্য! তোমার দুঃখের অবসান হয়েছে।

লুৎফ। দয়া কর, কৃপা কর, ভিখারিণীকে ভিক্ষা দাও, নির্দ্দয় হয়ো না।

সিরাজ। প্রিয়ে, কথায় পাষাণ দ্রব হয় না। বাধা দিয়ো না, কৃতদাসেরা অঙ্গস্পর্শ কর্‌বার সুযোগ পাবে। যথায় ল'য়ে যায়, যাও, ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রো।

মীরকাসিম। এই যে, জনাবের ধর্ম্মে মতি হয়েছে!

লুৎফ। প্রাণেশ্বর! আর কি এ জন্মে তোমার দেখা পাব না। (মূর্চ্ছা)

(মীরদাউদ প্রভৃতির মূর্চ্ছিতা লুৎফউন্নিসার নিকট অগ্রসর হওন)

সিরাজ। অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না। প্রিয়ে—প্রিয়ে—ওঠো, তুমি ত ভীরু নও! অধীরা হ'য়ো না, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা কর্‌বেন।

[মূর্চ্ছা ভঙ্গে লুৎফউন্নিসার উত্থান।

(মীরকাসিমের প্রতি) চলো।

[মীরকাসিম ও সিরাজদ্দৌলার প্রস্থান।

লুৎফ। ভগবান কি করলে!

মীরদাউদ। আসুন, হস্তী প্রস্তুত।

সৈনিক। ফকির—ফকির, একটু জল দাও। তিন দিন অনাহার, বোধ হয় মূর্চ্ছা গেছে। (মীর দাউদের প্রতি) সাহেব, বহুদিন খাঁ সাহেবের আমি ভৃত্য, এই বালিকাটী আমায় ভিক্ষা দিন।

[দানসা ও সৈনিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফকির—ফকির, একটু জল দাও।

দানসা। এহানে পানি পাবো কনে?

সৈনিক। যথার্থ ফকিরী গ্রহণ করেছ।

[বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান।

দানসা। দেহি—দেহি—কি হাল্‌টা! অ্যাদ্দিনে মোর বুকের কাঁটা উঠ্‌লো।

[নৃত্য করিয়া প্রস্থান।
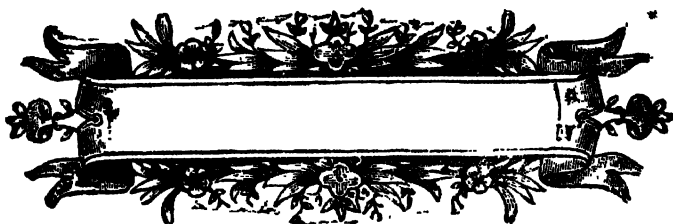
পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—মীরণের কক্ষ।

মীরণ ও মহম্মদী বেগ।

মীরণ। মহম্মদীবেগ, তোমায় এ কাজ করতেই হবে। সিরাজ কারাগারে আছে, এই চাবি নাও, তারে বধ ক'রে নবাবের খয়ের খাঁ হও। তোমায় হাজারি পদ দেবো। তুমি কেমন নেমকহালাল—বুঝ্‌বো! কি ভাব্‌ছো?

মহম্মদী। তাইতো—তাইতো, আলিবর্দ্দী বড় যত্ন কর্‌তো, তার বেগমও যত্ন কর্‌তো—

মীরণ। তুমিও কি কম করেছ?

মহম্মদী। হুঁ—তা—করেছি;—আমি হাজারি চাই নি,—আমায় কি দেবেন—দেন। দেখুন, কেউ এ কাজ কর্‌তে চাচ্ছে না, কেউ এ কাজ কর্‌বেও না!

মীরণ। তুমি যা চাও, দেবো।

মহম্মদী। না—আগে দিন,—

মীরণ। আচ্ছা, তুমি এসো। আমি লুৎফউন্নিসার কারাগারে যাচ্ছি, লুৎফউন্নিসার যত জহরৎ লুট হয়েছে, সব তোমায় দেবো।

মহম্মদী। হাঁ—হাঁ—বান্দা তাঁবেদার—বান্দা তাঁবেদার!

মীরণ। তবে প্রস্তুত হ'য়ে এসো।

মহম্মদী। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—আমি হুকুমবরদার, নিমকহারাম নই।

[মীরণের প্রস্থান।

কেন—আমার গুণা কি? যে নবাব,—তার হুকুম রাখ্‌বো। আলিবর্দ্দীতো সরফরাজখাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে নবাব হয়েছিল; তখন তার হুকুম মেনেছি। সিরাজ নবাব হয়েছিল, তখন তার হুকুম মেনেছি। তার হ'য়ে কি না করেছি? মেয়ে মানুষ বুটিয়েছি;—এখন মীরজাফর খাঁ নবাব, তার হুকুম রাখ্‌বো না? খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে!—রেখে দাও—খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ। বাদসার বেটা বাদসাকে খুন ক'রে তক্ত নিয়েছে। প্রতিপালক নবাবকে বধ ক'রে কত লোক নবাবী নিয়েছে;—কেন, এই আলিবর্দ্দী ত নিয়েছে, তাতে নিমকহারামী হয় নাই? ভাইকে খুন করে, চাচাকে খুন করে, আমার খুন কর্‌তেই দোষ! পরকাল!—সে তখন দেখা যাবে,—শেষ মক্কায় যাবো—আর কি। ঢের জহরৎ—আমীর হ'য়ে যাবো!

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—মীরণের বিলাস-গৃহ।

লুৎফউন্নিসা।

লুৎফ। প্রাণেশ্বর, কোথায় তুমি? এ দাসীকে ফেলে কোথায় আছ! প্রাণ, তুমি তো কঠিন, তবে এ মৃত্তিকার দেহ ভঙ্গ ক্‌র্‌তে পাচ্ছ না কেন? আর কেন দেহে আছ? কই, অনাহারে তো মৃত্যু হয় না! বালিকা অনাহারে মরেছে। আমার কঠিন প্রাণ, অনাহারে কেন বেরুবে! আমার দেহ বজ্র নির্ম্মিত! এ সময়ে যদি কেউ বন্ধু থাকে, যদি আমায় গরল প্রদান করে, আমি তার মঙ্গল কামনা ক'রে প্রাণত্যাগ করি। এততেও মৃত্যু হলো না, এত যন্ত্রণাও সহ্য হয়!

(মীরণের প্রবেশ)

মীরণ। প্রেয়সি, কার জন্য ভাব্‌ছো, কার জন্যে কাঁদ্‌ছো? সিরাজ তোমায় তাল্লাক দিয়ে ত্যাগ করেছে। আমার তুমি হৃদয়েশ্বরী, আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। সিরাজের শত শত বেগম ছিলো;— আমি তোমার পদপ্রান্তে প'ড়ে থাক্‌বো।

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি সয়তান,—অসহায়কে পীড়ন কর্‌তে এসেছ? তুমি কি পশু? তুমি কি সম্বন্ধ-বিচার শূন্য? আমি তোমার মাতৃ-স্থানীয়া, আমার উপর এই উক্তি? মীরণ তোমার কল্যাণ হোক, আমার প্রাণবধ করো, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। অবলাকে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম্ম, সতীর সতীত্ব রক্ষা মুসল-মানের ধর্ম্ম;—তুমি মুসলমান, লোকধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ো না। দয়া করো—মীরণ, দয়া করো—এ স্থান ত্যাগ করো। কঠিন যন্ত্রণা

দিয়ে আমার প্রাণবধ করো ;—অনাহারে, মাংস ছিন্ন ক'রে, যেরূপ তোমার অভিরুচি হয়, সেইরূপে আমায় বধ করো। মীরণ, এস্থান পরিত্যাগ করো, আর কুবচন বলো না।

মীরণ। প্রেয়সি, তুমি আমায় চেনো না। যখন তোমার অঙ্কুরিত যৌবন, তখন তোমার অনুসরণ করেছি ; যখন নবাব-গৃহে তুমি বাঁদী, যখন সিরাজ-মহিষী হও নাই, তখন তোমার লালসায় নারী-বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেম, আলিবর্দ্দীর দণ্ড ভয় করি নাই। তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমায় দিবানিশি দগ্ধ কচ্চে। অনেক সহ্য করেছি, এখন সুযোগ উপস্থিত, কেমন ক'রে পরিত্যাগ কর্‌বো! তুমি দয়া প্রার্থনা কচ্ছ কেন? আমি তোমার দয়াপ্রার্থী! আমার প্রাণ রাখ, মদন-তাড়নে রক্ষা করো!

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি ভাবো, ঈশ্বররাজ্যে সতীর রক্ষক নাই? অত্যাচারীর দণ্ড নাই? যাও, মিনতি কচ্ছি,—তোমার আগমনে স্থান কলুষিত হয়, বায়ু কলুষিত হয়,—যাও, সতী-মন্দির কলুষিত করো না, দূর হও।

মীরণ। প্রিয়ে, মনস্কামনা পূর্ণ হ'লেই যাবো!

(বলপ্রকাশে উদ্যম)

লুৎফ। জগদীশ্বর রক্ষা করো—জগদীশ্বর রক্ষা করো!

(মূর্চ্ছা)

মীরণ। একি মৃত? না না জীবিত। একটু সরাব মুখে দিই, এখনি চৈতন্য হবে। নেসা হ'লে আর বাধা দেবে না।

লুৎফ। (উঠিয়া) এ কি, কোথায় আমি? এই যে মীরণ! ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো—

(পুনরায় মূর্চ্ছা)

মীরণ। এই পারস্যদেশীয় সরাব পান করলে, মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়, মৃতদেহেও কাম-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। সিরাজ এ সরাব বহু অর্থ-ব্যয়ে প্রস্তুত করেছিল, আমার কার্য্যে আসুক।

(লুৎফউন্নিসার মুখে সরাব প্রদানোদ্যম)

লুৎফ। (উঠিয়া) ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো!

(দুইজন ইংরাজ সৈন্যসহ ওয়াট্‌স-পত্নীর বেগে প্রবেশ)

ওয়াট্‌স-পত্নী। Oh ! you lecherous villain ! Soldiers, do your duty.

১ম সৈন্য। (মীরণকে ধরিয়া) You rascally nigger !

২য় সৈন্য। Oh you hell-hound !

মীরণ। (বন্দী অবস্থায়) আমি যুবরাজ—আমি যুবরাজ।

ওয়াট্‌স-পত্নী। Hold your silly tongue you brute ! যুব-রাজ কাহাকে দেখাইতেছ ? আমি ইংলণ্ড-দুহিতা, এই দুই ব্যক্তি English soldiers. তুমি জানো, যাহারা তোমার পিতাকে গদী দিয়াছে, সে গদী কাড়িয়া লইতে পারে ? (লুৎফউন্নিসার প্রতি) বেগম সাব—বেগম সাব, ডরো মাৎ—ডরো মাৎ ! হামি আসি-য়াছি। আপনি আমার পতিকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব promise করিয়াছিলাম। ইংলণ্ড-দুহিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আপনি আইসেন, কোন চিন্তা নাই।

লুৎফ। বিবি—বিবি—তুমি ঈশ্বর-প্রেরিতা, আমার রক্ষার জন্য তোমায় ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন! এখন বুঝ্‌লেম, কি ক'রে তোমরা জয়লাভ ক'রেছ। ঈশ্বর তোমাদের সহায়! বিবি—

বিবি—আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ—ধর্ম্মরক্ষা ক'রেছ—আমার পতিকে রক্ষা করো।

ওয়াট্‌স-পত্নী। Soldiers, take the rascal before the Darbar, I am coming.

[মীরণকে লইয়া সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান।

আইসেন, আপনার স্বামী কোথায় জানেন কি ?

লুৎফ। না মেম সাহেব, তুমি অনুসন্ধান করো।

ওয়াট্‌স-পত্নী। আইসেন—সেইরূপই হইবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—কারাগার।

সিরাজদ্দৌলা।

সিরাজ। এই জনশূন্য তমোময় ক্ষুদ্র গৃহ, কিন্তু যেন শত শত লোকে পরিপূর্ণ অনুমান হচ্ছে,—অনুতাপ-সৃজিত শত শত ব্যক্তি,—দরবারে এমন সমাগম হয় নাই। তখন যারা দণ্ডভয়ে কম্পিত হ'য়ে অবস্থান করেছে, তারাই এখন—শত জিহ্বায় আমার দণ্ডবিধান করছে। অন্ধকার-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, একে একে অন্ধকারে মিশ্‌ছে। কি বিভীষিকা! কই, লুৎফউন্নিসার মূর্ত্তি ত একবার দেখি নাই,—কই, মীরমদন ত একবার আসে না,—কই, সে বালিকা ত একবার 'জনাব' ব'লে চুম্বন-আশায় উপস্থিত হয় না! নীরবে ঘোরতর কলরব!

নেপথ্যে কারারক্ষক। যুবরাজের নিষেধ, আমরা আপনাকে যেতে দেব না।

সিরাজ। যুবরাজ! ফৈজি কি আমাকে ডাক্‌ছে? ফৈজি কি প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছে? ফৈজি কি পরপুরুষ সঙ্গে ক'রে আমাকে ব্যঙ্গ ক'র্‌ছে? উঃ শ্বাস রুদ্ধ হয়!

নেপথ্যে মহম্মদী বেগ। কার আজ্ঞায় এসেছি বুঝেছ?

সিরাজ। একদিন আজ্ঞা দিয়েছি, আজ আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় কারাগারে আবদ্ধ! এ স্থানে বায়ু-সঞ্চালনের পথ আছে, তথাপি কি দারুণ যন্ত্রণা! যখন বায়ু-পথ রুদ্ধ ক'রে, দিল্লীর বারবিলাসিনী ফৈজির প্রাণ বিনাশ করেছিলেম, না জানি সে, কত যন্ত্রণাই সহ্য করেছে, —এখন মনে হ'চ্ছে! এখন মনে হচ্ছে, বিনা দোষে তার প্রাণ-বধ হ'য়েছে! বারনারী, বারনারীর আচরণ করেছিল, এই অপ-রাধে, তারে দারুণ যন্ত্রণা দিয়েছিলেম। সেই এক পাপেরই সমুচিত দণ্ড আমার হয় নাই! যৌবন-মদ, ধন-মদ, রাজ্য-মদ,— তোমরা ধন্য! তোমাদের তাড়নায়, একেবারে চৈতন্য বিলীন হয়! দুর্দ্দম মনোবেগ, যে দিকে ধাবিত হয়েছে, সেই কার্য্যই তৎক্ষণাৎ সমাধান করেছি। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখ্‌ছেন, পাপের পরিণাম আছে, তা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই। সত্যই অনুতাপে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জ্জনা আছে? প্রভু! অন্ধ, চৈতন্যহীন, নবাবী-গর্ব্বে গর্ব্বিত, বহু অপরাধে অপরাধী! কিন্তু তুমি দয়াময়,—প্যাগম্বর বলেন তুমি দয়াময়, প্যাগম্বরের বাক্য রক্ষা করো, আমার অনুতাপ গ্রহণ করো! (চমকিত হইয়া) এ কে?—

(মহম্মদীবেগের প্রবেশ)

মহম্মদীবেগ! তুমি কি আমার কারামুক্তির আজ্ঞা এনেছ? তুমি কি আমার উদ্ধারের জন্য এসেছ?

মহম্মদী। না।

সিরাজ। তবে হেথায় কেন? বুঝেছি, আমায় বধ কর্‌বার নিমিত্ত। এতক্ষণ ভুনিয়া কেমন, আমার সম্পূর্ণ বোঝা হয় নি, এখন বুঝ্‌লেম! তুমি না মাতামহের অন্নে পালিত? মাতামহী না তোমায় পুত্রের মত পালন করেছিলেন? মাতামহের যত্নে না তুমি সুশিক্ষিত? ভাল শিক্ষা লাভ করেছ,—আমার প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে এসেছ! এক সান্ত্বনা, বোধ হয় তোমার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! যদি তোমার দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকৃতো, পৃথিবী ভার সহ্য কর্‌তে পার্‌তো না! এক ভিক্ষা আমায় দাও, আমি উদার আকাশ-তলে, এক মুহূর্ত্ত জগদীশ্বরকে স্মরণ করি! না, অস্ত্র উন্মোচন কচ্ছ! জগদীশ্বর, আর অবকাশ নাই, অভাগার অন্তকালের অনুতাপ গ্রহণ করো!

(মহম্মদীবেগের অস্ত্রাঘাত)

আর না—আর না—হোসেনকুলি, তুমি কি তৃপ্ত? ফৈজি—ফৈজি—আর সম্মুখে উদয় হয়ো না, তোমার প্রেতাত্মার তৃপ্তি হওয়া উচিত! জগদীশ্বর!—

(মহম্মদীবেগের পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত ও সিরাজদ্দৌলার পতন)

(ওয়াটস্‌-পত্নী, ইংরাজ-সৈনিকদ্বয় ও লুৎফউন্নিসার বেগে প্রবেশ)

ওয়াটস-পত্নী। Hold murderer.

(সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদীবেগকে ধৃত করণ)

Ah! too láte.

লুৎফ। প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—কোথায় গেলে? কথা কও, কথা কও!—কোথায় ঘাতক? আমায় বধ করো—আমায় বধ করো!

হায়—হায়, ভগবান! বঙ্গেশ্বরের এই দশা! আমার অদৃষ্টে এই ছিল!

(জহরা ও দুইজন দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। এ কি? তোমরা যাও।

ওয়াট্‌স-পত্নী। তোম্‌রা কোন হ্যায়? মৃত নবাবের শব দেহে সেলাম প্রদান করিলে না?

২য় দূত। কে নবাব? যাও মেম, চলে যাও,—নবাবের হুকুম, কেউ এখানে থাক্‌তে পাবে না।

ওয়াট্‌স-পত্নী। চুপ্‌ করো। এখানে নবাবের মৃতদেহ রহিয়াছে, গোলমাল করিও না। গোলমাল করিলে, কে আমি, এখনই সম্‌ঝাইয়া দিব।

জহরা। মেম সাহেব, বর্ব্বর লোক, ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। ওদের অপরাধ নাই, ওরা আজ্ঞাবাহী। নবাব মীরজাফরের আজ্ঞায়, মৃতদেহ স্থানান্তরিত ক'র্‌তে হবে।

ওয়াট্‌স-পত্নী। Give time for pious grief to vent. বেগম সাহেবের ধার্ম্মিক রোদনের সময় প্রদান করো।

জহরা। মেম সাহেব, আর রোদনে ফল কি? রোদনে ফির্‌বে না। বেগম সাহেব ক'দিন অনাহারী, আপনি ল'য়ে গিয়ে শুশ্রূষা করুন। আমরা নবাবের অন্তিম-ক্রিয়ার উদ্যোগ করি।

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব অনাহারে? Oh! Demonic cruelty, ভূতের নিষ্ঠুরতা! বেগম সাব, আসুন, বৃথা রোদন করিবেন না;—রোদনে ফল হইবে না! স্বামীর স্মৃতি, হৃদয়-মধ্যস্থানে রাখুন।

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। হস্তী প্রস্তুত, এখনও বিলম্ব কেন?

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব, আসুন, ছোট আদ্‌মি সব আসিতেছে। আপনি আমার তাঁবুতে যাইলে, আমি মীরজাফর খাঁর নিকট যাইয়া নবাবী কবরের, নবাবের মত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না। বড়ই আপশোষ রহিল, আপনি আমার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন,—আমি প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।

লুৎফ। মেম সাহেব, দেখ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির অবস্থা দেখ! এই দেখ, কুসুম দেহে শত শত অস্ত্রাঘাত! কই, তবু তো আমার প্রাণ বেরুলো না!

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার ভগ্নি। আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব, আমি তোমার দুঃখের কাহিনী বসিয়া শুনিব, আমি তোমার চক্ষের জল মুছাইব; আমি তোমার সহিত যাইয়া, তোমার স্বামীর কবরে আলো দিব,—দুইজনে জানু পাতিয়া বসিয়া, ঈশ্বরের নিকট তোমার স্বামীর পরকালের শান্তির কামনা করিব! এ সমস্ত দুশ্‌মন। দুশ্‌মনের নিকট কাতর হইবেন না, উহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন না;—এ ভীষণ দৃশ্য অকারণ দেখিবেন না!

লুৎফ। বিবি—বিবি, আমার ন্যায় হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আছে?

ওয়াট্‌স-পত্নী। তুমি সতী, স্বামী-সোহাগিনী! পরীক্ষা-স্থানে দুঃখ পাইলে,—ঈশ্বরের স্থানে স্বামীর সঙ্গে একত্রে থাকিবে, একত্রে ঈশ্বর পূজা করিবে,—আর বিচ্ছেদ হইবে না।

(সৈন্যদ্বয়ের প্রতি) Come boys, release the brute.

(সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদী বেগকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়াট্‌স-পত্নী ও লুৎফউন্নিসার অনুগমন)

জহরা। এই যে—এখনো শোণিত উষ্ণ আছে! হোসেনের কবরে

দেবো—হোসেনের কবরে দেবো! এখনো বিরাম নাই। হস্তী-পৃষ্ঠে মৃতদেহ নগর ভ্রমণ করবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো, তবে কবর-শায়িনী হবো!

[জহরার প্রস্থান।

১ম দূত। নাও তোলো—হস্তীপৃষ্ঠে নিয়ে চলো। কোন মাহুত সম্মত হচ্ছে না, যুবরাজের কড়া হুকুম, আমাকেই হস্তী চালাতে হবে।

মহম্মদী। আমি হাতী চালাতে পারি—আমি হাতী চালাতে পারি।

১ম দূত। বটে! তবে এক কাজ তো এই করেছো, এ কাজও তুমি করো, তোমারই বাহাদুরী হোক। চ্যাঁটরাটা পিটতে পারবে না! আহা—তুমি একা হ'য়েই প্যাঁচ পড়েছে!

মহম্মদী। নাও ধরো।

[সকলের সিরাজদ্দৌলার মৃতদেহ উত্তোলন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—গোরস্থান।

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিমচাচা।

করিম। ময়ূরের পোষাক কি বাবা দাঁড়কাকে সাজে? কোন ব্যাটাই তাড়া করে না, সবচিন্ চেহারা দেখেই চিনে ফেলে! মুখ ঢেকেও চলে না, আওয়াজই যথেষ্ট। চণ্ডুখুরি আওয়াজই এক জুদো! এই যে, কে এক ব্যাটা আস্‌ছে, বুলি ছাড়্‌বো না, মুখ ঢেকে বসি।

(করিমের মুখ ঢাকিয়া উপবেশন)

(বেগে মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। এই যে জনাব—এই যে জনাব! জনাব—জনাব—

করিম। হুঁ!

মোহন। জনাব দেখুন,—আমি মোহনলাল।

করিম। ও মোহন চাচা,—তবে আর নবাবী ক'রে কি কর্‌বো (উত্থান)

মোহন। কেও করিম চাচা! হেথায় কি কচ্ছ?

করিম। কেন বাবা—নবাবী লুকোচুরী খেল্‌ছি।

মোহন। কি—কি—নবাব কোথা জানো?

করিম। এঃ—এ নবাব তোমারই পছন্দ হচ্ছে না, তা আর পাঁচ বেটা পছন্দ ক'র্‌বে কি বল? তা দেখ চাচা, সরে পড়, রায়দুর্লভ চাচা তোমায় বড় খুঁজ্‌ছেন। তোমারও মাথার দর খুব, তোমার আধা নবাবী মাথা হয়েছে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি কোন সংবাদ বল্‌তে পারো?

করিম। আমি নবাব হ'য়ে, নবাবকে করিম চাচা সাজিয়ে বিদায় দিয়েছিলুম,—এই জানি। তারপরে বাবা, নবাব হ'য়ে চোখ ফুটো-ফুটি খেল্‌ছি। তা তো কোন ব্যাটা সেলাম দিতে এলো না।

মোহন। শুন্‌ছি না কি নবাব ধরা পড়েছেন? তাঁরে মুর্শিদাবাদ এনেছে?

করিম। তবে যদি করিম চাচা জুতোর জন্যে ধরা প'ড়ে থাকেন। জুতোর মহিমা তখন বুঝেও বুঝ্‌লুম না। ভাব্‌লুম, কড়া জুতো পায়ে দিয়ে নবাব হাঁট্‌তে পার্‌বে না। এখন পাগ্‌ড়ির মান গিয়ে, দিন দিন জুতোর মান বাড়্‌তে চল্‌লো। এখন পাগ্‌ড়িতে নয়, পোষাকে নয়, ভদ্রলোক ছোটলোক জুতোয় পরিচয় দেবে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি যথার্থ রাজভক্ত! তুমি আপনি বিপন্ন হ'য়ে, নবাবকে বাঁচাবার চেষ্টা পেয়েছ।

করিম। বাবা, ঘরে ব'সে এমন চেষ্টা অনেকেই করে। যদি ধর্‌তো, খানিকক্ষণ তো নবাবী চল্‌তো। নবাবীর জন্য সব মেতেছে, আমারও তো নবাবী প্রাণ। তা দেখ, তুমি স'রে পড়ো। ঐ কারা আস্‌ছে, বল্লুম যে, তোমার মাথারও দর চড়া।

(রায় দুর্লভ ও চারিজন সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। এই যে মোহনলাল—এই যে মোহনলাল—

রায় দুঃ। ধরো, ধরো—বাঁধো।

মোহন। রায়দুর্লভ, আমায় ধর্‌বার প্রয়াস পেয়ো না। তুমি ভীরু, বিশ্বাসঘাতক অগ্রসর হয়ো না। তোমায় বধ ক'র্‌লে আমার অস্ত্রের কলঙ্ক!

রায় দুঃ। ধর্—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

১ম সৈন্য। মহারাজ, লোক ডেকে আনি, আমরা ক'জনে পার্‌বো না।

রায় দুঃ। ভীরু! (মোহনলালের দিকে অগ্রসর হওন)

করিম। চাচা, তোমার নুন খেয়েছি, এগিয়ো না, একটু পেছিয়ে পড়ো, মুহনে বেটা বড় গোঁয়ার।

রায় দুঃ। ধরো, নইলে প্রাণবধ হবে।

মোহন। তবে তোমারই প্রাণবধ অগ্রে হোক। (অসি অর্দ্ধ নিষ্কাসন)

(সুসজ্জিতা জহরার বেগে প্রবেশ)

জহরা। মোহনলাল—মোহনলাল—আর কেন অস্ত্র ধর্‌ছো? কার জন্য অস্ত্র ধর্‌ছো? নবাবের খণ্ড খণ্ড দেহ, হস্তীপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করেছে। আমিনা বেগম রাস্তায় এসে বুক চাপ্‌ড়ে কেঁদেছে, বৃদ্ধা নবাব-মহিষী রাস্তায় লুটোপুটি খেয়েছে, আমার মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ হয়েছে! এই দেখো ধূলিমিশ্রিত রক্ত দেখো, হোসেনকুলির কবরে দেবো। দেখ্‌ছো না—ফুল দিয়ে কবর সাজিয়েছি,—এই দেখ, আমিও সুসজ্জিতা হ'য়ে এসেছি। আজ হোসেনকুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হ'য়ে, কবরে নিদ্রা যাবে, আমিও তার পাশে শোবো। করিম, করিম, আর আমি জহরা নই—প্রতিপ্রাণা রমণী —পতির অনুগামিনী হবো।

মোহন। কি, কি—নবাব নাই? রায়দুর্লভ ধরো—এই অস্ত্র ত্যাগ কচ্ছি। এই তরবারী, নবাব আমায় আদর ক'রে দিয়েছিলেন, সে অস্ত্র তোমার রক্তে কলুষিত করবো না! (অস্ত্রত্যাগ) রায় দুর্লভ, মৃত্যু—সুখ, সে সুখের অধিকারী তোমায় করবো না। মহারাজ ছিলে, এখন ইংরাজের দাস হ'য়ে ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করো! দরিদ্র বণিকের উপাসনা করো, অধীনতাশৃঙ্খল গলায় বেঁধে, ক্লাইবের পশ্চাৎ কুকুরের ন্যায় ভ্রমণ করো। যতদিন মনুষ্যের স্মৃতি থাক্‌বে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তোমার নামে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করবে, তোমার বংশধরেরা, তোমার বংশে উদ্ভব ব'লে আপনাকে ঘৃণিত জ্ঞান করবে। ধরো—ধরো, ভয় নাই— আমি অস্ত্র ত্যাগ করেছি।

(সৈনিকদ্বয়ের মোহনলালকে ধৃত করণ)

রায় দুঃ। দরবারে নিয়ে যাও।

[মোহনলালকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

(করিমের প্রতি) এ কে কামিনীকান্ত?

করিম। কেন বাবা—এক্‌টিন নবাব বলো না?

রায় দুঃ। কামিনীকান্ত, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক? আমার অন্নে

পালিত হ'য়ে নবাব সেজে দূতকে প্রতারিত করেছ? তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমায় ফিরিয়েছ?

করিম। নেমকহালাল চাচা, কি করবো, মাটীর দোষ! আমিও তো বাবা বাঙ্গালী! দেখ্‌ছি বাবা সাত পুরুষের নেমক উগ্‌রে তুলে ফেল্‌ছে! আমি না হয় স্বরূতভঙ্গ! এক পুরুষে নেমকহারামী করেছি!

রায় দুঃ। ধরো—বাঁধো—

করিম। চাচা, অনেক ধরা দেবার চেষ্টা করিছি, কোন' ব্যাটা ধরে নি, তুমি আজ বড় ব্যাটার কাজ কর্‌লে। (জহরার প্রতি) বিবি, সেলাম! আরও কি দাগুয়ে পুর্‌ছো?

জহরা। আমার খেলা শেষ হয়েছে, এখন তো আর জহরা নই, প্রেমিকা হোসেনা,—হোসেনের পদ সেবিকা। প্রতিবিধিৎসা জহরে জর্জ্জরীভূত হ'য়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম। সে জহর নবাব-শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতিপরায়ণা রমণী।

করিম। ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না কর্‌লেও চল্‌তো। এই রাজা-রাজড়া, আমির-ওমরাও আর ঘসেটী বেগম হ'তেই কাজ রফা হ'তো। এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে! বেইমানের কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না। বাহাদুরী তো নিলে, কিন্তু যে নবাব, হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক, নিরীহ নবাব! (রায়দুর্লভের প্রতি) রায়দুর্লভ চাচা, আলিবর্দ্দী মর্‌বার সময় নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে আর তোমা-

দের মত সাতশো রাক্ষুসীর হাতে পুতো স'পে দিয়ে, বড় কাজ ক'রে গেছেন। ছোঁড়াটা ভ্যাবাচাকা মেরে গেল কি না! পলাশীতে যদি দু' পেয়েলা মদ দিতে পারুতেম, তা'হলে তোমাদের বেইমানি খাট্‌তো না, আর ক্লাইবেরও "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" চলুতো না। নবাব, হাতীর উপর সোয়ার হ'য়ে বল্‌তো—"লাগাও" কেউ নবাব ছেড়ে তোমাদের দিকে দাঁড়াতো না। সব সাফ্ হ'য়ে যেতো, কাঁধের উপর কারো মাথা থাকুতো না, যে মাথা তুলে আমায় ধমক মারুতে! (জহরার প্রতি) চাচী সেলাম, এতটা কারখানা করুলে, জোগাড় ক'রে একটু নবাবকে বিষ দিলেই পারুতে, বাঙ্গ্‌লাটা কেন জ্বালালে? তা যাও চাচী, তুমি আমি কে বাবা, খোদা মালিক!

রায় দুঃ। নিয়ে চলো!

[করিমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

(জহরার প্রতি) জহরা! তুমি দরবারে এসো, নবাব তোমায় বিস্তর পুরস্কার দেবেন।

জহরা। সরে যাও—সরে যাও, বিশ্বাসঘাতক, প্রভুহন্তা, সরে যাও, এ পবিত্র কবরভূমি কলুষিত করো না,—দূর হও। নারীর পতি সর্ব্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, আর তোমরা স্বার্থপর! তুচ্ছ পদ, ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য জন্মভূমি কলঙ্কিত করেছ, হিন্দু নাম কলঙ্কিত করেছ, মুসলমান নাম কলঙ্কিত করেছ;—ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ঐশ্বর্য্য-লালসায়, আলিবর্দ্দীর অন্নে পালিত হ'য়ে আলিবর্দ্দীর বংশধরের সর্ব্বনাশ করেছ;—তার বংশধরকে হত্যা করেছ, তার পরিবারবর্গকে পথের ভিখারিণী করেছ! জেনো, ভগবান আমাকে

মার্জ্জনা কর্‌বেন, আমি পতিপরায়ণা। তোমাদের মার্জ্জনা নাই, তোমরা বিশ্বাসঘাতক। যাও, দূর হও, আর এক মুহূর্ত্ত এ পবিত্র স্থান কলুষিত করো না। তা'হলে আবার আমি জহরা হবো, নখাঘাতে তোমার চক্ষু উৎপাটিত করবো! [প্রস্থান।

রায়দুঃ। (স্বগত) দানবী, দানবী!

জহরা। হোসেন, এই সিরাজের রক্ত নাও, আমায় পদ-প্রান্তে স্থান দাও, আর অতৃপ্ত থেকো না। বাঙ্গ্‌লা জ্বালিয়েছি, মুসলমান নাম কলুষিত করেছি। কি করবো, উপায় নাই! তোমার ভয়-ব্যাকুল মলিন মুখ দেখেছিলেম, তোমার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড দেখেছিলেম, খণ্ড দেহ হস্তী-পৃষ্ঠে স্থাপিত দেখেছিলেম, হস্তীর পশ্চাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করেছিলেম;—প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়েছিলেম। হোসেন, মার্জ্জনা করো, চরণে স্থান দাও। (পতন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—সুসজ্জিত রাজপথ।

(নাগরিকগণ)

(গীত)

উড়েছে কোম্পানীর নিশান।
বাহাদুর, কলির ঠাকুর, ভুবন কাঁপায় যার কামান॥
ভারি দব্‌দবা এবার, জুলুম চল্‌বে না আর কার,
বর্গি মগ হলো পগার পার;—
সাম্‌নে এদের খাড়া হবে, দুনিয়াতে কার এমন জান॥
থাক্‌বে না ডাকাতি কুকি, আঁধার রেতে চোরের উঁকি,
থাক্‌বে না আর কুল নারীর, মানের দায়ে লুকোলুকি;
এরা রাজার রাজা, পাল্‌বে প্রজা, ছোট বড় এক সমান॥

[প্রস্থান।

(ক্লাইব ও ওয়াল্‌সের প্রবেশ)

ক্লাইব। Come to the palace with a few chosen men, I smell treachery.

কূট। They are ready Colonel !

(উমিচাঁদের প্রবেশ)

ক্লাইব। এ কে উমিচাঁদ বাবু? বড় আপ্যায়িত হইলাম। আপনি কি নিমিত্ত হেথায় আসিয়াছেন ?

উমি। সাহেব, আজিই ত সব দেনা-পাওনা হবে। আপনাদের দাবি চুকিয়ে নেবেন, সেই সঙ্গে আমার সন্ধির টাকাটা আদায় ক'রে দেবেন।

ক্লাইব। যেরূপ সন্ধিপত্রে আছে, সেইরূপ কার্য্যই হইবে।

উমি। আমার ত্রিশলক্ষ টাকা, আর জহরতের সিকি। উকীল সাহেব জানেন।

ক্লাইব। ষাট লক্ষ টাকা হইলেও পাইবেন, সন্ধিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই পাইবেন। আসুন—দরবারে চলুন।

উমি। (স্বগত) ষাট লক্ষ টাকা লিখিয়ে নিলেই হতো! বড় চুক গিয়েছে, বড় চুক গিয়েছে !

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার।

মীরজাফর, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ, সভাসদগণ ইত্যাদি।

রাজ বঃ। জাঁহাপনা, মোহনলাল ধরা পড়েছে।

মীর জাঃ। সে পড়ুক, এ দিকে সর্ব্বনাশ! ক্লাইব এখনই টাকা নিতে আস্‌বে। অত টাকা তো রাজকোষে নাই;—কি হবে? টাকা না পেলে সে অগ্নিমূর্ত্তি হবে।

রাজ বঃ। জনাবকে তো বলেছিলেম, যে গুপ্ত হত্যাকারী পাঠিয়ে বধ করুন।

মীর জাঃ। মহারাজ উন্মাদের ন্যায় কথা বল্‌ছেন। ক্লাইবকে বধ করে, এমন কেউ বাঙ্গ্‌লায় জন্মগ্রহণ করে নাই। আর ফিরিঙ্গিরা জনে জনে ক্লাইব। টাকার দাবী হ'তে কিছুতে এড়ান পাওয়া যাবে না।

নেপথ্যে। জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়, জয় ক্লাইব সাহেবের জয়!

মীর জাঃ। ঐ আস্‌ছে।

(ক্লাইব, ওয়াল্‌স ও উমিচাঁদের প্রবেশ)

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, সেলাম।

মীর জাঃ। (সিংহাসন হইতে উঠিবার উপক্রম করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আসুন—আসুন।

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর গদী হইতে উঠিবেন না। আমাদের তরফ হইতে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে, জনাব গদী পাইয়াছেন, আপনার

তরফে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন,—আমাদের টাকা চুকাইয়া দিন।
Mr. Walls, read the treaty.

(ওয়াল্‌সের আসল সন্ধিপত্র বাহির করণ)

উমি। ও তো সন্ধিপত্র নয়, ও তো সন্ধিপত্র নয়,—সে যে লাল কাগজ। আমার নিকট তার নকল আছে, এই দেখুন।

ক্লাইব। এ কি জাল কাগজ আনিয়াছেন? আপনি অতি ধূর্ত্ত!

উমি। অ্যাঁ—অ্যাঁ, ওয়াট্‌স সাহেব ত্রিশলক্ষ টাকা লিখে দিয়েছেন, আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

ক্লাইব। ওয়াট্‌স সাহেব কি করিয়াছে, হামি জানি না। উমিচাঁদ বাবু, হামাদিগকে অল্পই বুঝিয়াছেন। তোমার মত লোক যদি হামাদিগকে ভুলাইতে পারিত, তাহা হইলে জাহাজ ভাসাইয়া এতদূর আসিতাম না। তুমি হামাদের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিবে ভাবিয়াছিলে। হামরা ভয় পাই না! তুমি জাল সন্ধিপত্র ধুইয়া খাও। তুমি জালিয়াৎ, জাল করিয়াছ, যাও—নচেৎ তোমার দণ্ড হইবে। কলিকাতায় হামাদের আইন চলে। সেখানে এই জাল কাগজ দাখিল করিলে, তোমার ফাঁসী হইত;—হামাদের আইনে জালের দণ্ড ফাঁসী। তুমি জালিয়াৎ, দরবার ছাড়িয়া চলিয়া যাও।

উমি। অ্যাঁ, অ্যাঁ—ওরে বাপ্‌রে—কি জালিয়াৎ রে!—ওরে বাপ্‌রে কি হলো!—মাগ-ছেলে মরেছিলো, সব সয়েছিলো। ওরে বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশলক্ষ টাকা —তার উপর জহরতের সিকি!—কি হলো রে—কি হ'লো!—

ক্লাইব। Hold your tongue, you forgerer. তোমায় কলিকাতার লইয়া গিয়া ফাঁসী দিব।

উর্মি। দাও, দাও,—এখনি ফাঁসী দাও!—ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকা!—হা টাকা—হা টাকা! টাকা—টাকা—

(মূর্চ্ছা)

ক্লাইব। নবাব বাহাদুর, একে পাগ লা গারদে পাঠান।

মীর জাঃ। কে আছ, একে নিয়ে যাও। শিবিকাযানে এঁরে আবাসে আবাসে রেখে এসো।

[উর্মিচাঁদকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রস্থান।

নেপথ্যে উর্মি। টাকা—টাকা—হা টাকা—হা টাকা!

(মোহনলাল ও করিমকে বন্দী করিয়া রায়দুর্লভ ও প্রহরীগণের প্রবেশ)

রায়দুঃ। জনাব, এই মোহনলাল;—আর এই করিলচাচা, নবাবের বেশে আমাদের দূতকে প্রতারিত ক'রেছিল।

মীর জাঃ। করিমচাচা, তুমি এরূপ প্রতারক, আমার ধারণা ছিল না। তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

করিম। মেরে তো ফেল্‌বে, দেহটা একবার হাতীর পিঠে ঘোরাবে না? শেষাশেষি পুরো নবাবীটে ক'র্‌তে দাও।

মীর জাঃ। বেইমান, তোমার এখনো ব্যঙ্গ?

করিম। বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো হেথায় হংস মধ্যে বকো যথা। বেইমানির যদি সাজা থাক্‌তো, তা'হলে সারি সারি মুণ্ড গড়াতো।

মীর জাঃ। এরে শূল দণ্ড দাও।

ক্লাইব। হামরা উপস্থিত আছি, ঐ দণ্ডটা মকুব করুন।

মীর জাঃ। সাহেব, তোমার অনুরোধ রক্ষা করলেম, কিন্তু এ নেমক-হারাম শূলের যোগ্য। যাও, এর প্রাণবধ করো।

করিম। চাচা, বড় উচ্চপদ দিলে। বেইমানিতে যদি তোমাদের উপর গিয়ে থাকি, তাহ'লে আমার বাহাদুরী বটে। (ক্লাইবের প্রতি) সাহেব, সেলাম, বড় জবর লোক তুমি। বাঙ্গালা কি, সমস্ত ভারতই তোমাদের।

ক্লাইব। Thank you for your good wishes.

[করিমকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

মীর জাঃ। মোহনলাল, এখন তোমার সে গর্ব্ব কোথায়? সে দম্ভ কোথায়?

মোহন। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার, মুসলমান-কুল-কলঙ্ক, আমার দম্ভ সমানই আছে। লজ্জাহীন, নীচাত্মা, গোলামী গদীতে ব'সে হুকুম দিচ্ছ? যার গদী তারে ছেড়ে দে, ক্লাইব সাহেবকে দে,—যার পদে দেশ, মান, মর্য্যাদা, মনুষ্যত্ব সকলই বিক্রয় করেছিস্—তারে গদী দিয়ে পদপ্রান্তে ব'স। ক্রীতদাস, পরাধীন কুক্কুর, জীবনে-মরণে আমার সমান দম্ভ রইলো! বঙ্গবাসী-হৃদয়ে আমার চির আসন রইলো! ঘাতকের অস্ত্রে হত হ'য়ে আমার দম্ভ নষ্ট হবে না! তুমি ক্লাইবের ভারবাহী গর্দ্দভ হ'য়ে থাকো!

মীর জাঃ। শীঘ্র ল'য়ে যাও, বধ করো।

ক্লাইব। মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলোসা দিবার আমার এক্তার নাই, কিন্তু হামি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—your are a brave soldier. সত্যই বলিয়াছেন, মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব্ব হইবে না,—you are a patriot!

[মোহনলালকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

এখন তো জনাবের দুশ্‌মন সব মরিল। এখন আমাদের টাকা চুকাইয়া দেন। Mr. Walls, whats' the amounnt?

ওয়াল্‌স। Seventeen million seven hundred thousand—
এক কোটী সাতাত্তর লক্ষ।

ক্লাইব। জনাব, হুকুম হয়।

মীর জাঃ। সাহেব, অত টাকা তো রাজকোষে নাই।

ক্লাইব। না থাকিল তো কি হইল? হামাদের টাকা চাই। জনাব, একঠো মজার বাত উঠিয়াছে, শুনিয়াছেন কি? এ টাকার জন্য না কি হামার প্রাণবধের হুকুম হইয়াছিল। এ ঝুট বাৎ, হামি বুঝিয়াছি। টাকা দিতে হইবে, যেরূপে হয়, টাকা দিন। আপনার নিজ জহরৎ বিক্রয় করুন, সম্পত্তি বিক্রয় করুন, কর্জ্জ করুন, টাকা দিতেই হইবে। হামরা জান দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, জনাবের টাকা দিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

মীর জাঃ। সাহেব, রাজকোষ যে এরূপ শূন্য, আমি কিরূপে জানবো। সমস্ত বিক্রয় ক'রে আমি অর্দ্ধেক টাকা সংগ্রহ করেছি। আর অর্দ্ধেক প্রজাদের কর আদায় ক'রে, তিন বৎসরে পরিশোধ করবো, অঙ্গীকার কচ্চি।

ক্লাইব। অঙ্গীকার করিতেছেন! আপনার অঙ্গীকার প্রত্যয় কিরূপে করিব? নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট, কোরাণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে তাহার পক্ষে লড়িবেন। আপনি অনেক অঙ্গীকার করেন!

রায় দুঃ। আমরা সকলে জামিন হচ্ছি।

ক্লাইব। হাঁ—জামিন হইতেছেন! শেঠজীর নিকট কর্জ্জ লইতে পারিতেন না? শেঠজীকে সরাইয়া দিয়াছেন। দুঃখিত হইলাম, আপনাদের জামিনে আমি প্রত্যয় করিতে পারিব না। আমি

স্বচক্ষে রাজকোষ দেখিব, যদ্যপি সন্দেহ হয়, যে টাকা সরাইয়া রাখিয়াছেন, নবাবী গদী বেচিয়া লইব।

ওয়াল্‌স। (জনান্তিকে ক্লাইবের প্রতি) Possible there is no money, Shiraj has squandered all.

ক্লাইব। শুনুন নবাব;—তিন বৎসরে টাকা লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কাহাকে বিস্‌ওয়াস্‌ করিতে প্রস্তুত নই। নবাব সিরাজ-দ্দৌলা খারাপ ছিল মানি! কিন্তু আপনারাই তাহাকে তক্তায় বসাইয়াছিলেন, আপনারাই ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া, তাহাকে নবাব বলিয়াছিলেন, আপনারা শপথ করিয়া তাহার প্রজা হইয়াছিলেন। সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন!—এ অঙ্গীকারও ভুলিতে পারেন। হামার তাঁবুতে আসুন। যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, তথায় গিয়া করিবেন। ঐ যে মোহনলাল—যাহাকে ধরিয়া আপনার দূত লইয়া গেল—সে আসিয়া জামিন হইলে, আমি প্রত্যয় করিতাম। গদী ছাড়িয়া উঠুন, আমার তাঁবুতে আসুন। আইসেন, বিলম্ব করিতে পারিব না।

মীর জাঃ। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) পরমেশ্বর! এই নবাবী পেলেম!

ক্লাইব। কৈ হ্যায়—নবাব বাহাদুরকা জুতা ঘুমায়ে দেও।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

খোসবাগ—দীপমালাশোভিত সিরাজের সমাধিমন্দির।

লুৎফউন্নিসা।

লুৎফ। (জানু পাতিয়া) জগদীশ্বর, রাজ্যেশ্বর ধরণী শয়নে! ঘোর অশান্তি-তাপে জীবন-তাপ নির্ব্বাপিত হয়েছে;—প্রভু!—ভৃত্যের উপর শান্তিবারি বর্ষণ করো। কুটীল সংসার-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, কৃতঘ্নের অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত, কৈশোরে সন্তাপিত, রাজ্যভারে নিপীড়িত;—দেখো প্রভু! সন্তানকে চরণে স্থান দিয়ো! যে দিন তোমার ভেরী বাজ্‌বে, সমাধির মহানিদ্রা ভঙ্গ হবে, সেদিন যেন জাগরিত পতির সঙ্গে, তোমার শ্রীচরণ, দেবদূতের সঙ্গে, পূজা ক'র্‌তে পারি। হে অন্তর্য্যামিন্‌, সতীর অন্তর-ব্যথা বোঝো! পতিমহানিদ্রাগত, সংসার শূন্য, কেবল একমাত্র প্রভু, তুমি ধ্রুব-তারা! শান্তিময়, আমার স্বামীর শান্তি-বিধান করো! সেই শান্তিবারিতে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত করি! প্রভু—প্রভু! অনাথার প্রার্থনা গ্রহণ করো।

(পুষ্প লইয়া ওয়াট্‌স-পত্নীর প্রবেশ)

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার স্বামীর সমাধিতে ফুল দিতে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গে একত্রে আমি তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করিব। যত দিন এস্থানে থাকিব, তোমার সহিত এই সমাধিতে আলো দিতে আসিব।

লুৎফ। মেম সাহেব, চিরদিনের জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী, এ ঋণ পরিশোধ হবে না। কেবল আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, পতি-সোহাগিনী হ'য়ে আনন্দে জীবন যাপন করো!

ওয়াট্‌স-পত্নী। বেগম সাব,—তুমি আমায় স্বামী দিয়াছিলে, আমি তোমার স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলাম না,—এ দুখ চিরদিন আমার হৃদয়ে থাকিবে। আমি চক্ষের জলের সহিত তোমার স্বামীকে ফুল দিই! (সমাধিতে পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক জানু পাতিয়া প্রার্থনা করণ)

লুৎফউন্নিসার গীত।

ধীরে বহ সমীরণ।
অতি শ্রান্ত প্রাণকান্ত নিদ্রায় মগন॥
সুধা ঢাল' সুধাকর, সন্তাপিত প্রাণেশ্বর,
প্রহরী তারকা রাখ সমাধি-ভবন॥
মেদিনী! অঙ্কের পরে, যত্নে রাখ, রাজ্যেশ্বরে,
শ্যামল অঞ্চলে, মাগো, করি আবরণ॥
নিশির শিশির দল, মাখি ফুল-পরিমল,
মম আঁখি-বারি সনে করো বরিষণ॥
দেবদূত স্বর্ণকান্তি, বিতর বিমল শান্তি,
শিয়রে বিকাশ ধীরে সুরম্য স্বপন॥

যবনিকা

গিরিশ-গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ।—আগমনী, আনন্দরহো, ধ্রুবচরিত্র, প্রভাস যজ্ঞ, ব্রজবিহার, দোললীলা, বৃষকেতু, হীরার ফুল, মায়াতরু, মলিন মালা, আলাদিন, বেল্লিকবাজার, প্রহ্লাদচরিত্র, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস ও কবিতাবলী এই ১৬ খানি পুস্তক একত্রে মূল্য ২৲ মাশুল ও ভিঃ পিঃ।/০।

গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ।—(সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে)।

গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ।—প্রফুল্ল, নলদময়ন্তী, কমলে কামিনী, অভিমন্যুবধ, ম্যাকবেথ, বিল্বমঙ্গল, ভোটমঙ্গল, হাবা ও প্রবন্ধমালা এই নয় খানি পুস্তক মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ও ভিঃ পিঃ।০।

গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ।—আবুহোসেন, বিবাদ, রাবণবধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, মুকুলমুঞ্জরা, তারানিধি, সীতাহরণ, অকাল বোধন ও সপ্তমীতে বিসর্জ্জন এই ১০ খানি পুস্তক মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ও ভিঃ পিঃ।/০।

গ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ।—দক্ষযজ্ঞ, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, জনা, স্বপ্নের ফুল, বড়দিনের বক্‌সিস, পারস্য প্রসূন ও করমেতি বাই, এই ৮ খানি পুস্তক মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ও ভিঃ পিঃ।/০।

গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ।—কালাপাহাড়, সভ্যতার পাণ্ডা, মায়াবসান, পাঁচ ক'নে, ফণির মণি, পাণ্ডব-গৌরব, দেলদার এই সাত খানি পুস্তক মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ও ভিঃ পিঃ।/০।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এখনও পৃথক পাওয়া যায়ঃ—

আনন্দরহো ১৲ নলদময়ন্তী ॥০ বুদ্ধদেব চরিত ৮০ কমলেকামিনী ॥০ আবুহোসেন ।/০ বড়দিনের বক্‌সিস ।০ হীরার ফুল ৵০ কালাপাহাড় ১৲ পাঁচ ক'নে ।/০ স্বপ্নের ফুল ।৵০ সভ্যতার পাণ্ডা ।০ মায়াবসান ১৲ পারস্য প্রসূন ॥০ করমেতিবাই ১৲ ফণীর মণি ।/০ বিল্বমঙ্গল ॥০ পূর্ণচন্দ্র ॥০ সীতার বনবাস ॥০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যসম্রাট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

থিয়েটারে অভিনীত নূতন প্রকাশিত নাটক।

-:*:-

১। পাণ্ডব-গৌরব

শরণাগত দণ্ডীরাজকে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী হইয়া আশ্রয় প্রদানে জগতে কিরূপ অতুল গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই নাটকে অপূর্ব্ব রসে চিত্রিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। ম্যাক্‌বেথ।

মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়র প্রণীত যতগুলি নাটক আছে, তন্মধ্যে "ম্যাক্‌বেথই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গিরিশবাবু এই মহা-নাটকের অবিকল অথচ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সাধন করিয়াছেন। ইংরাজীভাষায় সুশিক্ষিত দেশের খ্যাতনামা, মহোদয়গণ তাঁহার অদ্ভুত অনুবাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অল্পশিক্ষিত অথচ মহাকবি সেক্‌স্‌-পীয়ারের অতুলনীয় কাব্যপাঠে উৎসুক তাঁহাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

অভিনয় দর্শনে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, রেভিনিউ বোর্ডের সুযোগ্য মেম্বার সুবিখ্যাত কে, জি গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, এল, রায় একযোগে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ,—"সেক্‌স-পীয়রের অননুকরণীয় ভাষার অনুবাদ সাধারণ-প্রয়াস-সাধ্য নহে। কিন্তু গিরিশবাবু, অতি দক্ষতার সহিত সেই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। নানাস্থলে তাঁহার মূল অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হয়।" মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

৩। দেলদার।

বিশুদ্ধ প্রেমের জ্বলন্ত ছবি, এই সুমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে দীপ্তিমান। তবে বুঝিয়া পড়িতে হইবে, ভাবিতে হইবে। কলিকাতা "মিণ্টের" দাওয়ান পণ্ডিত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, "ইণ্ডিয়ান মিরারে" দেলদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ ;—

"পবিত্র প্রেম লইয়াই এই গীতিনাট্যখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক রঙ্গালয়ের উপযোগী করিবার জন্য, ইহাতে স্থূল উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ রঙ্গালয়ের পৃষ্টপোষকগণ বাহ্যিক আমোদের প্রচুর প্রলোভন না থাকিলে যে, দার্শনিক তত্ত্বের সমাদর করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। সাধারণকে আমোদিত করিবার জন্য যদিও এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা তরল করা হইয়াছে, তথাপি ইহার বর্ণনাভঙ্গিটী সম্পূর্ণ কাম-গন্ধহীন। এমন গুরুতর বিষয় অর্থাৎ অকপট প্রেমের নিঃস্বার্থ ভাবটীকে এমন আমোদজনক ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশিত করিতে আর কখনও দেখি নাই।" মূল্য ।৴০ ছয় আনা।

৪। নন্দদুলাল।

জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ও কৃষ্ণকালী,— হিন্দু নর-নারীর চির-আদরের, চির সাধের এই তিনটী বিষয় লইয়া, এই গীতিনাট্যখানি চিত্রিত হইয়াছে। বাৎসল্য, প্রেম ও ভক্তি এই তিনটী মধুর রসের ত্রিধারায় গ্রন্থখানি যেরূপ মাধুর্য্যময় তদ্রূপ প্রাণোন্মাদকারী হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন। মূল্য ।৴০ ছয় আনা।

৫। মনের মতন।

এই অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ মিলনান্ত নাটক পাঠে, অপ্রেমিক প্রেমিক হইবেন। "মনের মতন" প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন ! হাস্যের প্রস্রবণ !!

যুবকের ডেস্কে ও যুবতীর বাক্সে ইহা যত্নে রাখিবার ধন !!! বৰ্দ্ধমান হইতে প্রেরিত কোনও প্রতিভাশালী রসিকচূড়ামণির (সমালোচক নাম প্রকাশ করেন নাই) এই নাটকের সুদীর্ঘ সমালোচনা "রঙ্গালয়" পত্রিকায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া বাহির হয়। তন্মধ্যে এক ছত্র এই;—"মনের মতন—বাঙ্গালা-সাহিত্যে একটা নূতন সামগ্রী।" মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

৬। মণিহরণ।

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক মোচন বা জাম্বুবতীর বিবাহসংক্রান্ত প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। "মণিহরণ" ভক্তের কণ্ঠহার! রঙ্গ-রহস্যের আধার !! ভাবুকের ভাবভাণ্ডার !!! মূল্য ।০ চারি আনা।

৭। আয়না।

সামাজিক প্রহসন। বেশ সুন্দর তকতকে ঝক্‌ঝকে আয়না! স্পষ্ট মুখ দেখা যায়, কিন্তু পারা একদম নাই। হো হো হাসি আছে, পাকা পাকা বুলি আছে, কিন্তু শিক্ষা—হাড়ভাঙ্গা রকম শিক্ষা! চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালীর গান, বিয়ের বাজার, উকিল ও বেশ্যার তরজা প্রভৃতি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে হাসির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিবে। মূল্য ।০ চারি আনা।

৮। অভিশাপ।

রাম অবতারের কারণ কি? এই গীতিনাট্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যেরূপ ভক্তিরসের প্রস্রবণ পাইবেন, তদ্রূপ হাস্যরসের সমুদ্র-মন্থন দেখিবেন। ভক্তি ও হাস্যের যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। "অভিশাপ" কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণবের সমান প্রিয়। মূল্য ।০ চারি আনা।

৯। ভ্রান্তি।

মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে "ভ্রান্তি" নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। "ভ্রান্তি" অভিনয় দর্শনে, বিস্ময়মুগ্ধ বিজ্ঞমণ্ডলী বঙ্গ-নাট্যালয়কে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, "ভ্রান্তি" পাঠে ব'লিয়াছিলেন, "এই অসুখ অবস্থাতেও গিরিশের বই ব'লে "ভ্রান্তি" পড়্‌তে আরম্ভ করলুম, বড় মিষ্টি লাগ্‌লো, একেবারেই সবটা পড়ে ফেল্‌লুম। "রঙ্গলাল" আর "গঙ্গাবাই" এই দু'টি characterই original. "রঙ্গলাল" সব্বার চেয়ে ভাল লেগেছে। গিরিশের এখনো লেখ্‌বার বেশ জোর আছে, এখনো সে tired হয় নি।" "বঙ্গবাসী বলেন,—"ভ্রান্তি" নাটকের অয়স্কান্ত মণি! কি অচ্যুত আকর্ষণ! গিরিশবাবু! তুমি ধন্য! তুমি রঙ্গলাল আঁকিয়াছ, পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যান কথা শুনাইয়াছ, তাহা অনেক দিন শুনি নাই, দেখি নাই।" বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ বিরল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

১০। হর-গৌরী।

দক্ষ প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টির পর অজ্ঞ নর, কিরূপে শীকারবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-বৃত্তি অবলম্বন করিল, কিরূপে পশুচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসন পরিধান করিতে শিখিল, কিরূপে বৃক্ষতল ছাড়িয়া আবাস নির্ম্মাণ করিল, কিরূপে শিল্পী হইল,—মানবজাতির এই ক্রমোন্নতি, এই গীতিনাট্যে অতি সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। হর-গৌরীর কন্দল, দেবদেবের শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে গৌরীকে শাঁখা পরান ইত্যাদি ভক্তি-কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলি পাঠে চমৎকৃত হইবেন। "যে নারী, ভক্তিপূর্ব্বক "হর-গৌরী" পাঠ করিবেন, "হর-গৌরীর" কৃপায় তাঁর পতি-ভক্তি অচলা হইবে এবং মাথার সিন্দুর উষার মত উজ্জ্বল থাকিবে।" মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

১১। বলিদান।

(বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান !)

"বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মিলে এবং সেই মেয়ে বিবাহ-যোগ্যা হইলে, ঘরে ঘরে যে দৃশ্য দেখিতে পাও,—সুনিপুণ শিল্পী-বিরচিত মালিন্যশূন্য মুকুরে, নিজের সর্ব্বাবয়ব যেরূপ পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাও —"বলিদান" নাটকে সেই দৃশ্য, তোমার নয়ন-সমীপে জাজ্বল্যমান প্রতিভাত হইবে। 'বলিদান'—বৈবাহিক দৃশ্যকাব্য,—বাঙ্গালী বরক'নের পিতামাতা, তথা বাঙ্গালী সমাজের অবিকৃত চিত্র। বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে, দর্শকের হৃদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে,— 'বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে, আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। 'বলিদান' একবার দেখিয়া দর্শকের আশা মিটিতেছে না ;—আমরা শুনিয়াছি, অনেকে দুই তিনবার অভিনয় দেখিয়াছেন।" বঙ্গবাসী।

"বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বর-পণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * গ্রন্থের রচনা এমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না এবং স্থানে স্থানে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পুস্তক পাঠেই যখন হৃদয় এতদূর বিচলিত হয়, তখন ইহার অভিনয় দর্শনে মনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। * * * ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।" সাহিত্য-সংহিতা (৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১২। বাসর।

আর্য্যরাজ-মহিমাকীর্ত্তিত নাটক। "বাসর নাটকে গিরিশ বাবু রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ গ্রথিত করিয়াছেন, এখনকার দিনে তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। রাজা বিক্রমাদিত্য প্রজার হিতের জন্য, প্রজার মঙ্গলের জন্য—কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর মনে হয় কি পাপে আমরা সেদিন হারাইলাম! আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে কতদূর প্রীত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের একজন বিলাত প্রত্যাগত সুপণ্ডিত বন্ধু এই নাটক পাঠ করিয়া বলিলেন, "It is a grand conception"; আমাদেরও সেই মত! এমন সুন্দর নাটকের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বলিব—আমাদের দুর্ভাগ্য।" বসুমতী। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

১৩। সিরাজদ্দৌলা।

বিদেশী ইতিহাসে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা "সিরাজের" প্রকৃত চিত্র দর্শন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা এই নাটক পাঠে বুঝিবেন,—"রাজ্যাভিষেকের পর সিরাজদ্দৌলার অল্পবয়স্কতাজনিত মানসিক অস্থিরতামাত্র ছিল, তাঁহার আর কোন দোষ ছিল না বরং তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন; কেবল শত্রুপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সাধন করিয়াছিল।"

গ্রন্থকারের পরম সুহৃৎ এবং "পলাশীর যুদ্ধ," "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, "সিরাজদ্দৌলা" পাঠে গিরিশ বাবুকে রেঙ্গুন হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম:—